কেরিয়ার গাইড : ফ্যাশন টেকনোলজি কোর্স | কেক শুধু খাওয়ার নয়, দেখারও | খেলাধুলোয় এই একটি বছর

২০ ডিসেম্বর ১৯৯৫ আনন্দবাজার প্রকাশন পনেরো টাকা

আনন্দমেলা

দু' সংখ্যায় সমাপ্য
সম্পূর্ণ রঙিন
অ্যাসটেরিক্সের নতুন অভিযান

অ্যাসটেরিক্স ও গথ দস্যু

(শেষাংশ)

এদের মতো আপনিও কি উজালা ব্যবহার করেন?

নিজেই পরখ করে দেখুন।
উজালায় সত্যিই একটা ব্যাপার আছে।

UJALA
Supreme
From Jyothy Laboratories

নিশ্চয়ই জানেন উজালা নীল নয় !
তাই নীল ভেবে জলে বেশী-বেশী ঢেলে দেবেন না। এক লিটার জলে শুধু চার ফোঁটাই যথেষ্ট (আধ-বালতি জলে, দশ থেকে বারো ফোঁটা)। কারণ, উজালা একটা বৈজ্ঞানিক ফর্মূলার উপাদান, যা একটু দিলেই সদ্য ধোয়া জামাকাপড়ে আনে এক নতুন চমক্। তাই তো উজালা সচেতন গৃহিনীদের একমাত্র পছন্দ।

Situations

আনন্দমেলা

২১ বর্ষ ১৭ সংখ্যা ৪ পৌষ ১৪০২ ২০ ডিসেম্বর ১৯৯৫

২৯ অ্যাসটেরিক্স ও গথ দস্যু (শেষাংশ)

পুরোহিত এটাসেটামিক্সকে খুঁজতে চলল অ্যাসটেরিক্স ও ওবেলিক্স। পথে ধরা পড়ল সৈন্যদের হাতে। তক্কে তক্কে থেকে শেষপর্যন্ত জেল থেকে পালাল অ্যাসটেরিক্স ও ওবেলিক্স। কিন্তু সমস্যা হল, পথে যাদের সঙ্গে দেখা, তারা কেউই গল ভাষা জানে না। পরে অবশ্য দেখা গেল, সেই লোকটি গল ভাষা না জানার ভান করছিল। তার কাছে খবর পাওয়া গেল, পুরোহিতকে বন্দি করেছে মহাসাঙ্ঘাতিক। তার পর কী হল ? পুরোহিতকে কি শেষপর্যন্ত খুঁজে পেল অ্যাসটেরিক্স ও ওবেলিক্স ? পুরোহিত এটাসেটামিক্সের জাদুই বা কী কাজে লাগল ?

২৭ কেক

বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য বিশেষভাবে তৈরি কেক খাওয়ার চেয়েও সাজিয়ে রাখতেই যেন বেশি ভাল লাগে। সুস্বাদু ও সুদৃশ্য এইসব কেক নিয়ে লিখেছেন সুব্রত রায়।

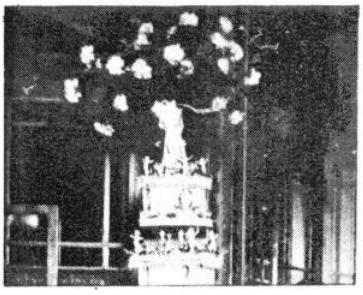

৬৫ এক বছরের খেলা

বিশ্বনাথন আনন্দ ব্যক্তিগত সাফল্যের বিচারে এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত রেখেছেন। খেলাধুলোর জগতে পুরো একটি বছরের উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলি নিয়ে লিখেছেন প্রতাপ জানা।

এ ছা ড়া ও

ধা রা বা হি ক উ প ন্যা স

রাবণের মুখোশ বিমল কর ৫

হরিপুরের হরেক কাণ্ড শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ৭৯

গ ল্প

কাকতালীয় প্রবীর হালদার ২০

উপকারী ইন্দিরা দত্ত ৭৬

কে রি য়া র গা ই ড

ফ্যাশন টেকনোলজি কোর্স অমর দাশ ১২

প্রা ণি বি জ্ঞা ন

কুড়ি কোটি বছর ধরে... সুমা বন্দ্যোপাধ্যায় ৬১

খে লা ধু লো

সাড়া জাগিয়েছেন নিমা ভুটিয়া শুভম রায় ৬৪

খেলার খবর ৬৯

হল্যাণ্ডে ফুটবল মাঠে... তানাজি সেনগুপ্ত ৭২

নি য় মি ত ক মি ক্স

আর্চি ১১ **টিনটিন** ১৪ **গন্তব্য নিউ ইয়র্ক** ১৮ **গ্ল্যাডিয়েটর অ্যাসটেরিক্স** ২২ **অরণ্যদেব** ২৬ **ডাঃ রেক্স মর্গান** ৭০ **টারজান** ৭৪ **গাবলু** ৭৮

নি য় মি ত বি ভা গ

শব্দসন্ধান ৭ **নানারকম** ২৫ **হাসিখুশি** ৮১ **কুইজ** ৮৩

আগামী আকর্ষণ

প্রচ্ছদকাহিনী

স্কুলে ভর্তি

কলকাতা ও অন্যান্য জেলার নামকরা কয়েকটি স্কুলে ভর্তি হতে গেলে কীভাবে প্রস্তুত হওয়া উচিত, ভর্তি-পরীক্ষার নিয়মকানুনই বা কী, ফর্ম পাওয়া যাবে কবে থেকে, পরীক্ষাই বা কবে হবে—এ-সমস্ত বিষয়ে নানা গুরুত্বপূর্ণ খোঁজখবর থাকবে আগামী সংখ্যায়।

স ম্পা দ ক

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

আনন্দ বাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
দাম ১৫ টাকা। বিমান মাশুল ত্রিপুরা ২০ পয়সা
উত্তর-পূর্ব ভারত ৩০ পয়সা

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা

ভারতে
সর্বাধিক বিক্রীত
কমিকস্ ডায়মন্ড কমিকস্

-এর তরফ থেকে

নববর্ষের এক
আকর্ষক উপহার

ফ্রী!

ওয়ার্ল্ড
কাপ
Center Fresh
ক্রিকেট
তারকা
ক্যালেন্ডার
1996
মূল্যঃ 15.00

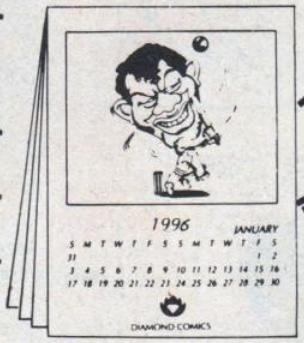

কার্টুনিস্ট প্রাণের
চাচা চৌধুরী ডাইজেস্ট
চাচা চৌধুরীর
রেকর্ড

মূল্য 25/-

ডায়মন্ড কমিকস্ প্রা. লি. X-30, ওখলা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, ফেজ-2, নূতন দিল্লী-110 020

রাবণের মুখোশ

বিমল কর

সাত

ছোট কাছারির বাইরে লম্বা বারান্দা। ঢাকা বারান্দা। সামনে মাঠ। ডান দিকে বড় কাছারি। বড় কাছারির কর্মচারীরা সবাই বাইরে বেরিয়ে এসেছে গোলমাল শুনে। বারান্দা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। এগিয়ে যাওয়ার সাহস নেই। কালো কুকুরটা দেখতেই বিশাল নয়, তার মুখচোখ দেখলে মনে হয়, স্বভাবে সে হিংস্র। এ কুকুর শুধু বুনো নয়, জাতই বুঝি আলাদা।

রামজয় পাঞ্জালিকে নিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালেন। দেখলেন কুকুরটাকে। বিরক্ত হলেন। এভাবে একটা ভয়ঙ্কর বুনো কুকুর নিয়ে কাছারিবাড়িতে আসা সাধুবাবার উচিত হয়নি। গ্রামের মধ্যে দিয়েই আসতে হয়েছে সাধুবাবাকে ; যে-কোনও সময়ে একটা দুর্ঘটনা ঘটতে পারত।

রামজয় কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই তিনি দেখলেন, সাধুবাবা তার হাতের লাঠি দিয়ে মাটিতে একটা দাগ টানল। দাগ টানার পর লাঠিটা ফেলে দিল মাটিতে, দিয়ে হাত তুলে ইশারায় কুকুরটাকে বসতে বলল। আর কী আশ্চর্য, কুকুরটা সঙ্গে-সঙ্গে মাটিতে বসে পড়ল, একেবারে লাঠির সামনে। যেন লাঠিটা পাহারা দেওয়াই তার কাজ। এরকম বাধ্য অনুগত যে ওই ভয়ঙ্কর কুকুরটা হতে পারে, ভাবাই যায় না !

সাধুবাবা কয়েক পা এগিয়ে রামজয়ের কাছে এল। ইশারায় জানাল, কুকুর নিয়ে দুশ্চিন্তার কিছু নেই, ও কিছুই করবে না। এখন জমিদারবাবু ইচ্ছে করলে ভেতরে যেতে পারেন।

রামজয় মাথা নেড়ে সাধুবাবাকে ডাকলেন। ডেকে পাঞ্জালিকে নিয়ে তাঁর ছোট কাছারিবাড়িতে ফিরে এলেন আবার।

বসবার দরকার ছিল না। বসলেন না রামজয়। জানলার কাছে দাঁড়িয়ে সাধুবাবাকে দেখতে লাগলেন। কালকের মতনই পোশাক, পরনে ধুতি, গায়ে চাদর। স্নানও সারা হয়েছে বাবার। কপালে লাল ফোঁটা। কী বলবেন বুঝতে না পেরে সামান্য সময় চুপ করে থাকলেন রামজয়। পরে বললেন, "কাল তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর আমরা খানিকটা এগিয়ে যাওয়ার পর একটা ডাক শুনি। তোমার গলা বলে মনে হল। তুমি কাকে ডাকছিলে ? ওই কুকুরটাকে ?"

মাথা নেড়ে সাধুবাবা জানাল, হ্যাঁ, সে কুকুরটাকেই ডাকছিল।

"ওইরকম এক কুকুর নিয়ে তুমি ঘুরে বেড়াও ? তোমার ভয় না থাকতে পারে, অন্যদের ভয় হয়। বিপদও হতে পারে।"

সাধুবাবা ইশারায় বোঝাতে চাইল, কুকুরটা তার সঙ্গেই থাকে। নজরে রাখলে ওকে নিয়ে দুশ্চিন্তার কারণ নেই।

রামজয় বললেন, "আমি শুনেছি, তুমি মাসখানেক হতে চলল এখানে এসেছ। কেন এসেছ ? তোমার পরিচয় কী ?"

সাধুবাবা মুখে কিছু বলল না। ইশারায় জানাল, তাকে খানিকটা কাগজ আর কালি-কলমের ব্যবস্থা করে দিতে।

রামজয় খানিকটা অবাক হলেন। তারপর পাঞ্জালির দিকে তাকালেন।

ছোট কাছারিতেও রামজয় নিজের কাজকর্ম করেন। চিঠিপত্র লেখেন। হিসেব দেখেন। কাগজ কালি কলম এখানেও আছে। পাঞ্জালি জানে।

পাঞ্জালি ঘরের একপাশ থেকে কাগজ কালি পালকের কলম এনে দিল।

সাধুবাবা মাটিতে বসল। কাগজ কালি কলম রাখল ফরাসের ওপর। তারপর কীসব লিখে কাগজটা পাঞ্জালির দিকে এগিয়ে দিল।

পাঞ্জালি কাগজ নিয়ে রাজাবাবুকে দিল।

রামজয় এবার আরও অবাক হয়ে গেলেন। আরে, এ যে লেখাপড়া-জানা লোক। সাধুবাবার হাতের লেখা স্পষ্ট, গোটা গোটা ; পড়তে কোনও অসুবিধে হয় না। রামজয় কাগজের লেখাগুলো পড়লেন।

সাধুবাবা লিখেছেন। "আমার নাম অতুলানন্দ। আদি নিবাস বিল্বগ্রাম। জেলা বাঁকুড়া। পাকুড় আমার কর্মস্থান ছিল। দুই বৎসর পূর্বে পাকুড় ত্যাগ করিয়াছি। আমার কোনও সংসার নাই। আমি সূর্যসাধক। একটি সঙ্কল্প করিয়াছি। তাহাই উদ্‌যাপন করিতেছি। সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত মৌন থাকি। একান্ত প্রয়োজন না হইলে রবিবার বাদে দিবা ভাগে কথা বলি না। আমার দ্বারা আপনার কোনও প্রকার ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। বিপদে সাহায্য পাইবেন, এইমাত্র বলিতে পারি।"

রামজয় বার দুই-তিন লেখাটি পড়লেন। দেখলেন আবার অতুলানন্দকে। কৌতূহল বাড়ছিল। সূর্যসাধক যে কাদের বলে তিনি জানেন না। এই লোকটার সংসার নেই বলছে। কেন নেই ? কেনই বা সে সূর্যসাধক হয়েছে ? আর সঙ্কল্প উদ্‌যাপনই বা কেন করছে ? কিসের সঙ্কল্প ?

রামজয়ের কী খেয়াল হল, বললেন, "কাল তোমার সঙ্গে যখন দেখা হয় তখন সূর্যাস্ত হয়ে গিয়েছে। অন্ধকার। তবু তুমি আমাদের কথার জবাব দাওনি মুখে। ইশারায় উত্তর দিয়েছ। অথচ তার খানিকটা পরে তুমি দশ দিক কাঁপিয়ে আয়-আয় করে তোমার কুকুরকে ডাকছিলে ! কেন

ইণ্ডেনের এই কথাগুলি মনে রাখুন বিপদ থেকে দূরে থাকুন

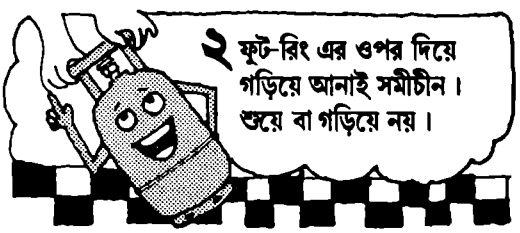

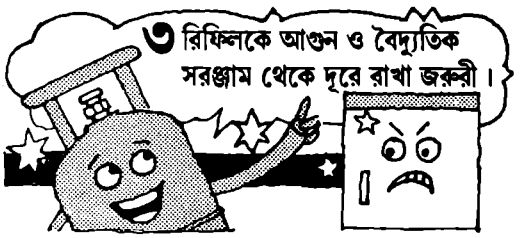

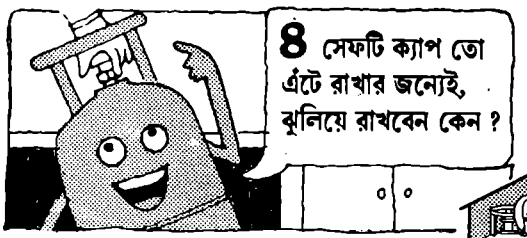

Indane

SAFETY BEGINS AT HOME

ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড
ইণ্ডিয়ানঅয়েল ভবন
২, গড়িয়াহাট রোড (সাউথ), কলিকাতা-৭০০ ০৬৮

TCP/IOC 286/94

তুমি মুখে জবাব দাওনি ?"

অতুলানন্দ কাগজটা ফেরত চাইল। তারপর লিখল, "অপরাধ মার্জনা করিবেন। মনে-মনে সন্ধ্যামন্ত্র পাঠ করিতেছিলাম, পাঠ শেষ হয় নাই। অল্প পরে আমার মন্ত্রপাঠ শেষ হইল। দেখিলাম আপনারা আমার নিষেধ না মানিয়া আগাইয়া যাইতেছেন। আশঙ্কা হইল, অন্ধকারে আমার পোষ্যটি না আপনাদের আক্রমণ করে। তাহাকে ডাকিতে লাগিলাম। সে আশেপাশে কোথাও ছিল।"

পাঞ্জালিকে কাগজটা দিল অতুলানন্দ।

রামজয় কাগজ নিলেন। পড়লেন। ফেরত দিলেন পাঞ্জালিকে। অতুলানন্দকে বললেন, "তুমি এখানে আছ। রাবণের মুখোশের কথা জানো না ? শোনোনি ? তুমি যে দশাননের অনুচর নও তার প্রমাণ কী ?"

অতুলানন্দ মাথা নাড়ল। না, সে দশাননের অনুচর নয়। তারপর নিজেই আবার হাত বাড়িয়ে কাগজটা চাইল পাঞ্জালির কাছে।

কাগজটা দিল পাঞ্জালি।

অতুলানন্দ লিখল, "আপনাদের অসুবিধা না থাকিলে আজ সন্ধ্যায় নদীপারে সাক্ষাৎ করিতে পারেন। যাহা জানিতে চান, বলিতে পারি। আপনার অনুমতি পাইলে আমি এখন যাই।"

রামজয় কাগজটা নিয়ে দেখলেন। অতুলানন্দকে আর আটকে রাখার দরকার আছে বলে তাঁর মনে হল না। ঠিক আছে, সন্ধের পরই তিনি দেখা করবেন অতুলানন্দের সঙ্গে। কিন্তু কোথায় ? নদীপারে কোন জায়গায় ? কয়েক মুহূর্ত ভেবে রামজয় বললেন, "তুমি আসতে পারো। আমরা আজ সন্ধেবেলায় হাটতলায় থাকব। তোমার অপেক্ষা করব।" বলে পাঞ্জালির দিকে তাকালেন। "পাঞ্জালি, হাটতলায় একটা খড়ের চালা আছে, না ?"

"আছে আজ্ঞা। আমতলার কাছেই।"

রামজয় অতুলানন্দের দিকে তাকালেন। "আমরা চালার কাছে থাকব। তুমি ওখানে আসবে। কথা হবে। এখন যেতে পারো।"

অতুলানন্দ উঠে পড়ল।

রামজয় জানলা দিয়েই বাইরে তাকিয়ে দেখলেন, অতুলানন্দ কাছারির সামনে গিয়ে তার লাঠি কুড়িয়ে নিল মাটি থেকে— তারপর কুকুরটাকে নিয়ে চলে গেল।

পাঞ্জালি বলল, "রাজাবাবু, আমি কিছু বুঝলাম না। সাধুবাবা অত কী লিখলেন ! আপনার কেমন মনে হল লোকটিকে !"

পাঞ্জালি একটু-আধটু লেখাপড়া জানে। অতুলানন্দের লেখা সে পড়েনি ; পড়লে হয়তো খানিকটা বুঝতে পারত।

রামজয় বললেন, "তোমার সাধুবাবাকে হেলাফেলা করার মানুষ বলে মনে হচ্ছে না, পাঞ্জালি। লোকটার কী উদ্দেশ্য, কোন সঙ্কল্প নিয়ে সে সন্ন্যাসী হয়েছে, কেনই-বা মৌনী হয়ে থাকে কে জানে ! তবে ওর যে খানিকটা ক্ষমতা আছে, তা তো দেখতেই পেলে।" বলে উনি অতুলানন্দের লেখাগুলোর কথা বললেন।

পাঞ্জালি মন দিয়ে শুনল কথাগুলো। শেষে বলল, "আপনি তবে আজ যাবেন সন্ধ্যায়।"

"হ্যাঁ, কেন ?"

"না আজ্ঞা, যাওয়া ভাল। তবে ওই কুকুরটাকেই ভয়।"

রামজয় হাসলেন, "যার কুকুর সে দেখবে। কিন্তু পাঞ্জালি, আমি ভাবছি, সাধুবাবার কথা আমি মাসখানেক ধরে শুনেছি। কানে আসছে। তুমিও বলেছ সেদিন। কুকুরটার কথা তো শুনিনি।"

পাঞ্জালি বলল, "থাকত হয়তো আশেপাশে, নজরে আসত না। সাধুবাবা গণ্ডি কেটে রেখে দিত মনে হয়।" বলে হাসল।

"বিকেলে তৈরি থেকো হে, যেতে হবে।"

শব্দসন্ধান

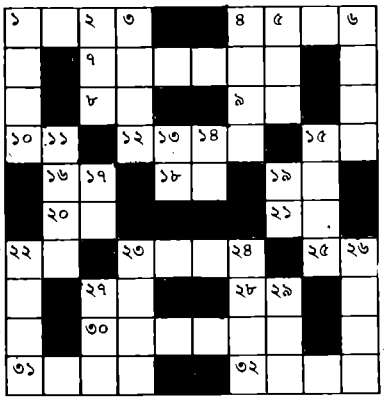

সঙ্কেত : পাশাপাশি : (১) এক মহাকাব্যের জন্য ইনি কীর্তিমান। (৪) বিশুদ্ধ, অবিমিশ্র। (৭) উদার মনোভাব। (৮) মৃত্যুর পরে সম্পত্তির—ছয় অবস্থা। (৯) সাল , অব্দ। (১০) লাগে—, না-লাগে তুক। (১২) কপোত। (১৫) মাংস। (১৬) রক্ত। (১৮) গজ। (১৯) ভস্ম। (২০) মাঝির হাতে থাকে। (২১) শিরে কৈল সর্পাঘাত—বাঁধবি কোথা ?.(২২) মুখ। (২৩) মেঘসমূহ। (২৫) ঢাকা, গুপ্ত। (২৭) আউশ ধানের—, লাগে তিন মাস। (২৮) আমার। (৩০) বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত উপন্যাস। (৩১) নন্দঘোষের আদরের ধন শ্রীকৃষ্ণ। (৩২) ব্যাপক লুণ্ঠন।

উপর-নীচ : (১) উপকারীর উপকার স্মরণে রাখা। (২) এর চাঁদে হাত দেওয়া অনুচিত। (৩) সাহায্যকারী। (৪) অবকাশ, ছুটি। (৫) মন্ডপ। (৬) গাছতলা। (১১) মধুর অস্ফুট হাসি। (১৩) ভূত দেখলে যা কেঁপে ওঠে। (১৪) 'বান এসেছে, জয় মা বলে ভাসা—।' (১৫) যা গাছে জন্মায় ও গাছকে আশ্রয় করে বাঁচে। (১৭) মৌমাছির মধু ও—দুই-ই আছে। (১৯) বর্ষাকালের নিত্য সঙ্গী। (২২)—জমিন ফারাক। (২৩) ভেড়ার দল। (২৪) সন্ন্যাসীর হাতের জলপাত্র। (২৬) পাখির ডানার ঝাপট। (২৭) কয়েকটি পরগনার সমষ্টি। (২৯) প্রচ্ছদপট।

গত সংখ্যার সমাধান

দেবসেনাপতি

সকালের প্রথম কিরণে স্ফূর্ত্তি পেতে চান ?

এর জন্যে চাই

কায়ম চূর্ণ

আজকের যুগে কায়ম চূর্ণ সেবন এত গুরুত্বপূর্ণ কেন ?

আজকাল বৈজ্ঞানিক সাধনের দৃষ্টিতে মানুষ দিনে দিনে আগে বেড়ে চলেছে। ঐ সঙ্গে সুখ সুবিধার নতুন নতুন উপায়ও পেয়ে যাচ্ছে। কিন্তু মানুষ তার আগের শারীরিক শক্তি-স্ফূর্ত্তিটি হারিয়ে ফেলছে। সাধারণতঃ সে নিচে দেওয়া রোগে কষ্ট পাচ্ছে আর তাই তার কাজকর্মে মন বসছে না। সকাল থেকেই ক্লান্ত বোধ করে।

শারীরিক ক্লান্তির প্রথম কারণ হল অ্যাসিডিটি। আর ঐ অ্যাসিডিটির দরুনই নানান রোগের সৃষ্টি — যেমন ছাতিতে জ্বলুনি, মাথাধরা, গাবমিভাব, শরীর ম্যাজম্যাজ ইত্যাদি। অন্যান্য কারণে মুখে ছালপড়া, রক্তগরম হওয়া, চর্মরোগ, অগ্নিমান্দ্য, আরো কতো কি। আর সেইজন্যেই তো নিজের কাজকর্মে মন বসে না।

এইসব কষ্টের কারণ কি ?

আজকাল কোনো কোনো লোককে কোষ্ঠকাঠিন্যে ভুগতে দেখা যায়। সকালে পেট সাফ হয়না বলে নানান ছোটছোট কষ্টের শিকার হতে হয়। আর তাই সারাদিন শরীর ম্যাজম্যাজ করে।

কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে রেহাই পাবার জন্যে কায়ম চূর্ণই জরুরী কেন ?

পেট সাফ করার জন্যে বাজারে তো পুরোনো বা নতুন নতুন কত ওষুধ পাওয়া যায়। কিন্তু কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে পেট সাফ রাখার জন্যে 'কায়ম চূর্ণ' সবচেয়ে উপযুক্ত। কারণ 'কায়ম চূর্ণ' তৈরী হয়েছে বিশিষ্ট বৈদ্য রসিকভাই শেঠ-এর ফরমূলায়। এটি ফলপ্রসূ আয়ুর্বেদিক ওষুধের এমন এক মিশ্রণ যা কোনো প্রকার ক্ষতি না করে আপনার পেট সাফ করে দেয় আর কোষ্ঠকাঠিন্যের দরুন অ্যাসিডিটি, মাথাধরা আর অন্যান্য কষ্ট দূর করে আপনাকে দেয় শীতলতার আনন্দ আর সারাদিন স্ফূর্ত্তি !

শেঠ ব্রাদার্স ভাবনগর-৩৬৪ ০০১.

রাতে 'কায়ম চূর্ণ' সেবন করুন, সারাদিন সুস্থ হয়ে থাকুন !

মাথা নুইয়ে পাঞ্জালি জানাল, সে তৈরি থাকবে।

সন্ধের মুখে-মুখে হাটতলায় এসে রামজয়রা দেখলেন অতুলানন্দ আগেই এসে দাঁড়িয়ে আছে। কুকুরটা নেই।

"কী হল, তোমার সেই সঙ্গীটি কই?" রামজয় বললেন। কৌতূহল হচ্ছিল তাঁর।

অতুলানন্দ বলল, "তাকে রেখে এসেছি আমার চালাঘরে।"

"সে কী! ঘর থেকে যদি বাইরে বেরিয়ে যায়!"

"যাবে না! সে পাহারায় আছে।" বলে একটু চুপ করে থেকে অতুলানন্দ বলল, "আপনার কাছে আমি কোনও নালিশ জানাচ্ছি না। আমি সাধুসন্ন্যাসী লোক। আমার ওই মাথা গোঁজার ছোট্ট চালার তলায় ধনদৌলত কিছুই নেই। তবু আজ দেখলাম, কারা যেন আমার কুঁড়েতে ঢুকে পোঁটলাপুঁটলি হাতড়েছে।"

রামজয় অবাক হলেন, "সে কী!" বলে পাঞ্জালির দিকে তাকালেন।

পাঞ্জালি কিছু বলল না। তার সন্দেহ হল, এ-কাজ মাধব সর্দারের কোনও চেলার হতে পারে। রাজাবাবু সরাসরি হুকুম না দিলেও নজর রাখতে বলেছিলেন সাধুবাবার আস্তানার ওপর। হয়তো একটু বেশি নজরদারি করে ফেলেছে মাধবের চেলা।

"তোমার কিছু খোওয়া গিয়েছে?" রামজয় জিজ্ঞেস করলেন।

অতুলানন্দ এমনভাবে মাথা নাড়ল যে, বোঝা গেল না সে কী বোঝাতে চাইল। খোওয়া যাওয়ার কথাটা যেন এড়িয়ে গিয়েই অতুলানন্দ বলল, "আপনি আমায় দশাননের কথা জিজ্ঞেস করছিলেন কাছারিবাড়িতে!"

"হ্যাঁ। তুমি..."

"আমি তার অনুচর নই। তবে তাকে জানি।"

"জানো?" রামজয় কৌতূহল বোধ করলেন। "জানো মানে? তার কথা শুনেছ!"

"আমি তাকে দেখেছি।"

রামজয় রীতিমতন অবাক! বিশ্বাস হচ্ছিল না। দশাননকে নাকি কেউ সামনাসামনি দেখেনি। ডাকাতটা নিজের মুখ কাউকে দেখায় না। তার মাথা মুখ ঘাড় গলা দেখার উপায় নেই, ঢাকা থাকে কাপড়ের পট্টিতে। মুখে থাকে মুখোশ। ও নিজের মুখ লুকিয়ে রাখে বলেই নানান গুজব রটে, যার যা মন চায় বলে, অদ্ভুত-অদ্ভুত বর্ণনা দেয় দশাননের।

রামজয় বললেন, "তুমি নিজের চোখে তাকে দেখেছ?"

"দেখেছি। দেখতে সে ভয়ঙ্কর নয়। আর পাঁচজনের মতন। তবে শরীরে শক্তি ধরে। আর সুপুরুষও বলতে পারেন। আপনিও তাকে দেখবেন।"

"দেখব? কবে?"

"ঊনত্রিশে পৌষ সংক্রান্তি। বাইশে পৌষ পূর্ণিমা তিথি। দশানন চব্বিশ অথবা পঁচিশে পৌষ মনসাচরে আসবে। আপনি হয়তো মনে করছেন, সে পূর্ণিমার পর-পরই আসবে কেন? দশাননের কাছে কৃষ্ণপক্ষ শুক্লপক্ষ নেই। সে শুধু একটি দিন ঠিক করে পুজোআর্চা সেরে নিয়ে ডাকাতি করতে বেরিয়ে পড়ে। একবার তার দল নিয়ে বেরিয়ে পড়লে একটা মাত্র জায়গায় ডাকাতি করে ফেরে না, দু-চার জায়গায় কাজ সেরে নিজেদের জায়গায় ফিরে যায়। এটাই তার অভ্যাস।"

কথাগুলো পুরোপুরি বিশ্বাস হল না রামজয়ের, আবার অবিশ্বাস করতেও পারছিলেন না। পাঞ্জালির দিকে তাকালেন। সেও অবাক হয়ে সাধুবাবার কথা শুনছিল।

"তুমি কেমন করে জানলে দশানন কবে মনসাচরে আসবে?" রামজয় বললেন, "তুমি কি দশাননের হয়ে পাঁজিপুঁথি দেখে দাও? গণনা করো? গণৎকার?" কথার শেষে সামান্য বিদ্রূপ ছিল।

অতুলানন্দ বলল, "গণনা নেই এমন কথা বলি না। অনুমানও গণনা। আপনি আমার কথা মানতে না চান— না-ই মানলেন। তবে আমি যা জানি, খোঁজ রাখি— আপনাকে বললাম। আপনি যথেষ্ট সাবধান হয়েছেন। কিন্তু এভাবেও আপনি দশাননকে আটকাতে পারবেন না। সে আসবে। আপনার সামনে যে বিপদ..."

কথার মধ্যে অতুলানন্দকে থামিয়ে দিলেন রামজয়; মৃদু হেসে বললেন, "আমার বিপদ আমি বুঝি, অতুলানন্দ। নিজের বিপদ নিয়ে আমি ভেবে মরছি না। এই বিপদ আমার প্রজাদের, মনসাচরের মানুষের। বিপদ বলে আমি পালাব নাকি?"

"না। আপনি পালাবার মানুষ নন। ... আমি আপনাকে পালাতেও বলছি না। আরও সাবধান হতে বলছি। আমার দ্বারা আপনার কোনও অনিষ্ট হবে না।"

"তুমি দশাননকে কোথায় দেখেছ?" রামজয় হঠাৎ বললেন।

অতুলানন্দ বলল, "এর উত্তর এখন পাবেন না। যদি দশানন ধরা পড়ে— আপনাকে আমি সবই বলব।"

রামজয় সন্দিগ্ধ হলেন। "দশানন তোমার শত্রু?"

অতুলানন্দ কোনও জবাব দিল না।

অপেক্ষা করে রামজয় বললেন, "অতুলানন্দ, তুমি আশ্চর্য মানুষ। আমি বুঝতে পারছি না, সত্যিই তুমি সাধুসন্ন্যাসী, না, এটা তোমার ভেক। ... তা সে যাই হোক, আমি তোমায় বিশ্বাস করছি। যদি অবিশ্বাসের কাজ করো, পরিণাম ভাল হবে না। আমি কত নির্দয় হতে পারি তুমি জানো না। এখন বলো, দশানন কি সত্যিই ওই সময়ে— তুমি যা বলছ— তখন মনসাচরে আসবে?"

"আমার অনুমান।"

"মেলার মধ্যেই?"

"হ্যাঁ। ... আপনি যেমন ওর মুখোমুখি হয়ে দেখতে চান দশানন কত শক্তি ধরে, ও নিজেও আপনার সামনাসামনি আসতে চায়। মেলার মধ্যেই সে আসবে।"

"কেন?"

"আপনার ক্ষমতা পরখ করতে। মেলার ভিড়ে এসে পড়ার সুযোগও বেশি।"

রামজয় যেন ভাবলেন কিছু। বললেন, "মেলা তা হলে ভালই বসবে বলো! ... তা অতুলানন্দ, তুমি এত কথা জানলে কেমন করে? নিজেই বলছ তার অনুচর নও অথচ দশাননের হাঁড়ির খবর তোমায় কে জোগায়?"

অতুলানন্দ বলল, "সময় এলে আপনি সব জানতে পারবেন।"

"ও! ... তবে সেই সময় আসুক। আচ্ছা, অতুলানন্দ, একটা কথা বলো তো! আমার এখানে দশাননের রাবণের মুখোশ কে টাঙায়? কার এত বড় সাহস হয়? জানো তুমি?"

অতুলানন্দ বলল, "সব মানুষ সমান হয় না। আপনি যত ভাল জমিদারই হোন না কেন, মনসাচরে আপনার শত্রুও আছে। তাদের কেউ। দশানন তাকে বশ করেছে।"

"কে সে?"

"আপনি ব্যস্ত হবেন না। অধৈর্য হবেন না। তাকে তার মতন থাকতে দিন এখন। মেলা শুরু হোক, তারপর...! আর মাত্র সাতটা দিনও নয়— আপনি অপেক্ষা করুন।"

(ক্রমশ)

দেখুন! নিউ হানি গোল্ড দিয়ে আপনার সন্তান ঠিকমত খাচ্ছে এবং তার বৃদ্ধি হচ্ছে!!

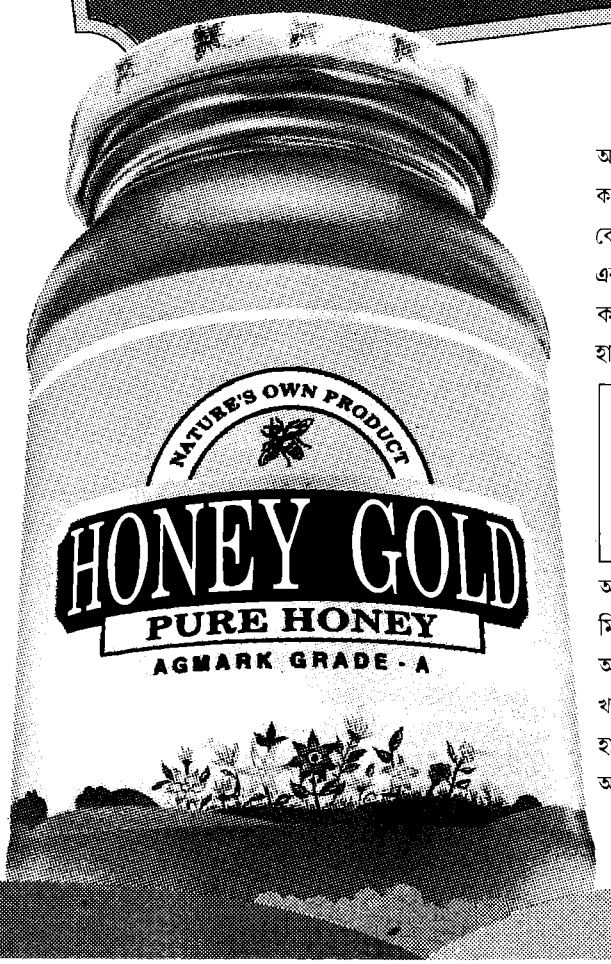

আপনার সন্তানের বৃদ্ধি কি আপনার বিশেষ চিন্তার কারণ?

কেন তাকে বিকল্প খাদ্য-পানীয় দেবেন?

এক সহজ উপায় আছে যাতে স্বাস্থ্য এবং সুখ বৃদ্ধি করে নিউ হানি গোল্ড

হানি গোল্ড স্বাস্থ্যকর আহার্যকে সুস্বাদু করে তোলে

- আপনার দুধের গ্লাসে মিশিয়ে নিন।
- রুটিতে মাখিয়ে খান।
- চিকেন ফ্রাইয়ের সঙ্গে খান।
- ফ্রুট স্যালাডের উপর ছড়িয়ে দিন।

আপনার প্রিয় যে কোন খাবারের সঙ্গে **হানি গোল্ড** মিশিয়ে নিন

আর দেখুন আপনার সন্তান কিরকম ভালো ভাবে খাচ্ছে ও বেড়ে উঠছে।

হানি গোল্ড সুস্বাদু এবং

আপনার সন্তানের বৃদ্ধির সহজ উপায়।

A Quality Product from Square D Biotech Limited (Home Products Division).

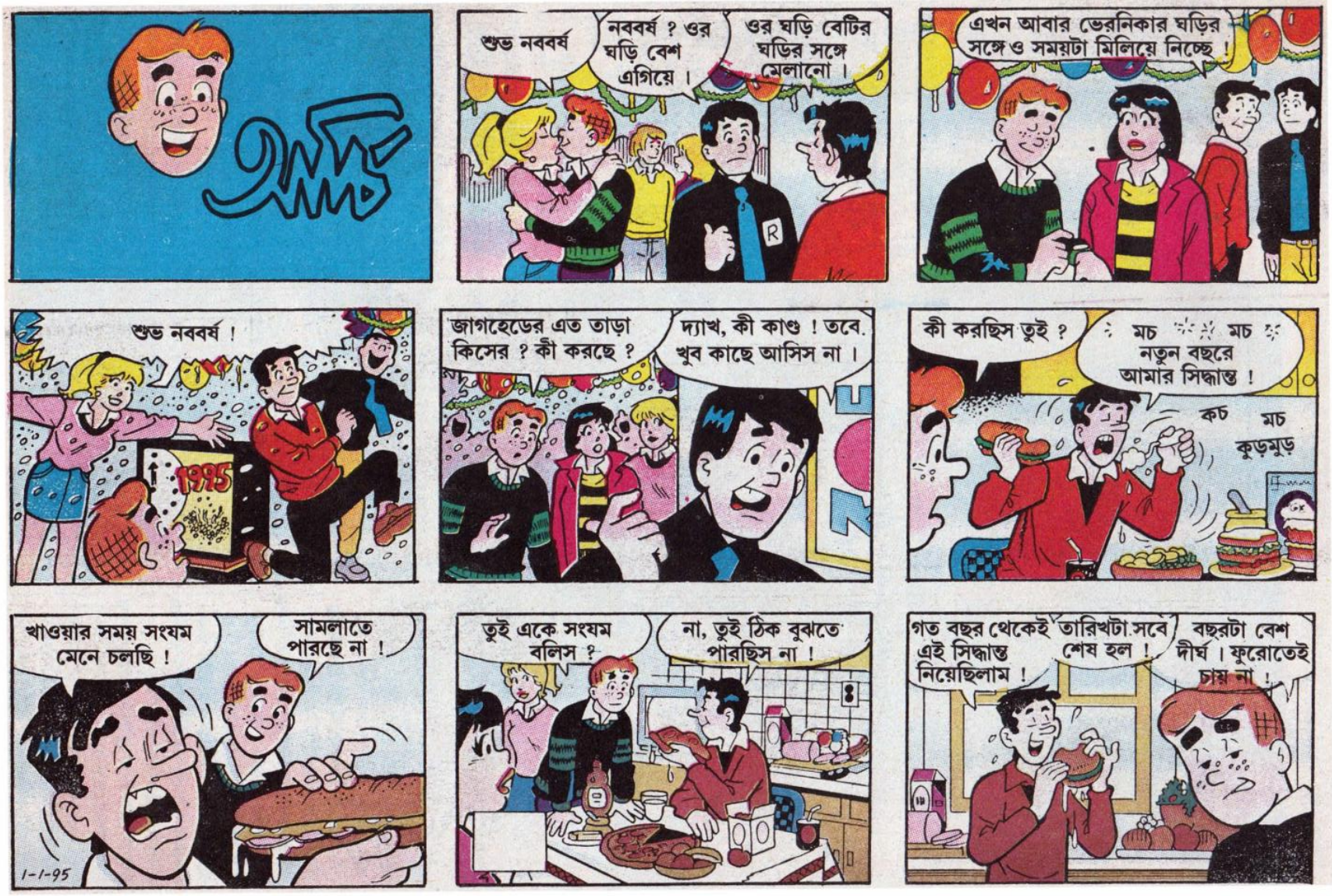
শুভ নববর্ষ
নববর্ষ ? ওর ঘড়ি বেশ এগিয়ে ।
ওর ঘড়ি বেটির ঘড়ির সঙ্গে মেলানো ।
এখন আবার ভেরনিকার ঘড়ির সঙ্গেও সময়টা মিলিয়ে নিচ্ছে !
শুভ নববর্ষ !
1995
জাগহেডের এত তাড়া কিসের ? কী করছে ?
দ্যাখ, কী কাণ্ড ! তবে খুব কাছে আসিস না ।
কী করছিস তুই ?
মচ মচ নতুন বছরে আমার সিদ্ধান্ত !
কচ মচ কুড়মুড়
খাওয়ার সময় সংযম মেনে চলছি !
সামলাতে পারছে না !
1-1-95
তুই একে সংযম বলিস ?
না, তুই ঠিক বুঝতে পারছিস না !
গত বছর থেকেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম !
তারিখটা সবে শেষ হল !
বছরটা বেশ দীর্ঘ । ফুরোতেই চায় না !

ফ্যাশন টেকনোলজি কোর্স

বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে-সঙ্গে পোশাক-পরিচ্ছদেও এসেছে নানা পরিবর্তন। চল হয়েছে নতুন-নতুন সব ফ্যাশনের। ফ্যাশন টেকনোলজির পাঠ নিয়ে গড়ে তোলা যেতে পারে দারুণ এক কেরিয়ার। এই নিয়েই এবারের আলোচনা।

ফ্যাশন টেকনোলজি কোর্সের চাহিদা এখন দারুণ। আর এদেশে ফ্যাশন টেকনোলজি পঠনপাঠনের ক্ষেত্রে অদ্বিতীয় সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হল—ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ফ্যাশন টেকনোলজি। ভারত সরকারের টেক্সটাইল মন্ত্রক এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা। টেক্সটাইল শিল্পে ক্রমবর্ধমান দক্ষ কর্মীর অভাব মেটানোর জন্য এই প্রতিষ্ঠানের জন্ম। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একই সঙ্গে ডিজাইনবিদ্যা, ব্যবস্থাপনাবিদ্যা এবং প্রযুক্তিবিদ্যার পঠনপাঠনের সুযোগ রাখা হয়েছে।

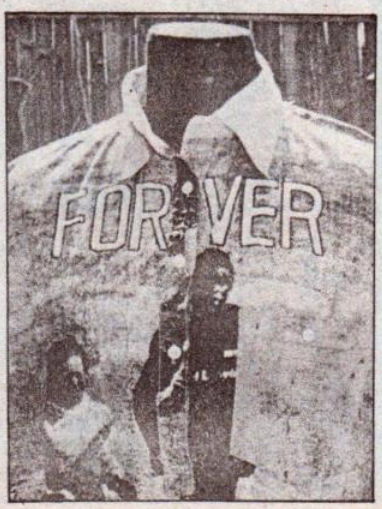

বিভিন্ন কেন্দ্র

আগে ফ্যাশন টেকনোলজি পড়ানো হত কেবলমাত্র দিল্লির এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটিতে। এখন সারা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিষ্ঠানের শাখা-কেন্দ্র খোলা হয়েছে। যেমন বোম্বাই, কলকাতা, মাদ্রাজ, হায়দরাবাদ, গান্ধীনগর এবং নয়াদিল্লি। কলকাতা এবং বোম্বাই কেন্দ্র খুব বেশিদিনের না। এবার প্রার্থীদের সুবিধের জন্য বিভিন্ন কেন্দ্রের ঠিকানাগুলি জানিয়ে দেওয়া হল :

(১) ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ফ্যাশন টেকনোলজি, এন আই এফ টি ক্যাম্পাস, (গুলমোহর পার্কের কাছে) হাউজখাস, নয়াদিল্লি-১১০ ০১৬।

(২) ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ফ্যাশন টেকনোলজি,মঞ্জুষাভবন, কারু অঙ্গন, এল এ ব্লক, আই বি ১৮১, সেক্টর-৩, সল্ট লেক সিটি,

কলকাতা-৭০০ ০৯১।
(৩) ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ফ্যাশন টেকনোলজি, এন আই এফ টি বিল্ডিং, সেক্টর-২৫, জি আই ডি এস, ইলেকট্রনিক এস্টেট, গান্ধীনগর-৩৮২০১০, গুজরাত।
(৪) ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ফ্যাশন টেকনোলজি, টাটা মিলস অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ উইং (হিন্দমাতা সিনেমার উলটো দিকে), প্যারেল, বোম্বাই ৪০০ ০১৪।
(৫) ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ফ্যাশন টেকনোলজি, চেনেথা ভবন, নাম পল্লী, হায়দরাবাদ-৫০০ ০০১।
(৬) ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ফ্যাশন টেকনোলজি, কো-অপটেক্স বিল্ডিং, মার্কেটিং এরিয়া, প্যান্থিয়ন রোড, এগমোর, মাদ্রাজ-৬০০ ০০৮।

বিভিন্ন কোর্স

ফ্যাশন টেকনোলজির বিভিন্ন কেন্দ্রে যেসব কোর্স পড়ানো হয়, সেগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করে নেওয়া হয়। যেমন, গ্রুপ 'এ' কোর্সেস, গ্রুপ 'বি' কোর্সেস এবং গ্রুপ 'সি' কোর্সেস। সব গ্রুপের কোর্স সব কেন্দ্রে পড়ানোর ব্যবস্থা নেই। এবার বিভিন্ন কোর্স বা পাঠক্রম নিয়ে আলোচনা করছি। গ্রুপ 'এ'-এর আওতায় আছে দুটি কোর্স। (ক) 'গারমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং টেকনোলজি', সংক্ষেপে বলা যেতে পারে 'জি এম টি'। এই গ্রুপেই আছে আর-একটি কোর্স। (খ) 'অ্যাপারেল মার্কেটিং অ্যান্ড মার্চেন্ডাইজিং', সংক্ষেপে 'এ এম এম'। গ্রুপ 'বি'-এর আওতায়ও আছে তিনটি কোর্স। (ক) 'নিটওয়্যার ডিজাইন অ্যান্ড টেকনোলজি', সংক্ষেপে 'কে ডি টি' ; (খ) 'লেদার গারমেন্ট ডিজাইন অ্যান্ড টেকনোলজি' বা 'এল জি ডি টি' ; (গ) টেক্সটাইল ডিজাইন অ্যান্ড ডিভেলপমেন্ট', সংক্ষেপে 'টি ডি ডি'। গ্রুপ 'সি'-এর আওতায় আছে দুটি কোর্স। (ক) 'অ্যাকসেসরি ডিজাইন', সংক্ষেপে বলা যেতে পারে 'এ ডি' এবং (খ) 'ফ্যাশন ডিজাইন' অর্থাৎ সংক্ষেপে 'এফ ডি'।

কোথায় কোন কোর্স পড়ানো হয়

সবধরনের কোর্স সব কেন্দ্রে পড়ানোর ব্যবস্থা নেই। শিক্ষক এবং অন্যান্য সুযোগের অভাবে এখনই সব কেন্দ্রে একই সঙ্গে সব পাঠক্রম শুরু করা সম্ভব হয়নি। সুতরাং জানা দরকার, এই শিক্ষাবর্ষে কোন কেন্দ্রে কোন কোর্স পড়ানো হচ্ছে। যেমন, (ক) গারমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং টেকনোলজি (জি এম টি) পড়ানো হয় সবক'টি

ফোটো : রাজীব বসু

কেন্দ্রেই। প্রার্থীদের সুবিধের জন্য ইনস্টিটিউটের নাম ও বিষয়ের কোড নম্বর উল্লেখ করছি। দিল্লি (কোড নং ১০১), বোম্বাই (কোড নং ১০২), কলকাতা (কোড নং ১০৩), মাদ্রাজ (কোড নং ১০৪), হায়দরাবাদ (কোড নং ১০৫), গান্ধীনগর (কোড নং ১০৬)। প্রতিটি কেন্দ্রেই এই কোর্সে ৩০টি করে আসন আছে। (২) অ্যাপারেল মার্কেটিং অ্যান্ড মার্চেন্ডাইজিং (এ এম এস)। এই কোর্সটি একমাত্র নয়াদিল্লি (কোড নং ২৩১) ক্যাম্পাসেই পড়ানো হয়। মোট আসন ৩০টি। (গ) নিটওয়্যার ডিজাইন অ্যান্ড টেকনোলজি (টি ডি ডি)। 'বি' গ্রুপের এই কোর্সটিও কেবলমাত্র নয়াদিল্লি ক্যাম্পাসেই পড়ানো হয়। বিষয় কোড নং ৩০১। এই কোর্সেও মোট আসন ৩০টি। (ঘ) লেদার গারমেন্ট টেকনোলজি অর্থাৎ এল জি ডি টি কোর্স পড়ানো হয় কেবলমাত্র নয়াদিল্লি ক্যাম্পাসে। কোড নং ৪০১। আসনসংখ্যা ৩০টি। (ঙ) টেক্সটাইল ডিজাইন অ্যান্ড ডিভেলপমেন্ট অর্থাৎ টি ডি ডি কোর্সও পড়ানো হয় একমাত্র নয়াদিল্লি ক্যাম্পাসেই। কোড নং ৫০১। এই কোর্সের ক্ষেত্রেও মোট আসন ৩০টি। (চ) সি গ্রুপের আওতায় অ্যাকসেসরি ডিজাইন অর্থাৎ এ ডি কোর্স পড়ানো হয় নয়াদিল্লি ক্যাম্পাসেই। বিষয় কোড নং ৬০১। এখানেও আসনসংখ্যা ৩০। (ছ) ফ্যাশন ডিজাইন (এফ ডি) কোর্স সবক'টি কেন্দ্রেই পড়ার সুযোগ

(এর পরে ১৬ পাতায়)

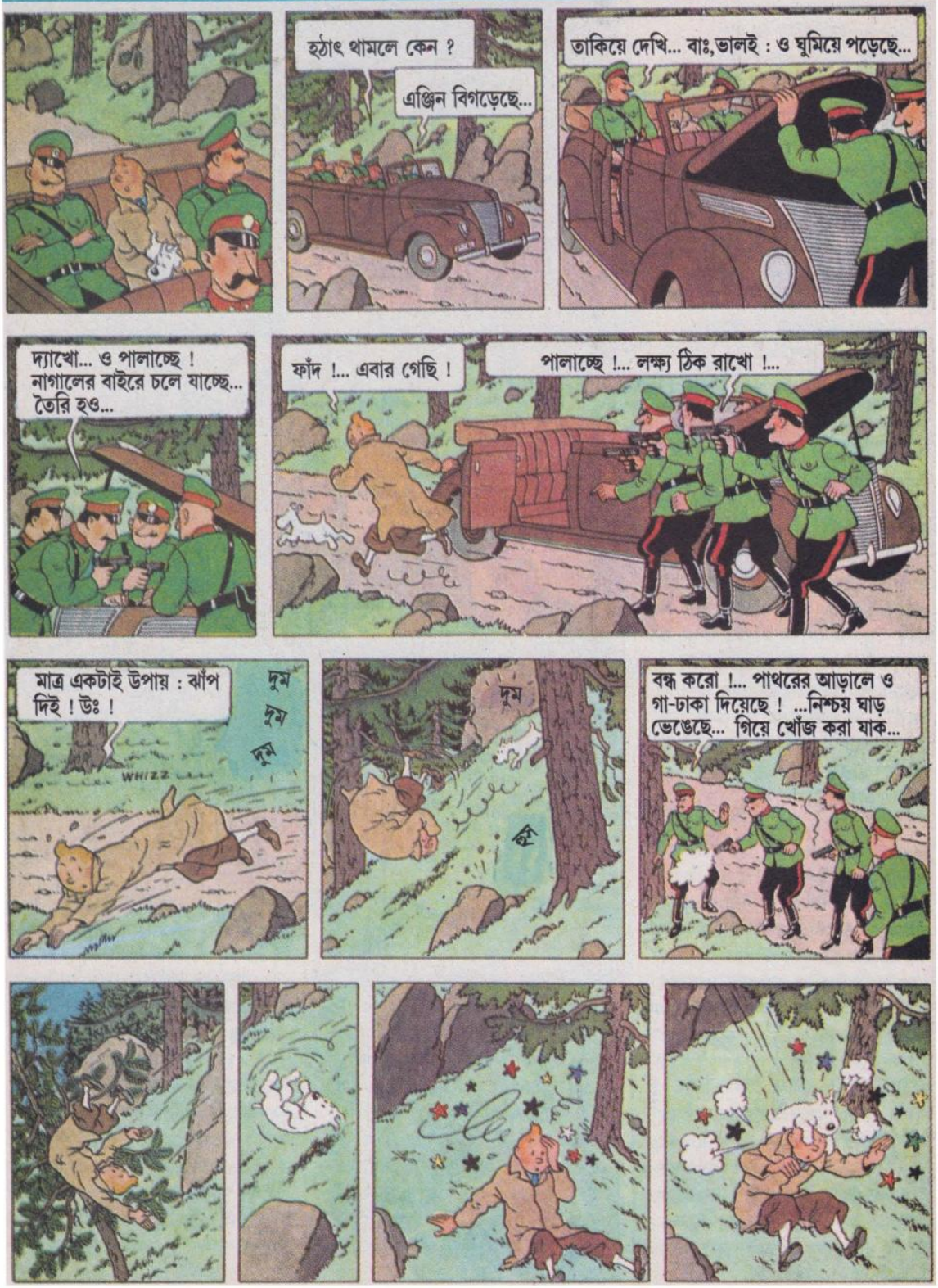
হঠাৎ থামলে কেন ?
এঞ্জিন বিগড়েছে...
তাকিয়ে দেখি... বাঃ,ভালই : ও ঘুমিয়ে পড়েছে...
দ্যাখো... ও পালাচ্ছে ! নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে... তৈরি হও...
ফাঁদ !... এবার গেছি !
পালাচ্ছে !... লক্ষ্য ঠিক রাখো !...
মাত্র একটাই উপায় : ঝাঁপ দিই ! উঃ !
দুম
দুম
দুম
WHIZZ
দুম
দুম
বন্ধ করো !... পাথরের আড়ালে ও গা-ঢাকা দিয়েছে ! ...নিশ্চয় ঘাড় ভেঙেছে... গিয়ে খোঁজ করা যাক...

ওটোকারের রাজদন্ড

ওই ওখানে গড়িয়ে পড়েছে। ...পাথরের আড়ালে... কোথাও...
ওরা আসছে !
সাবধান ! এদিকে এসো...
সজপ্পাগ ! ও কোথায় ? খুঁজে বের করতেই হবে... ও যদি পালায়, ক্যাপ্টেন... আমাদের ক্ষমা করবেন না। ওকে ফাঁদে ফেলার ছকটা তো ক্যাপ্টেনেরই !
এসো, আর-একবার খুঁজে দেখি। কাছেই কোথাও আছে...
যাক !... ওরা চলে গেছে...
এবার ক্লো শহরে যাব !...
কাউকেই বিশ্বাস নেই। রাজাকেও সতর্ক করে দিতে হবে। সাবধানে এগোতে হবে !...
ওদিকে ক্লো শহরে...
কয়েকটা নথির ফোটো তোলার অনুমতি পাব ?
নিয়ম নেই। তবে রাজা যদি সম্মতি দেন ?...
আবার বড় রাস্তায় এসে পড়লাম।
খুব খিদে পেয়েছে...
রাজা আপনাকে নথিপত্রের ফোটো তোলার অনুমতি দিয়েছেন। তবে একমাত্র রাজসভার ফোটোগ্রাফারই ফোটো তুলতে পারবেন। ওর নাম হার জারলিত্জ। আপনার সঙ্গে দুর্গে যাওয়ার এই তার অনুমতিপত্র...
শেষপর্যন্ত ক্লো শহরে !...
আমরা খাব কখন ?
কোনদিকে রাজপ্রাসাদ ?
এই রাস্তা ধরে ওটোকার স্কোয়ার, তারপর বাঁয়ে...
কী বৃষ্টি ! কোথাও গিয়ে দাঁড়াই, যতক্ষণ না বৃষ্টি থামে...
এটা কি রেস্তরাঁ?

(১৩ পাতার পর)

আছে। এবার বিভিন্ন কেন্দ্র ও কোড নম্বর উল্লেখ করছি। নয়াদিল্লি (কোড নং ৭০১), বোম্বাই (কোড নং ৭০২), কলকাতা (কোড নং ৭০৩), মাদ্রাজ (কোড নং ৭০৪), হায়দরাবাদ (কোড নং ৭০৫), গান্ধীনগর (কোড নং ৭০৬)। প্রতিটি কেন্দ্রেই এই কোর্সে ৩০টি করে আসন আছে।

বিভিন্ন কোর্স ও শিক্ষাকাল

এবার কয়েকটি কোর্সের বিষয়ে একটু বিস্তারিত ভাবে জানা দরকার, তা হলেই কোন কোর্সে কী ধরনের বিষয় পড়ানো হয় সে-সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা গড়ে উঠবে। (ক) **ফ্যাশন ডিজাইন কোর্স** : পোশাক তৈরির সবকিছুই এই কোর্সে শেখানো হয়। এই কোর্স করা থাকলে স্বনিযুক্তি প্রকল্পের আওতায় নিজের উদ্যোগে কিছু করার যেমন সুযোগ আছে, তেমনই 'ফ্যাশন কো-অর্ডিনেটর', 'স্টাইলিস্ট', 'প্যাটার্ন মেকার', 'ডিজাইনার' হিসেবে নিজেকে ফ্যাশন শিল্পে প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ মিলবে। এটি তিন বছরের আন্ডার-গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স। ভর্তি পরীক্ষায় প্রার্থীর সৃজন ক্ষমতা, ফ্যাশনের প্রতি ঝোঁক, শিল্প এবং ডিজাইন বিষয়ে উৎসাহ যাচাই করা হবে।

(খ) **অ্যাপারেল মার্চেন্ডাইজিং অ্যান্ড মার্কেটিং কোর্স** : এই পাঠক্রমে ফ্যাশন এবং অ্যাপারেল ইন্ডাস্ট্রির বাস্তব দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়। যেমন, 'মার্চেন্ডাইজিং', 'রিটেল অপারেশন', 'ফ্যাশন কো-অর্ডিনেশন', 'অ্যাডভারটাইজিং পাবলিসিটি' ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে এমনভাবে শেখানো হয় যাতে ছাত্রছাত্রীরা পাশ করার পর বস্ত্রশিল্পে খুচরো কিংবা পাইকারি, এমনকী রফতানি বাণিজ্যে দক্ষ হয়ে উঠতে পারেন। তাঁদের কাছে কেনাকাটা, বিক্রিবাটা ও ফ্যাশন কম্বিনেশন বিষয়ে আর কোনও সমস্যাই থাকে না। 'ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটিং', 'ডোমেস্টিক মার্কেটিং', 'কনজিউমার বিহেভিয়ার', 'রিটেল ম্যানেজমেন্ট', 'ফ্যাশন ফোরকাস্টিং', কম্পিউটার ব্যবহার, 'এক্সপোর্ট কোটা পলিসি' সবকিছুই শেখানো হয়। এটি দু' বছর মেয়াদের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স।

(গ) **গারমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং টেকনোলজি কোর্স** : এই কোর্সের আওতায় পড়ছে কলাকৌশল কিংবা প্রযুক্তিবিদ্যা শেখা। সুযোগ কিংবা সম্পদের সঠিক ব্যবহার এবং সময়মতো পণ্য উৎপাদন করে গ্রাহকের হাতে পৌঁছনোর রীতি শেখা খুবই দরকারি। এই কোর্সে 'প্যাটার্নমেকিং', 'স্টিচিং', 'গ্রেডিং স্টাইলিং' বিষয়ে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ফলে পাশ

করার পর পোশাক উৎপাদন সংস্থায় 'মিড্‌ল ম্যানেজমেন্ট' স্তরের কাজ জোটানো সম্ভব হতে পারে। এটিও দু' বছরের 'পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স'। 'নিটওয়্যার ডিজাইন অ্যান্ড টেকনোলজি' কোর্সটিও দু' বছরের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স। এ ছাড়া লেদার গারমেন্ট ডিজাইন অ্যান্ড টেকনোলজি, টেক্সটাইল ডিজাইন অ্যান্ড ডিভেলপমেন্ট কোর্সগুলি দু' বছর মেয়াদের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স। অবশ্য অ্যাকসেসরি ডিজাইন কোর্স ফ্যাশন ডিজাইন কোর্সের মতোই তিন বছর মেয়াদের আন্ডার গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স।

শিক্ষাগত যোগ্যতা

গ্রুপ 'এ' এবং 'বি' ভুক্ত পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট কোর্সে ভর্তি হতে হলে সাধারণ ক্যাটিগরির প্রার্থীদের স্নাতক পর্যায়ের পরীক্ষায় কমপক্ষে ৫০ শতাংশ নম্বরসহ পাশ করতে হবে আর আন্ডার-গ্র্যাজুয়েট কোর্সে ভর্তি হতে হলেও (অর্থাৎ 'সি' গ্রুপ বিষয়ে) ১০+ ২ পর্যায়ের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় এগ্রিগেটে কমপক্ষে ৫০ শতাংশ নম্বর পেয়ে পাশ করতে হবে। সংরক্ষিত আসনের প্রার্থীদের অর্থাৎ এস সি/ এস টি-ভুক্ত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে নম্বরের ছাড় আছে। তাঁদের ক্ষেত্রে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তির সময় তাঁদের স্নাতক পর্যায়ে কমপক্ষে ৪৫ শতাংশ নম্বর পেয়ে পাশ করতে হবে, আর 'সি' গ্রুপ-ভুক্ত আন্ডার গ্র্যাজুয়েট কোর্সে ভর্তি হতে হলে ১০+২ পর্যায়ের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় কমপক্ষে ৪৫ শতাংশ নম্বরসহ (এগ্রিগেটে) পাশ করতে হবে। ছাত্রছাত্রীদের সুবিধের জন্য আবার উল্লেখ করছি : পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্সের আওতায় পড়ছে জি এম টি, এ এম এম, কে ডি টি, এফ জি ডি টি, টি ডি ডি, আর আন্ডার গ্র্যাজুয়েট কোর্সের আওতায় পড়ছে এ ডি এবং এফ ডি কোর্স।

ফোটো : দেশকল্যাণ চৌধুরী

আসন সংরক্ষণ

আগেই বলেছি, সবক'টি কেন্দ্রে যে-কোনও একটি কোর্সে মোট আসন ৩০টি। এই ৩০টি আসনের দুটি আসন এস টি অর্থাৎ তফসিলি উপজাতি প্রার্থীদের জন্য, পাঁচটি আসন এস সি অর্থাৎ তফসিলি জাতিভুক্ত প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত আছে। বাকি ২৩টি আসন সাধারণ 'ক্যাটিগরি'র প্রার্থীদের জন্য। অর্থাৎ তফসিলি নয় এমন সাধারণ প্রার্থীদের জন্য প্রতিটি পাঠক্রমে মাত্র ২৩টি আসনে ভর্তির সুযোগ পাওয়া যাবে। মনে রাখতে হবে, একজন প্রার্থী এ. বি. সি. গ্রুপের মধ্যে কেবলমাত্র একটি গ্রুপের বিষয়ের জন্যই ভর্তির পরীক্ষায় বসতে পারবেন।

ভর্তির নিয়ম

প্রার্থী মনোনয়নের জন্য ভর্তির পরীক্ষা নেওয়া হবে। এই পরীক্ষা হবে দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শহরে ১০ ও ১১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৬ তারিখে। লিখিত পরীক্ষায় সফল প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা বা 'ইন্টারভিউ'-এর জন্য ডাকা হয়। ভর্তির পরীক্ষা বেশ কঠিন। এজন্য বেশ ভালভাবে প্রস্তুতি নেওয়া দরকার। ইন্টারভিউয়ে অনেক টেকনিক্যাল প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হয়। রফতানি বাণিজ্য, বিভিন্ন ধরনের সেলাই মেশিন, সেলাই মেশিনের বিভিন্ন 'ব্র্যান্ড' ইত্যাদি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হয়। পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্সের ক্ষেত্রে লিখিত পরীক্ষার পর আবার 'গ্রুপ ডিসকাশন'-এ অংশ নিতে হতে পারে।

আবেদনের নিয়ম

এন আই এফ টি-র বিভিন্ন কোর্সে ভর্তির পরীক্ষা দিতে হলে নির্দিষ্ট ফর্মে আবেদন করতে হয়। ৪০০ টাকার ড্রাফ্টের বিনিময়ে ইনস্টিটিউটের যে-কোনও কেন্দ্র থেকে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে ফর্ম ও প্রসপেক্টাস সংগ্রহ করা যেতে পারে। ব্যাঙ্ক ড্রাফ্টটি কোনও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের নয়াদিল্লির শাখার ওপর কাটতে হবে। ড্রাফ্টটি কাটবেন—'এন আই এফ টি নিউ দিল্লি'র অনুকূলে। ডাকযোগে কিংবা সরাসরি যে-কোনও কেন্দ্র থেকেই এটি সংগ্রহ করা যাবে। ফর্ম পাওয়া যাবে ২৩ ডিসেম্বর, '৯৫ পর্যন্ত। পূরণ করা ফর্ম যে-কোনও কেন্দ্রে জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৩০ ডিসেম্বর, '৯৫।

পাঠক্রমের গুরুত্ব

ফ্যাশন প্রযুক্তি জানা দক্ষ কুশলী কর্মীর চাহিদা মেটাবার জন্যই ইনস্টিটিউটের আধুনিক এই কোর্সের প্রবর্তন। এই ইনস্টিটিউটের ছাত্রছাত্রীদের একটা বড় সুবিধে হল, দ্বিতীয় বছরের শেষে ছাত্রছাত্রীদের 'পারফরম্যান্স' দেখে নিয়োগ করার জন্য নামী সংস্থার প্রতিনিধিরা ক্যাম্পাসে আসেন। একজন জি এম টি-র ছাত্র মাসে মোটামুটি ভাল আয় করতে পারেন অনায়াসেই। পাশ করে বেরনোর পর মাসে লোভনীয় উপার্জন সম্ভব হতে পারে। মনে রাখতে হবে ইনস্টিটিউটের পড়াশোনার খরচ সাধারণ কোর্সের খরচের তুলনায় একটু বেশি। প্রতি সেমেস্টার পিছু খরচ সাত থেকে আট হাজার টাকা। এখান থেকে স্নাতক হওয়ার পর কৃতী ছাত্রছাত্রীরা বিদেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ নিতে পারেন।

ফ্যাশন টেকনোলজি কোর্স : এক নজরে

পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্স : গারমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং টেকনোলজি, অ্যাপারেল মার্কেটিং অ্যান্ড মার্চেন্ডাইজিং, নিটওয়্যার ডিজাইন অ্যান্ড টেকনোলজি, লেদার গারমেন্ট ডিজাইন অ্যান্ড টেকনোলজি, টেক্সটাইল ডিজাইন অ্যান্ড ডিভেলপমেন্ট।

আন্ডার গ্র্যাজুয়েট কোর্স : অ্যাকসেসরি ডিজাইন, ফ্যাশন ডিজাইন।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : পি জি কোর্সের জন্য কমপক্ষে ৫০ শতাংশ নম্বরসহ স্নাতক, আন্ডার গ্রাজুয়েট কোর্সের জন্য কমপক্ষে ৫০ শতাংশ নম্বরসহ উচ্চ মাধ্যমিক পাশ। (তফসিলি প্রার্থীদের দু'টি ক্ষেত্রেই ৪৫ শতাংশ নম্বরসহ পাশ করলেই চলবে)

ভর্তির পরীক্ষা : ১০/১১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৬

ফর্ম সংগ্রহের শেষ তারিখ : ২৩ ডিসেম্বর, '৯৫

ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ৩০ ডিসেম্বর, '৯৫।

কলকাতা কেন্দ্রের যোগাযোগ : এন আই এফ টি কারু অঙ্গন, এল এ ব্লক, আই বি ১৮১, সেক্টর ৩, সল্ট লেক সিটি।

অমর দাশ

টিনটিনের অমর স্রষ্টা হার্জের **গন্তব্য নিউ ইয়র্ক**

গন্তব্য নিউ ইয়র্ক

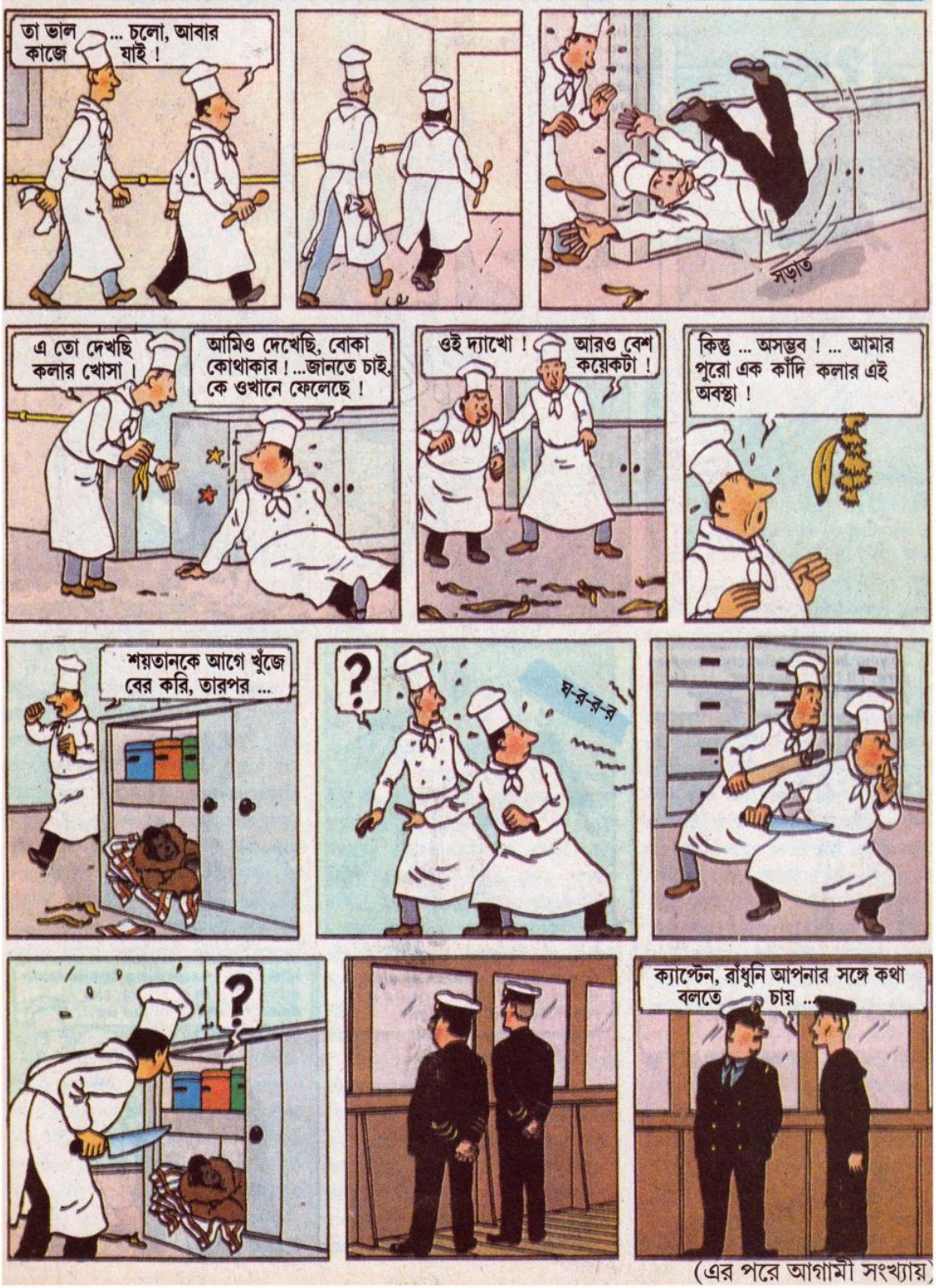

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

হাসির গল্প

কাকতালীয়

প্রবীর হালদার

পুলিশ-ফাঁড়ি থেকে বাজার হাঁটাপথে দূরত্ব মাত্র তিন মিনিটের। বলতে গেলে পুলিশ-ফাঁড়ি থেকে ঢিলছোড়া দূরত্বে কালীবাড়ি মোড়। আর ওই কালীবাড়ি মোড়ের পুবদিকেই বাজার শুরুর মুখে বিদুরের 'কেশবাহার হেয়ার কাটিং সেলুন'। কী শীত, কী গ্রীষ্ম, কী বর্ষা, কী বসন্ত, বছরের সমস্ত দিন বিদুরের সেলুন উপচে লোক বসে থাকে চুল-দাড়ি কাটার জন্য। বিদুর নিজে দোকানের মালিক হলেও কর্মচারীদের সঙ্গে এখনও তার তিনবেলা গ্রামবাসীদের চুল-দাড়ি কাটা অভ্যাস। আর চুল-দাড়ি কাটেও অপূর্ব। যেমন গুরু, তেমনই তার চেলা। চুল কাটতে গেলে মনেই হয় না কেউ চুল টেনে হিঁচড়ে চুল কাটছে। সবাই যেন মাখনের মধ্যে ছুরি চালানোর মতো চুল-দাড়ি কাটতে সিদ্ধহস্ত। তাই ভিড় হয় বেশ, ফাঁকা পাওয়া দায়! সেই বিদুরের সেলুনে চুল কাটতে এসে তিন মিনিটের পথ হাঁটতে গিয়ে থানার বড়বাবু দুষ্টদমন দফাদারের দফারফা হওয়ার মতো অবস্থা। আর হবেই বা না কেন? যে বিশাল বপু তাঁর! লোকেরা বড়বাবুকে আড়ালে বলে, তেলের পিপে। দুষ্টু ছেলেরা নিজেদের মধ্যে তাঁকে নিয়ে হাসি-মশকরা করে।

এমন কোনও দোকানে তাঁর বসার মতো উপযুক্ত মাপের হাতলওয়ালা চেয়ার নেই। শুধু বিদুরের কেশবাহার হেয়ার কাটিং সেলুনেই মাপসই যা একটা মান্ধাতা আমলের চেয়ার আছে। অবশ্য সেটা বিদুর উপহার পেয়েছিল জমিদার বাড়ি থেকে। জমিদার বাড়ির স্মৃতি-উপহারটা সে বাড়িতে নিয়ে যায়নি। তার মাটির ঘরে এরকম মহার্ঘ্য জিনিস কি মানায়! সবচেয়ে বেশি উইপোকার ভয়। তাই সে বুদ্ধি করে তার সেলুনের এক কোনায় চেয়ারটা পেতে রেখেছে। জমিদার বাড়ির লোকজন এলে বিদুর তখন ওই চেয়ারটাই এগিয়ে দেয়। স্পেশ্যাল ব্যবস্থা করায় বিদুরের প্রতি বড়বাবু অত্যন্ত প্রসন্ন। বিদুরের সঙ্গে বড়বাবুর এই সুসম্পর্কের জন্য বন্ধুমহলে বিদুরের খুব কদর। গ্রামবাসীরাও এজন্য তাকে কম সমীহের চোখে দেখে না। বিদুরের যারা অতি কাছের তারা বলে, "তোর এলেম আছে বটে। আমরা যার ছায়াও মাড়াতে সাহস পাই না, সেই থানার বড়বাবুর সঙ্গে তোর কিনা এত মধুর সম্পর্ক। রগচটা মানুষটার মাথার যেখানে-সেখানে খিমচে দিস! সুবোধ বালকের মতো বসিয়ে রাখিস। এসব তো আমরা স্বপ্নেও ভাবতে পারি না!"

এ-কথা সত্যি যে, দুষ্টদমন দফাদারের দোর্দণ্ড প্রতাপে এ-গ্রামে বাঘে-গোরুতে একঘাটে জল খায়। নিরীহ, নির্দোষ লোকেরা পর্যন্ত ওঁর নামে ভয়ে থরহরি কম্প। চোর, ছিঁচকে চোর, দুষ্ট লোকজন এ-গ্রামে কম ছিল না। কিন্তু দুষ্টদমন দফাদারের আতঙ্কে তারা এখন এ-গ্রাম ছাড়া। আগে যদিও-বা ছোটখাটো দু-একটা চুরি-ডাকাতি হত তা-ও এখন হয় না। দুষ্কৃতীদের কাছে তিনি এখন মস্ত সমস্যা। আসলে যারাই ধরা পড়ে একবার থানায় গিয়ে দুষ্টদমন দফাদারের আড়ং ধোলাইয়ের কবলে পড়েছে তারাই চাউর করে দিয়েছে তাঁর প্রহার পদ্ধতি। একবার বদকাজ করে থানায় যাও, তারপর দ্যাখো কাকে বলে মজা!

সেই বড়বাবু কিনা তিন মিনিটের পথ দশ মিনিটে হেঁটে এসে বিদুরের কেশবাহার সেলুনে উপস্থিত হয়ে ঘেমেনেয়ে একশা। গা দিয়ে যেন ঘামের নদী বয়ে চলেছে। কী যে ব্যামো বাসা বেঁধেছে তার শরীরে। একটুখানি হাঁটাচলা করলেই দরদর করে ঘামতে থাকেন।

বিদুর তখন একজনের দাড়িতে শেষবারের মতো কাঁচি চালাচ্ছিল। "কেন সার মিছিমিছি

এত কষ্ট করে আমার দোকানে আসতে গেলেন! আমাকে একবার খবর দিলেই আমি যেতে পারতাম।"

বড়বাবু দম নিয়ে বলেন, "আজ থেকে যে থানা ঝাড়পোঁছ হচ্ছে। চলবে তিনদিন। সমনের রবিবার এস. পি সাহেব থানা পরিদর্শনে আসছেন তাই। একে ধুলো, রঙের গন্ধে আমার 'অ্যালার্জি', তার ওপর চুল-দাড়ি কাটার জন্য গ্যাঁট হয়ে এক জায়গায় বসে থাকব সেই কথা ভেবেই এখানে ছুটে আসা।"

বিদুর বলে, "তা হলে ঠিক করেছেন। কিন্তু জিপে করে আসতে পারতেন তো। থানায় নতুন জিপ এসেছে, আর আপনি এভাবে হেঁটে এলেন!"

দুষ্টদমন দফাদার এবার হাসেন। বলেন, কাল কুচুলিয়া যেতে-যেতে মাঝপথে জিপটার অ্যাকসেল ভাঙতেই তো এই দুর্দশা। আর শুধু, মোষগুলোও হয়েছে সেরকম। দু-মন, তিন-মন শরীর নিয়ে হেঁটে-হেঁটে রাস্তার আর কিছু ভাঙতে বাকি রাখেনি। রাস্তা না পামির মালভূমি, দেখে বোঝাই যায় না!"

বিদুর বলে, "গোরু, মোষরা অবলা জীব। ওদের দোষ দিয়ে লাভ কী? পাকা রাস্তা বানানোর টাকা এদিক-ওদিক হয়ে গেলে গোরু মোষেরা কী করবে? ওদের তো হাঁটতে হবে।"

"তুই আজকাল বেড়ে কথা বলিস তো! তোর আসলে দেশনেতা হওয়া উচিত ছিল।" বলে বড়বাবু রুমাল বের করে মুখ, হাত, গলা, বুকের ঘামগুলো মুছতে থাকেন।

বিদুর বলে, "দেশনেতা না হলেও আমার কাজটা তো অনেকটা দেশনেতাদের মতো।"

"কীরকম?" বিস্ময় আর কৌতূহলমেশানো কণ্ঠস্বরে বলেন বড়বাবু।

এবার বিদুরের হাসার পালা। একগাল হাসি নিয়ে বলে, "দেশনেতারা জনগণের মাথায় অদৃশ্য হাত বুলিয়ে নিজেদের পেশাটাকে যেমন দিব্যি বাঁচিয়ে রাখেন, আমরাও তেমনই।"

বড়বাবু বলেন, "ওঃ তোর সঙ্গে দেখছি আজকাল কথা বলাই দায়!"

বড়বাবুর গায়ে স্পেশ্যাল কাপড় জড়াতে জড়াতে বিদুর বলে, "আজকে আপনার এতটা পথ হেঁটে আসতে খুব কষ্ট হল তাই না, বড়বাবু?"

"কষ্ট আবার হবে না, জানিসই তো এ-তল্লাটে রিকশা নেই। আছে যত কাঠের ভ্যান-রিকশা। সে ভ্যান-রিকশায় হাঁস, মুরগি, ছাগল, রোগী, গোরু ওঠে, তাতে উঠব আমি! এখন তো দেখি দিব্যি মরা মানুষগুলোও ভ্যান-রিকশায় শ্মশানে যায়। গ্রামের পরিবেশ আজ কোথায় গেছে দেখেছিস!"

বড়বাবুর কথা শুনে বিদুর সম্মতিসূচক মাথা নাড়ে। বলে, "ঠিকই বলেছেন সার। আপনার মতো গণ্যমান্য লোক ভ্যান-রিকশায় চড়লে আমাদের গ্রামেরই অপমান। কেন যে এ-গ্রামে আজও রিকশা চালু হল না!"

"হবে। চালু হবে।" বলে বড়বাবু ভ্রূ নাচান। এ-বছরই চালু হবে। ভ্যান-রিকশা কমিটির সেক্রেটারির কাছ থেকেই এ-খবরটা আমি পেয়েছি। স্বনিযুক্তি প্রকল্পের টাকায় দশটা রিকশা সামনের মাসেই পঞ্চায়েত অফিস থেকে বন্টন হবে।"

বিদুর চিরুনি-কাঁচি নিয়ে বড়বাবুর চুল কাটা শুরু করে। সেলুনে এখন শুধু বিদুর আর বড়বাবু। বিদুরের সেলুনে এটা এখন অলিখিত নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে যে, বড়বাবু যখন চুল কাটতে বসবেন তখন তাঁর ধারেকাছে কেউ বসবে না। সুতরাং বড়বাবুর চুল কাটার সময় সব তফাত যাও। তা ছাড়াও অন্য একটা কারণ আছে। চুল কাটতে বসার চার-পাঁচ মিনিটের মধ্যে বড়বাবু একেবারে কুম্ভকর্ণ। আর সে কী তাঁর নাকডাকা! শুনে মনে হয় বিদুরের সেলুনে সুন্দরবনের কোনও রয়াল বেঙ্গল টাইগার বন্দি হয়ে রাগে ফুঁসছে। সে ডাকের সামনে কান পেতে চুপ করে থাকতে পারে এমন সাধ্য কারও নেই।

তবে বড়বাবুর চুল কাটার সময় বিদুরের দোকানের আর তিন কর্মচারীর সাময়িক কর্মবিরতি। সে-সময় তারা খদ্দেরহীন দোকানে না থেকে বাইরে গিয়ে কেউ বা ঝালমুড়ি, ঘুগনি-রুটি খায়। কেউ-বা চায়ের ভাঁড় হাতে চায়ের দোকানে আড্ডা মারে। বড়বাবু চুল-দাড়ি কেটে সাফসুফ হয়ে সেলুন থেকে বেরিয়ে গেলে তবেই তারা আবার সেলুনে ঢোকে। অবশ্য সেলুনের এ-সময়টুকুর কাজকর্মহীনতার জন্য যেটুকু আর্থিক ক্ষতি হয় তা হাসিমুখেই মেনে নেয় বিদুর। থানার বড়বাবুর জন্য এটুকু ত্যাগস্বীকার না করলে কী হয়? তবে যে চুল কাটার জন্য তিন টাকা লাগে বড়বাবু সে-জায়গায় দশ টাকা পারিশ্রমিক দেন। তা ছাড়া বিদুরের চুলদাড়ি কাটার দক্ষতায় বড়বাবু সবসময় প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বলেন, "তুই যেন আমার ঘুমপাড়ানি মায়ের মতো। ছেলেবেলায় ঘুমোবার সময় মায়ের কোলে তাঁর হাতের মিষ্টি ঘুমপাড়ানি স্পর্শে যেমন দু-তিন মিনিটের মধ্যে ঘুমিয়ে

(এর পরে ২৪ পাতায়)

অ্যাসটেরিক্সের অভিযান

গ্ল্যাডিয়েটর অ্যাসটেরিক্স

গল্প : গোশিনি
ছবি : ইউদেরজো

গ্ল্যাডিয়েটর অ্যাসটেরিক্স

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

(২১ পাতার পর)

পড়তাম তুই যেন ঠিক সেইভাবে তৈরি সেলুনের এই চেয়ারের কোলে আমায় কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ঘুম পাড়িয়ে দিস। তোর হাতেও জাদু আছে রে !"

বিদুর বড়বাবুর এই অকপট প্রশস্তি শুনে বিগলিত হয়ে বলে, "কী যে বলেন সার। আমি সামান্য মানুষ। আমার কি আর জাদুকর হওয়ার ক্ষমতা আছে ? তবে সার আপনাকে ঘুম পাড়িয়ে আমার গভীর আনন্দ আর শান্তি। চোর, গুণ্ডা, বদমাশদের পেছনে লাট্টুর মতো ঘুরপাক দিতে দিতে সারাটা দিন-রাতের কতটুকুই বা ঘুমোতে পারেন ! আমি শুনেছি আপনি রাতেও ওই নিশাচর দুষ্কৃতীদের জ্বালায় একদণ্ড ঘুমোতে পারেন না। তাই আমার সেলুনে আপনাকে একটু শান্তিতে ঘুমোতে দেখলে আমার মনটাও মানসিক তৃপ্তিতে ভরে ওঠে।"

বিদুরের কাছে চুল কাটতে বসে তিন মিনিটের মধ্যে ঘুমের দেশে চলে যান বড়বাবু। বিদুর চুল কাটে আর ভাবে আজ সত্যি একেবারে স্পেশ্যালভাবে বড়বাবুর চুল-দাড়ি কাটা দরকার। তাতে যত সময় লাগে লাগুক। সামনের রবিবার বড়বাবুর সাহেব আবার 'ইনস্পেকশ'এ আসবেন। একটু সময় নিয়েই বিদুর বড়বাবুর চুল-কাটতে থাকে। এমনিতেই বড়বাবুর চুল-দাড়ি কাটতে একটু বেশি সময় লেগে যায়।

ঘুমন্ত বড়বাবুর চুল কাটতে-কাটতে তাঁর দিকে তাকিয়ে বিদুর হঠাৎ নিজের মনে হেসে ওঠে। ঠিক এইভাবে ঘুমন্ত বড়বাবুর একটা ছবি এই সেলুনে বসেই এঁকে নিয়ে গেছে গ্রামের প্রতিভাবান আঁকিয়ে-যুবক কঙ্ক। 'ইউনিক স্টুডিও'-র পিন্টুও একদিন নাকডাকা অবস্থায় বড়বাবুর ছবি তুলে নিয়ে গেছে। বড়বাবু সে সবের বিন্দুমাত্র আঁচ পাননি। বিদুর শুধু ওদের যাওয়ার সময় মুচকি হেসেছে।

বড়বাবুর মুখমণ্ডলের প্রতিটি রেখা, খুঁত বিদুরের মুখস্থ। বড়বাবুর গোঁফের মধ্যে একটা বিরাট আঁচিল আর মাথার পেছন দিকে চুলের মধ্যে একটা আব ঠিক কোথায় আছে অন্ধকারেও বিদুর তা প্রথমবারেই স্পর্শ করে তাক লাগিয়ে দিতে পারে।

প্রায় এক ঘণ্টা সময় নিয়ে বড়বাবুর চুলটা কাটার পর দাড়ি কামানোর জন্য বিদুর সরঞ্জাম হাতে তুলে নেয়। দাড়ি তো নয়, যেন বুরুশের লোহার চুল। তবুও বিদুর মাঝে-মাঝে বড়বাবুকে বলে, "আপনার দাড়ির তুলনা নেই। পুরুষের দাড়ি যদি বুরুশের লৌহশলাকার মতো না হয়, তা হলে সে কিসের পুরুষ ? আপনার দাড়ি কাটার সময় কড়কড় করে বজ্রপাতের মতো যে শব্দ হয়, সে-শব্দ শুনতে-শুনতে আপনার দাড়ি কাটতেও রোমাঞ্চ জাগে।"

বড়বাবুর গালটা একবার 'শেভ' করার পর দ্বিতীয়বার শেভ করার জন্য বিদুর তাঁর ডান গালে ক্ষুর ছোঁয়াতে-না-ছোঁয়াতেই তড়াক করে উঠে ডান গাল চেপে ধরে সে কী পরিত্রাহি চিৎকার। বড়বাবুর চিৎকার শুনে মুহূর্তে বিদুরের সেলুনে কৌতূহলী মানুষের ভিড় জমে যায়। ততক্ষণে বড়বাবুর সারা মুখ রক্তে একাকার।

কয়েকজন তাড়াতাড়ি বড়বাবুকে ধরাধরি করে কাছের হাসপাতালে নিয়ে যায়। বিদুর শুধু রক্তমাখা ক্ষুরটা হাতে নিয়েই কাঁপতে-কাঁপতে অজ্ঞান হয়ে যায়।

বিকেলের মধ্যেই সারা গ্রামে রটে যায় সেলুনের মধ্যে কীভাবে বড়বাবু ক্ষুরের খোঁচা খেয়েছেন। সবাই ধরে নেয় বিদুর এবার ফাঁসবেই। ওর সংসারটাও ভেসে যাবে। ফিসফিসানিটা অবিরাম চলতে থাকে সারা গ্রামে। বিভিন্ন সব প্রশ্ন। বিদুরের মতো অমন নিরীহ ঠাণ্ডা মাথার লোক বড়বাবুকে কেন ক্ষুর মারতে গেল ? বড়বাবুকে এভাবে জনসমক্ষে মেরে তার কী লাভ ? না কি পেছন থেকে স্মাগলাররাই বিদুরকে দিয়ে কলকাঠি নাড়িয়েছে ? বিদুরের কতদিনের হাজতবাস হবে ?

এ-ঘটনার পর একপক্ষকাল হয়ে যায়। গ্রামবাসীরা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করে, বিদুরের হাজতবাস হওয়া তো দূরের কথা, উলটে সে আগের মতোই সেলুন খুলে বসেছে। চলছেও আগের মতো রমরমিয়ে। এখন দেখলে কে বলবে এই সেলুনেই একপক্ষকাল আগে পুলিশফাঁড়ির বড়বাবু মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেছেন একটুর জন্য। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে অবশ্য এখন তিনি ভাল আছেন। গালে সাত-সাতটা সেলাই নিয়ে দুষ্টদমন দফাদার এখন পূর্ণ বিশ্রামে।

কেশবাহার সেলুন আবার চালু হলে কী হবে, আগের মতো বিদুরের আর সে প্রাণচঞ্চলতা নেই। চলনে, বলনে কেমন যেন গোড়াকাটা লাউগাছের মতো নিস্তেজ ভাব। চাউনিতেও কেমন যেন বরফঢাকা মাছের মতো ফ্যাকাসে দৃষ্টি। হাসিখুশি ভাব সব উধাও। শুধু কাজের তাগিদে যন্ত্রের মতো হাত দুটো সে নাড়িয়ে চলে।

কানাঘুসোয় একটা খবর ইতিমধ্যেই ছড়িয়ে গেছে যে, নিজেকে বাঁচাবার জন্য নাকি বিদুর বড়বাবুকে কয়েক হাজার টাকা গোপনে ঘুষ দিয়েছে। তা না হলে বড়বাবু একটু সুস্থ হয়ে উঠলেও বিদুরকে কেন গ্রেফতার করছেন না !

প্রায় দু' মাস পর বাজারে আসা মানুষজনকে অবাক করে দিয়ে বড়বাবু আবার বিদুরের সেলুনে ঢোকেন। এর পর উপস্থিত সকলেই আরও বেশি বিস্ময়ের সঙ্গে দেখে বিদুর তাঁর চুল কেটে চলেছে আর বড়বাবুও হেসে-হেসে মাঝে-মাঝে বিদুরের সঙ্গে কথা বলছেন। উৎসুক মানুষেরা আরও লক্ষ করে, বড়বাবু এবার শুধু চুলই কাটাচ্ছেন। দাড়ি নয়। মুহূর্তে ফিসফিসানি ওঠে। গালে ক্ষুরের দাগ ঢাকতেই বড়বাবু দাড়ি রাখা শুরু করেছেন।

এর কয়েকদিন পরে গ্রামবাসীরা শোনে বড়বাবুর নাকি জোরদার প্রমোশন হচ্ছে। আর তার জন্য নাকি খুশি হয়ে বড়বাবু বিদুরেরসেলুন দামি আয়নার কাচ দিয়ে মুড়ে দেবেন।

একদিন সত্যি-সত্যি প্রমোশন নিয়ে বড়বাবু পুলিশ ফাঁড়ি ছেড়ে চলে যান। বিদুরের সেলুন দেখেও বিভ্রম লাগে। সেলুন, না কাচমহল ! বিদুরের চোখেমুখেও ক'দিন আগের সে গুমোট, মেঘলাভাব কেটে গেছে। ঠোঁটের কোণ জুড়ে এখন শুধু হাসির ঝিলিক।

কৌতূহলী বন্ধুবান্ধবের চাপে শেষপর্যন্ত বিদুর একদিন সমস্ত রহস্যের কথা সবাইকে খুলে বলে। বড়বাবুকে ক্ষুর মারার ইচ্ছা তার কোনওদিনই ছিল না। ঘটনার দিন দ্বিতীয়বার যখন সে বড়বাবুর গালে পোঁচ দেওয়ার জন্য ক্ষুরটা বসাতে যাবে ঠিক তখনই হুড়মুড় করে জেগে উঠেছিলেন বড়বাবু। ব্যাপারটা কিছুই না। সেলুনের দিবানিদ্রার মাঝে শুধু একটা দুঃস্বপ্ন। সেদিন চেয়ারে বসে একটা সুখস্বপ্ন দেখার পরই বড়বাবু দুঃস্বপ্নটা দেখেন। একটা গোলাপফুলের গন্ধ নাকে নিতে-নিতে বড়বাবু কর্তব্যরত অবস্থায় পুলিশ ফাঁড়িতে তাঁর নির্দিষ্ট চেয়ারে বসে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। হঠাৎ তাঁর নাম ধরে তাঁর সামনে এস পি সাহেব এসে উপস্থিত। তাতেই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে স্যালুট দেওয়ার জন্য হঠাৎ নড়ে উঠতেই ক্ষুরটা তাঁর গালে চেপে বসে। দোষটা পুরোপুরি বড়বাবুরই।

তবে নিজের দোষে নিজের গাল কাটলেও ওই কাটা গাল দেখিয়ে নিজের বুদ্ধির জোরে বড়বাবু প্রমোশন পেয়ে যান। যাকে বলে কড়ায়-গণ্ডায় উসুল তোলা। এমন সুযোগ কেউ ছাড়ে ! একটা দুষ্কৃতীকে হাতেনাতে ধরতে গিয়েই তার হাতের ছোরার আঘাতে বড়বাবুর ওই অবস্থা হয়েছে বলে এস পি সাহেবকে বলতেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। ঘটনার পরোক্ষ চরিত্র যেহেতু বিদুর ছিল, তাই তাকে উপযুক্ত উপহার দিতে বড়বাবু ভোলেননি।

ছবি : অনুপ রায়

নানারকম

ধাঁধা

"এবারের ধাঁধাটা কীরকম, বলো তো সতুবাবু ?" ধাঁধাটা কী, তখনও ভাঙেনি, তার আগেই এই প্রশ্নটা ছুড়ে দিল ছোট্‌কা। মুখে অবশ্য দুষ্টু হাসি লেগে ছিল, তাই আমিও মুখটাকে হাসি-হাসি করে তুললাম, ছোট্‌কার পরের কথার জন্য।

সেই কথাটা পরক্ষণেই শুনলাম। ছোট্‌কা বলল, "এবারের ধাঁধাটা হল বৈচিত্র্যময়।" বলেই আবার সে কী হোহো হাসি ছোট্‌কার ! হাসি যেন থামেই না।
হাসির দমক একটু কমলে ছোট্‌কা বলল, "না, তোকে এসব বলে লাভ নেই। শিবরাম চক্রবর্তী পড়া না থাকলে বুঝতেই পারবি না।
কথাটা আসলে, বই-চিত্র-ময়।
অর্থাৎ কি না, ধাঁধার মধ্যে লুকনো আছে বইয়ের ছবি। সহজ ভাষায়, বই নিয়ে ধাঁধা।"
আমার বুঝে কাজও নেই। ধাঁধা পেলেই খুশি। সেটা পেয়েছি এবং শোনাচ্ছি।

প্রথম ধাঁধা : পাঁচ বন্ধু মিলে ঠিক করেছে, নিজেদের মধ্যে বই কিনে পরস্পরকে উপহার দেবে। কিন্তু এই বই দেওয়া-নেওয়ার হিসেবটা হবে প্রত্যেকের ক্ষেত্রে আলাদা রকমের। কারও সঙ্গে কারও মিল থাকবে না উপহার দেওয়ায়। শুধু, প্রত্যেকে কিনবে চারটে করে বই আর প্রত্যেকে শেষপর্যন্ত পাবে চারটে করে বই। কীভাবে ? ধরো, একজন হয়তো চারটে বই-ই উপহার দিল কোনও বন্ধুকে। আবার একজন হয়তো দিল দু'জনকে, দুটো করে বই। কেউ হয়তো তিনটে আর একটা, এই ভাবে বই ভাগ করল। এইরকম আর কী। তবে চারটের বেশি কারও উপহার হবে না।
অরুণের কথাই ধরো না। সে তো চারটে বই-ই কিনেছে। আর, বরুণ, করুণাসিন্ধু, দুলাল ও ইন্দ্রনাথ—এই চার বন্ধুর প্রত্যেককে দিয়েছে একটা করে বই। বরুণ করেছে কী, চারটে বই কিনে চারটেই উপহার দিয়েছে অরুণকে। করুণাসিন্ধু তিনটে বই দিয়েছে ইন্দ্রনাথকে আর একটা বই দিয়েছে...
না, আর বলা নয়। দুলালের ভাগ্যে উপহার-পাওয়া চারখানা বইয়ের দাতা কে-কে—সেটা বলো তো। হ্যাঁ, হিসেব করেই বার করো। এটাই ধাঁধা।

দ্বিতীয় ধাঁধা : কোন চিতা জন্তু নয় ?

তৃতীয় ধাঁধা : জট ছাড়াও, কোন কবিকে মনে পড়ছে বলো—বিতন্দগোগী

গতবারের উত্তর : (১) সাতটা ভাগ ছিল এইরকম—১, ২, ৪, ৮, ১৬, ৩২ আর ৩৭। (২) জীবনানন্দ দাশ। (৩) সপ্তপাতাল। অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল, পাতাল।

সত্যসন্ধ

মজার খেলা

এই যে সামনে বড়দিনের ছুটি, আর এই যে সব চমৎকার শীতের সকাল, এই সময়ে একঘেয়ে মজার খেলা খেলতে মন চাইছে না। ইচ্ছে করছে, সম্পূর্ণ নতুন ধরনের কোনও খেলা খেলতে। এমন খেলা, যা ঘরে বসেও খেলা যায়, আবার বাইরে বসেও একই রকম ভাবে খেলা সম্ভবপর।
তো, এসো সেই রকমই একটা মজার খেলা শিখি এবার।
প্রথমেই বলি, এ-খেলাটা খুব বড়দের জন্য নয়। বড় বলতে, যারা রোজ খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে পুরো একটা খবরের কাগজ পড়ে ফেলে, তাদের জন্য নয়। তারাও খেলতে পারে, কিন্তু তেমন মজা হবে না। বরং কাগজে যারা খেলার খবরটুকু পড়ে ফেলে, সেই বয়সীদের জন্য এবারের খেলা।
এ-খেলাটা খেলতে হলে চাই প্রত্যেকের জন্য একটা করে খবরের কাগজ। ধরো, কোনও একটা শনি কি রবিবারের খবরের কাগজ। অথবা এমন কোনও বিশেষ দিনের, যে-দিনে অনেক পৃষ্ঠা থাকে কাগজের।
তো, এমনই কোনও দিনের কাগজ প্রত্যেকে একটা করে নিয়ে এসে এ খেলায় নাম লেখাও। খেলাটা, ধরো, তুমিই পরিচালনা করবে।
সে-ক্ষেত্রে, তোমার কাজ কী হবে শুনে নাও।
তুমি করবে কী, অন্য ঘরে গিয়ে প্রত্যেকটা কাগজের পৃষ্ঠাগুলো খুলে-খুলে, এলোমেলো করে সাজাবে। এমনকী, দু-একটা পৃষ্ঠাকে উলটো করেও রাখবে ভেতরে। এইভাবে প্রত্যেকটা কাগজ যখন উলটোপালটা ভাবে সাজানো হয়ে গেছে, তখন খেলার উপকরণ তৈরি তোমাদের।
খেলাটা হল এইরকম, গোল হয়ে বসবে সবাই। প্রত্যেক খেলোয়াড়ের হাতে শুরুতে তুলে দেওয়া হবে এলোমেলোভাবে সাজানো একটা করে খবরের কাগজ। 'রেডি—ওয়ান, টু, থ্রি', বলার সঙ্গে-সঙ্গে প্রত্যেকে তার হাতের কাগজটার পৃষ্ঠা খুলে-খুলে ফের ঠিকঠাকভাবে সাজাবে। যার সাজানো সবচেয়ে আগে হবে, আর ঠিকঠাক হবে, সে-ই জিতবে খেলাটায়।
দারুণ মজাদার খেলা এটা। খেললেই বুঝবে।

মজারু

ভাবতে ভাবতে

আমাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে মিশে গেছে কম্পিউটার। এখন কম্পিউটার কমিয়ে দিয়েছে দিয়েছে মানুষের পরিশ্রম। নিখুঁত করেছে বিভিন্ন পরিসংখ্যান, হিসেব। কম্পিউটারের কল্যাণে এখন অনেক সহজ ও দ্রুত সেরে ফেলা যাচ্ছে অনেক জটিল কাজ। এখন কম্পিউটার ছাড়া আধুনিক অফিস-ব্যবস্থার কথা ভাবা যায় না। আমাদের এবারের 'ভাবতে-ভাবতে' কম্পিউটার নিয়ে।

১ ॥ ভারতে প্রথম কম্পিউটার চালু হয় কবে ? কোথায় ?
২ ॥ সুপারকম্পিউটার চালু হয় কত সালে ?
৩ ॥ প্রথম 'কম্পিউটার-ক্রাইম' কোনটি ?
৪ ॥ প্রথম সুপার কম্পিউটার বসাতে কত খরচ হয়েছিল ?

উত্তর : (১) ১৯৫৫ সালে কলকাতায়। (২) ১৯৮৯ সালের ২৫ মার্চ। (৩) ১৯৮৬ সালে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের এম বি বি এস-এ ভর্তি-পরীক্ষার ফল বদলে ফেলার ঘটনা। (৪) ১৫ কোটি টাকা।

বর্ণপ্রিয়

অরণ্যদেব লি ফক

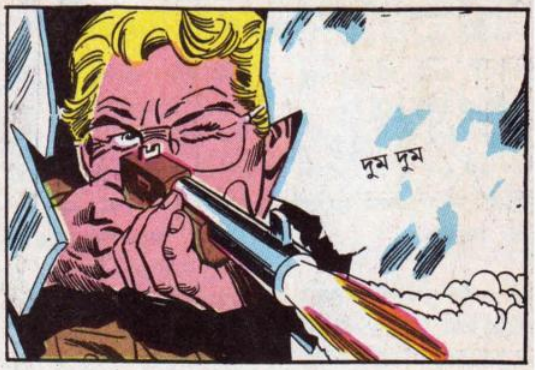

(এর পরে ৬৩ পাতায়)

বড়দিনেই শুধু নয়, কেক এখন জায়গা করে নিয়েছে নানা সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠানেও। লিখেছেন **সুব্রত রায়**

কেক শুধু খাওয়ার নয় দেখারও

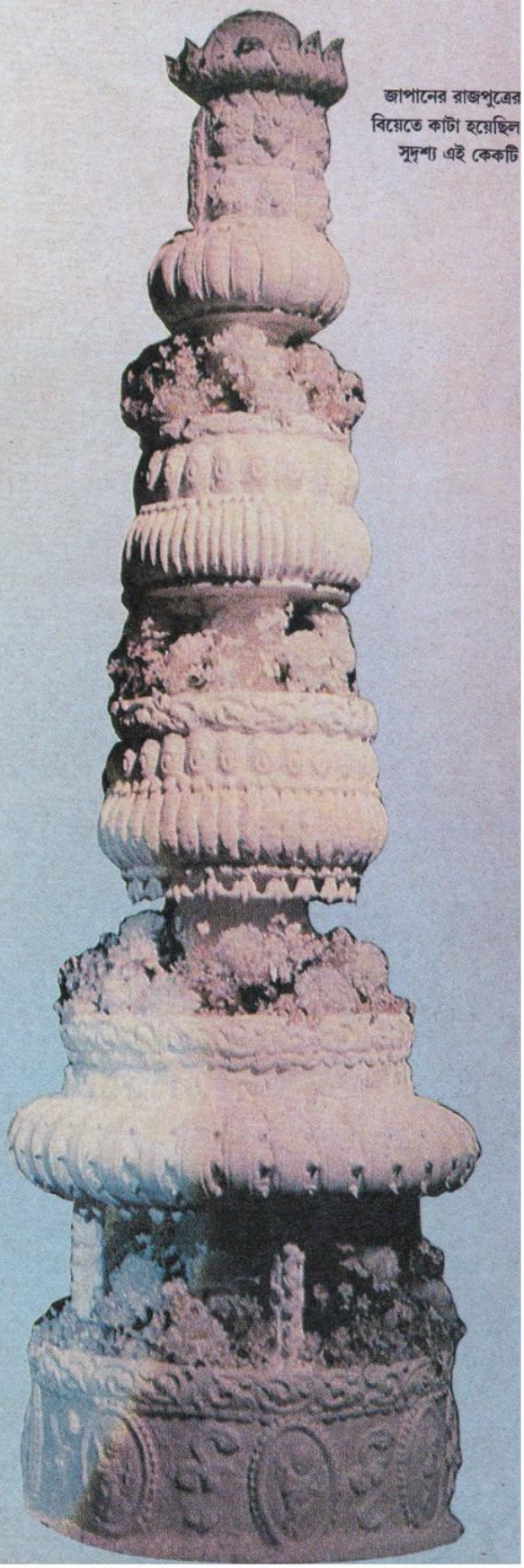

জাপানের রাজপুত্রের বিয়েতে কাটা হয়েছিল সুদৃশ্য এই কেকটি

ক্রিসমাসের ১২ দিনের উৎসব শেষ জানুয়ারির ছ' তারিখে। ওই দিনটিকে উদ্‌যাপনের জন্য ইংল্যান্ডে ঘরে ঘরে ভূরিভোজের আয়োজন হত। সঙ্গে বসত এক বিশেষ ধরনের 'রাজা খোঁজার খেলা'। এ সময়ে সারা ইউরোপেই 'তিন রাজার বেথলেহেমে আসা' উপলক্ষে নানা ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান হত। এই উৎসবকে বলে 'এপিফেনি'। সব উৎসবের একটি মূল অংশ কেক খাওয়া। রাজা খোঁজার নিয়ম অবশ্য এক-এক দেশে এক-একরকম। ফ্রান্সে যেমন কেকের মধ্যে একটি বড় বাদাম বা বিনজাতীয় কিছু দেওয়া থাকে, যার ভাগ্যে বিশেষ বাদামটি পড়ে সে-রাতের মতো সেই 'রাজা' বলে স্বীকৃত হয়। ১৭ শতকের শেষ ভাগ অবধি এই একই নিয়মে রাজা ঠিক করা হত ইংল্যান্ডেও। তারপর নিয়ম বদলে লটারি চালু হয়। একটি বড় বাটির থেকে সকলে কাগজ তোলে। যার কপালে রাজার ছাপ, সেই পায় সে রাতের খেতাব। এই নতুন নিয়মে কেক ভেঙে গুঁড়ো করার জন্য লড়াই বন্ধ হয়। আমেরিকাতেও ১৮ শতক অবধি ইংল্যান্ডের অনুকরণে ক্রিসমাসের দ্বাদশ দিনে 'রাজা চিহ্নিত' করা হত।

১৮ শতক আসলে ইংল্যান্ডের ইতিহাসে খুব গুরুত্বপূর্ণ। তখন বলা হত ইংরেজ সাম্রাজ্যে সূর্য

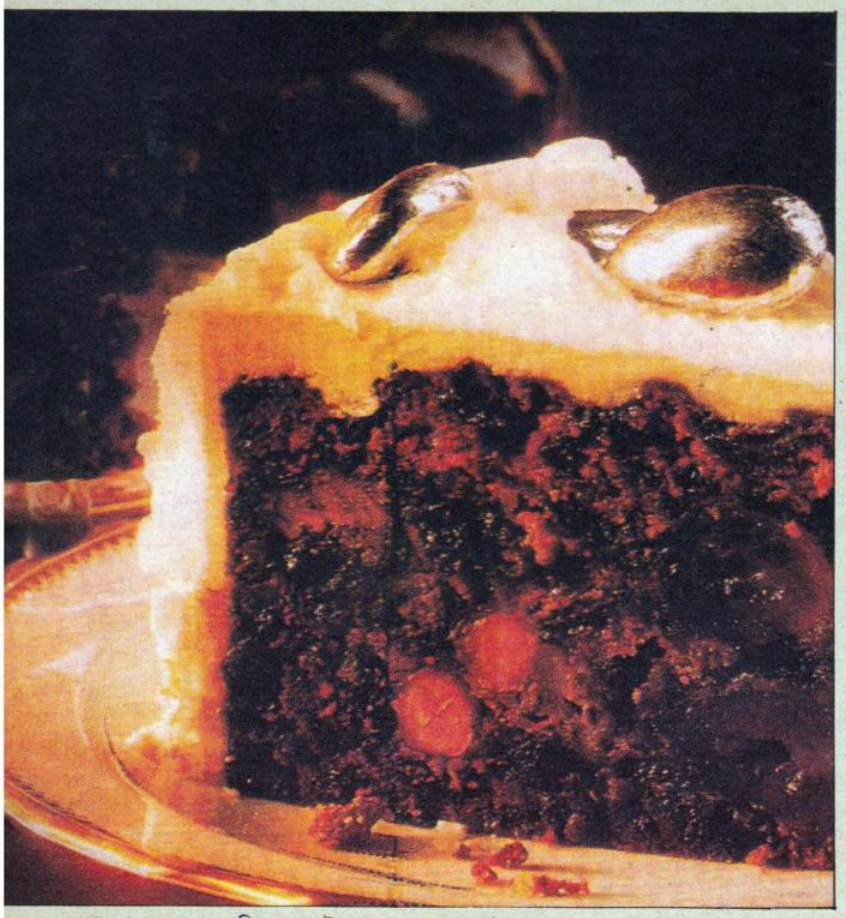

খাওয়ার চেয়ে ঘরে সাজিয়ে রাখতেই ভাল লাগে চমৎকার এই কেক

ডোবে না, এতই বিশাল তার বিস্তার। সে-সময়ে ইংরেজদের সাফল্যের অভাব ছিল না, আর তা স্মরণীয় করে রাখতে কেকও তৈরি হত নানারকম। কোনও কিছুই সাদামাঠা নয়। বিরাট এবং ভারী। ৬ জানুয়ারির কেকের কথা অবশ্য আলাদা। ক্রিসমাসের দ্বাদশ রাত্রি বলে এই কেককে বলা হয় 'টুয়েলফ্‌থ কেক'। এই কেকের অলঙ্করণ করতে বড়-বড় রাঁধুনিদের প্রতিযোগিতা চলত।

উনিশ শতকের গোড়ায় এই কেকশিল্পের কারুকাজ এক দারুণ মর্যাদার আসন পায়। মুকুট সমেত রাজা, ভাঁড়, পরি ও পৌরাণিক গল্পের নায়ক-নায়িকা থেকে শুরু করে একেবারে আধুনিক আমলের জনপ্রিয় মানুষদের ছোট মূর্তি। মিছরির মণ্ড পাকিয়ে তাতে রং করে এসব তৈরি করা হত। মহারানি ভিক্টোরিয়ার ব্যক্তিগত 'কনফেকশনার'-এর তৈরি বিশেষ একটি কেক সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় জায়গা পায়। কিন্তু এই উনিশ শতকেরই মাঝামাঝি সময়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে ক্রিসমাসের পরের দিন উপলক্ষে উৎসব ক্রমশ ঝিমিয়ে আসে। লোকে তখন পঁচিশে ডিসেম্বরকেই মূলদিন হিসেবে পালন করতে থাকে। 'ক্রিসমাস কার্ড'ও ব্যাপকভাবে চালু হয় সে-সময়। ধীরে ধীরে দ্বাদশ রাত্রির উৎসব গল্পকথার রূপ নেয়। কিন্তু টুয়েলফ্‌থ্ কেক, তাকে কি মানুষ ভুলতে পারে ? উনিশ শতকের শেষে এই টুয়েলফ্‌থ কেকই 'ক্রিসমাস কেক' নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। আমরা এখন বলি 'বড়দিনের কেক'। তবে কেক তো এখন কেবল বড়দিনেই নয়, জন্মদিন, বিয়ে কিংবা অন্য নানা উৎসবে সে তার জায়গা করে নিয়েছে। ইউরোপে 'ওয়েডিং কেক'-এর চলন খুব। এমনকী জাপানেও ইদানীং সেই রীতি শুরু হয়েছে। বরাবর কেকের আকৃতি ছিল গোলাকার, চ্যাপ্টা ধরনের। রানি ভিক্টোরিয়ার আমলে প্রথম তা আকাশচুম্বী হতে শুরু করে। সাধারণ আকারের কেকের ওপর একটি ফুলদানি বসিয়ে সে-সময় কেকটিকে লম্বা দেখানোর চেষ্টা করা হত। রাজবাড়িতে পয়সার অভাব ছিল না। তাই কী করে কেক সত্যি-সত্যি উঁচু করা যায় তা নিয়েও গবেষণা হত। এ-কাজ অবশ্যই কনফেকশনারদের নয়। দস্তুরমতো এঞ্জিনিয়ারিং কলাকৌশল খাটিয়ে একটা উপায় পাওয়া গেল। নানা আকারের কেক তৈরি করে সবচেয়ে বড়টিকে বসানো হল একেবারে নীচে। তার ওপর ক্রমশ ছোট আকারের কেকগুলিকে একটির ওপর একটি সাজিয়ে তৈরি হল এই নতুন 'ডিজাইন'।

মঁশিয়ে লোরসা নামে জনৈক ফরাসি 'প্যাটি' প্রস্তুতকারক এসময় 'পাইপিং' নামে বিশেষ এক অলঙ্করণ পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। খুব তাড়াতাড়ি তা সারা ইউরোপে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। চিনি থেকে আইসিং তৈরি করার পদ্ধতিও তখন চালু হয়। সবচেয়ে সেরা মানের চিনিকে ঘন করে আনলে তার ওপর মোলায়েম সাদা 'তুষার' জমে। একেই বলে আইসিং। ১৮ শতকে এলিজাবেথ র‍্যাফেল্ড-এর লেখা 'দ্য এক্সপিরিয়েন্সড হাউসকিপার' রাঁধুনিদের জন্য সেরা বই। তাতে সে-যুগের ওয়েডিং কেক তৈরি করার চমৎকার বিবরণ দেওয়া আছে। ভিক্টোরিয়ান যুগেই কিন্তু কেক তৈরির কারিগরি থেমে যায়নি। বরং তা আরও উন্নত হয়েছে পরবর্তী কালে। বিশ শতকের গোড়ায় কেকের মধ্যে চারাগাছের কাণ্ড ঢুকিয়ে 'এডওয়ার্ডিয়ান কেক' তৈরি হল। এই কেকের ছোট-ছোট স্তরগুলি ওই কাণ্ডের সাহায্যে শূন্যে ঝুলিয়ে দেওয়া, আর তাদের প্রতিটি ধাপকে ঠেলা দিয়ে আছে খুদে-খুদে মিছরির থাম। এইভাবে কেকের আকৃতি লম্বা হল অনেকখানি। দামেও কমল। ভারতবর্ষ ও জাপানে বিয়ে ইত্যাদি অনুষ্ঠানে এই ধরনের কেকের প্রচলন বেশি। ইংল্যান্ডে কেক খাওয়াটা বড় কথা নয়। বিয়েতে মূল উৎসব হল কেক কাটা। জন্মদিনেও তাই। ভিক্টোরিয়ান যুগে বিয়ের কেক কাটার ভার ছিল কনেদের। জন্মদিনের কেক কাটার দায়িত্ব কিন্তু বরাবর যার জন্মদিন তার। এ তো গেল ভূমিকা। এবার ভাগ করা কেক কেউ খেল কি, না-খেয়ে বাড়ি নিয়ে গেল তা নিয়ে কারও মাথাব্যথা নেই। তবে কেকের একেবারে ওপরের ধাপটুকু সাজিয়ে রাখার জন্য। তার পিঠে নাম লেখা থাকে যার জন্মদিন তার। যাদের বিয়ে হল তাদের। কিংবা কেবল 'মেরি ক্রিসমাস' ! এই অংশটুকু উপসংহার বা স্মৃতি হিসেবে সংরক্ষিত হয়। খাওয়া হয় না। অবশ্য সাধারণ পরিবারের কেকে স্রেফ একটি ধাপ জোটে। এত বাহুল্য করার উপায় নেই, কারণ অর্থাভাব। তাই নষ্ট হয় না ছিটেফোঁটাও।

অ্যাসটেরিক্সের অভিযান

অ্যাসটেরিক্স ও গথ দস্যু (শেষাংশ)

গল্প : গোসিনি
ছবি : ইউদেরজো

তোমরা দু'জন ! আমার সঙ্গে এসো !
?
শিবির ঝাঁট দাও । কিন্তু কথা বলতে যেন না শুনি !
অ্যাসটেরিক্স, আমরা কি ওদের দেশ ঝাঁট দিতে এসেছি ?
ধৈর্য ধরো !
ভোঁ-ও-ও-ও
এরা কোথায় যাচ্ছে ?
কী হল ? ব্যায়ামের সময় হয়েছে ! এসো !
বল্লম ওঠাও !
এই যে ! ঠাট্টা তামাশা ছাড়ো ! আর কথা যেন না শুনি ।
ভোঁ-ও-ও-ও-ও
বাঁধাকপি ভাল লাগে না । বুনো শূকরই ভাল । আচ্ছা, ওদের মিষ্টি করে শুধোলে...
আজ রাতে পুরোহিতকে খুঁজতে হবে !

শুধু অ্যাসটেরিক্স ও ওবেলিক্সই পালাচ্ছে না। সেই রাতে, অনেক দূরে...
গল দেশে যাব। ওদের ভাষা জানি। ওখানেই থেকে যেতে পারব...
দাঁড়াও!
সৈন্যদল!
কিন্তু এ যে বহুভাষিক! এই নিশুতি রাতে চললে কোথায়?
মানে... আমি... না... আচ্ছা... তবে...
পরিষ্কার হচ্ছে না। আজ বন্দি থাকো। কাল সওয়াল হবে।
না, না! ভুল করছ! আমি বড়কর্তাদের চিনি।
মরলুম! ওই মাথামোটা পুরোহিতটার কথার ভুল মানে বলার জন্য দলপতি আমায় ক্ষমা করবে না!
তখন...
বুঝেছ? গথদের সঙ্গে মারামারি নয়, কথাও না!
বেশ!
!
এ কী? এ কী?
দ্যাখো মজা! আমার দুই লস্কর! জেলে ভরে দাও!

P&G

প্যান্টিন

প্রো-ভি

প্রো-ভিটামিন বি 5
যুক্ত
ট্রীটমেন্ট
শ্যাম্পু

চুল এত সুস্থ যে ঝলমল করে।

Mudra Grey P&G 1.95 BEN

ঢোকো !
খুব হয়েছে। এবার যাওয়া যাক !
আর ও ?
ওকে মুখ বেঁধে সঙ্গে নিয়ে যাব। ও হয়তো কিছু জানে।
গল গুপ্তচর ! আমি যদি ওদের ধরতে পারি— তবে বেঁচে যাব।
এই সুযোগ !
যাই ?
চলো !
কড়াত !
কেউ নেই !
শহর থেকে বেরিয়ে জঙ্গলে চলো।
আমারও তাতে সুবিধে।
এবার ওকে সওয়াল করতে হবে।
ঠাণ্ডা লাগছে !
নিজের ভাগ্যকে বিশ্বাস হচ্ছে না।
গল পুরোহিত কোথায় আছে জানো ?
তাই তো !
এ তো আগে ভাবিনি... ও গল ভাষা জানে না !
হ্যাঁচ্চো !
বেঁচে থাকো !
হ্যাঁচ্চো !
?!?!
?!?!

ধন্যবাদ ! এই, তুমি তো গল ভাষা জানো !
না, না, ভুল হয়ে গেছে। গল ভাষা জানি না ! একটা শব্দও না ! আমি কিচ্ছু বুঝি না।
আমাদের পুরোহিত কোথায় আছে বলো।
আমি কিচ্ছু বলব না !
দু' ঘা দাও !
বাঃ !
(দ্রুত) পুরোহিতকে মহাসাঙ্ঘাতিক বন্দি করেছে। পূর্ণিমার দিন তার জাদু না দেখালে সে কোতল হবে...
আমি ঠিকানা দিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু আমাকে ছেড়ে দাও, ওরা আমাকেও মারবে
কী তাড়াতাড়ি কথা বলে !
শহরে চলো।
ছাড়ো বলছি !
ঠুক ঠুক ঠুক
পুরোহিতকে পাওয়ার আগে নয়।
কত সৈনা ! ওরা বুঝতে পেরেছে আমরা পালিয়েছি !
তাড়াতাড়ি ! আমি দু'জন গল গুপ্তচরকে ধরেছি।
তাড়াতাড়ি ! ওবেলিক্স, পালাই !
দম দম দম দম দম
ওই যে ! ধরো ! ধরো !
ওখানে কী লেখা আছে ?
এখন কি অজানা ভাষায় লেখা বিজ্ঞপ্তি পড়ার সময় ?
কানা গলি, যাওয়া নিষেধ

আটকা পড়ে গেছি !
কী করা যায় ?
ধরো ওদের
ইঁদুরগুলো ফাঁদে পড়েছে !
ছেলেরা, এসো !
কানা গলি
গদাম
পিফ
পাফ
ভেবেছিলাম আর হাত চালাতে হবে না...
ওইখানে একটা ছোট্ট ইঁদুর লুকিয়ে...
দাঁড়াও ! ওকে মাটিতে নামাও । ওদের দলপতির কাছে ও আমাদের নিয়ে যাবে...
আচ্ছা !
আমরা আত্মসমর্পণ করছি ।
?!?
সেই সময়...
আমি তোমার জাদু দেখার জন্য উৎসুক । দুর্ভাগ্য... তুমি আমার কথা বুঝতে পারছ না !
যখন ও জানতে পারবে আমি গথ ভাষা জানি, তখন মাথা ঘুরে যাবে !
হুজুর ! আমি দু'জন বিপজ্জনক গল গুপ্তচরকে ধরেছি ।
মিথ্যে হুজুর ! আমিই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ওদের ধরেছি !
?
?!?

‘মেয়ের মত... মায়ের মত ! পিয়ার্স আমাদের ত্বককে নবীন রাখে।”

কয়েকটি জিনিস আছে যা আমি আমার ছোট্ট কন্যের সঙ্গে ভাগ করে নিই। তাদের একটি হল সুকোমল নবীন ত্বক। আর অপরটি হল, এই কৃতিত্ব যার সেই পিয়ার্স। বিশুদ্ধতম, মৃদুলতম সাবান হওয়ায় এটি সত্যিই ত্বকের প্রতি সদয়। অনুগ্র। আর, এর গ্লিসারিন সমৃদ্ধ ফর্মুলা বজায় রাখতে সাহায্য করে ত্বকের স্বাভাবিক আর্দ্রতা। কোমলতা ও কমনীয়তা। এবং এমন এক সজীব নবীনতার দীপ্তি যা অভ্রান্তভাবে পিয়ার্স সুলভ !”

দু’বছরেরও ওপর এই স্বচ্ছ ডিম্বাকৃতি সাবানটি তার স্নিগ্ধ মৃদুল যাদু দেখিয়ে চলেছে। এবং সারা বিশ্বে কোটি কোটি মায়ের ও মেয়ের কমনীয় ত্বকে বহমান পিয়ার্স-এর ঐতিহ্য।

বিশুদ্ধ পিয়ার্স

ত্বক নিষ্কলুষ রাখে অঙ্গে, কমনীয়তার সঙ্গে

LINTAS PS 93 2719 BG

এই দু'জন গুপ্তচরকে হত্যা করা হবে ! বহুভাষিক, পুরোহিতকে জিজ্ঞেস করো ও জাদু দেখাতে রাজি কি না !
প্রিয় বন্ধুরা ! এই নেকড়েদের মুখের মধ্যে কেন এলে ?
নেকড়েদের গুলি মারো !
জাদু দেখাও,পুরোহিত ! তোমায় সোনা দিয়ে মুড়ে দেব।
ফুঃ !
ও রাজি !
দুর্দান্ত !
হে গথ দলপতি ! ও তোমাকে ভুল বলছে !
?!
আমি কোনওদিন তোমাকে জাদু দেখাতে রাজি হইনি।
ও গথ বলতে পারে !
কালই তোকে হত্যা করব— যত কষ্ট দিয়ে সম্ভব !
সকলকে জেলে দাও ! সকলকে !
একটু পরে...
দড়াম !
অ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ ! দুষ্টু গল ! তোমাদের জন্য কাল আমাকে কাটবে, টুকরো করবে, থেঁতো করবে, চামড়া ছাড়াবে ! আমি যে আদরে মানুষ ! আমার যে ঠাণ্ডাও সহ্য হয় না !

আঁ ! হাঁ !
এখন ছদ্মবেশের দরকার নেই।
যখন বহুভাষিক ঘুমোবে, তখন কথা বলব।
দুম !
ঘুমোচ্ছে, কথা বলো !
!?
আমরা গলে পালিয়ে যাই।
হ্যাঁ, কিন্তু যাওয়ার আগে গথদের ভয় দেখাতে হবে। যেন ওরা কখনও আমাদের দেশ আক্রমণ না করে...
কী করে তা সম্ভব !
আমরা মাৎস্যন্যায় সৃষ্টি করব !
এর জন্য আমরা ওই লোকটাকে ব্যবহার করব। ও বোকা ও উচ্চাভিলাষী... ওকেই আমার চাই।
হি হি হি হো হো !
অদ্ভুত ! ওরা হাসছে !
যখন জানতে পারবে ওদের জন্য কী ব্যবস্থা হচ্ছে, তখন কম হাসবে।
হা হা হা হো হো
হা হা হা হা হা
হি হি হি হি হি
হা হা হা হা হা হা !
বন্দিরা তো মহা আনন্দে আছে !

ওকে ঘুম থেকে ওঠাও !
বেশ !
ওঠো ! কুঁড়ে কোথাকার !
উঃ ! এ তা হলে দুঃস্বপ্ন নয় !
মৃত্যুদণ্ড ! আর আমি ভেবেছিলাম বিয়ে করে সংসার পাতব !
তোমাকে এমন বিশ্রী অবস্থায় ফেলার জন্য আমরা দুঃখিত !
তাতে কী ? আমি তো আর দলপতির আক্রোশ থেকে বাঁচব না !
ঠিক তাই হবে ! তোমাকে আমার জাদুর সাহায্যে সেরা শক্তিশালী বর্বর করে দিচ্ছি ! তোমাকে কেউ থামাতে পারবে না ।
কী ? .. এ রসিকতা ?
মোটেই না !
তাড়াতাড়ি ! আমাকে সেই জাদু দেখাও !
কিছু রসদ লাগবে !
ওবেলিক্স, পাহারাদারকে ডাকো ।
বেশ !
ওহে ! কে আছ ?
?!
মচাত !
মহাসাঙ্ঘাতিককে বলো আমরা শেষবারের মতো একটু সুপ খেতে চাই ! এই রসদগুলো এনে দাও ।
?!

PUT YOUR CHILD ON A FAST TRACK
MEDIA
Little Master
MEDIA
TV GAMES
NOTHING BEATS THEM
TRITON/95/MVL/188
MODELS AVAILABLE : • LITTLE MASTER • WIZ-KID • AMAZER • SUPER CHAMP • MEGA DRIVE • EARTHQUAKE • GRAND MASTER (16 BIT)

মহাসাঙ্ঘাতিক তখন পরের দিনের অনুষ্ঠানগুলোর প্রস্তাব শুনছিলেন...
আমরা প্রথমে ওদের ছাল ছাড়াতে পারি...
মামুলি ব্যাপার ! কিন্তু... ঠিক আছে... হাসির খোরাক ?
তারপর, ছোট-ছোট করে কাটব...
খুব ছোট নয়... সবাই যেন দেখতে পায়...
হুজুর ! বন্দিরা শেষবারের মতো সুপ খেতে চায় ।
অনুমতি দিলাম । কাল ওদের চাঙ্গা থাকতে হবে ।
একটু পরে...
সব আছে মনে হয়...
মচাত !
?!
একটু নুন যদি আনো...
অভিশাপ দিচ্ছি...
মচাত !
ধন্যবাদ বলা হয়নি...
ওই দরজাটাকে রেহাই দাও !

লুতেশিয়ায় আবার...
অ্যাসটেরিক্স, তুমিও একটু খাও। দরকার হবে।
আমি ? আমি ?
কতবার বলতে হবে যে তোমার এ পানীয় লাগে না। তুমি ছেলেবেলায় এর মধ্যে পড়ে গিয়েছিলে ! ! এর প্রভাব তোমার ওপর চিরস্থায়ী
অন্যায় ! অন্যায় !
তৈরি ! খাও !
কিছুই তো হল না !
তাই নাকি ? ওই দরজাটার ওপর শক্তি পরীক্ষা করো।
মচাত !
আর ওই দরজাটা ছোঁবে না !
ই য়ো হো ! আমি শক্তিমান ! মহাসাঙ্ঘাতিককে মারব ! আমি ভিসিগথ, অস্ট্রোগথ, রোমান ও গলদের প্রভু হব !
আমাদের মৃত্যুর সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করো ! জনমত গড়ে তুলতে হবে।
হ্যাঁ ! হ্যাঁ ! ভাল মতলব !
আমি গথদের প্রভু হব ! পৃথিবীর সম্রাট !
ঠিকঠাক চলছে !

শাস্তির সময় হয়েছে ! বন্দিদের আনো !
সব শান্ত কেন ? বন্দিরা তো এত শান্ত হয় না !
এক ঘণ্টার মধ্যে আরও শান্ত হবে।
এ বি সি
নৌকো !
কেউ আসছে !
এই খেলার নাম 'নৌ যুদ্ধ'। এখনও ফ্রান্সের স্কুলে খেলা হয়।
সময় হয়েছে !
চটপট চলো !
পরে খেলা শেষ করব।
ওরা যেন ব্যস্ত !
?
ঢোকো !
সার্কাস : ॥ শিল্পীদের প্রবেশ ॥
ব্রাভো ! হুররে !
শুরু হোক !

অনুভবের
স্পর্শ
NIVEA
body
NIVEA
body
SKIN MILK
NIVEA
body
LOTION
সারা বিশ্বে লক্ষ লক্ষ মানুষ জানেন যে তাঁদের সুন্দর ত্বকের গোপন কথা হ'ল নিভিয়ার স্নিগ্ধ পরশ। কারণ নিভিয়া জানে কিভাবে আপনার ত্বকের একান্ত যত্ন নিতে হয় - সর্বদা স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ত্বকের আরো নিগূঢ় আরো কোমল উপায় আপনার সামনে মেলে ধরে। এর মধ্যে অন্যতম একটি নিভিয়া বডি। সমস্ত ধরনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ত্বকের জন্যে উপযুক্ত নানাবিধ লোশনের এক আন্তর্জাতিক মানের সম্ভার। যার মধ্যে একটি আপনারই জন্যে তৈরী।
আপনার অনুভব চায় শুধু যে স্পর্শ।
JLM.95.AL.BN.

আমি প্রথম হতে চাই !
বেশ !
ওকে ছেঁড়ো !
বাঃ ! বেশ ! মহাসাঙ্ঘাতিকের জয় !
ফট !
হেই ! হেই !
এ কী জাদু ?
হচ্ছে না !
আরও তাগড়া ঘোড়া আনো !
চিন্তা কোরো না ! বেশিক্ষণ লাগবে না !
আ আ আ !
35

নাইল হার্বাল ঠিক যেন আপনার চুলের সুষম আহার

দীর্ঘ জীবনের জন্য আমাদের যেমন প্রয়োজন প্রাকৃতিক ফলমূল ও শাকসব্জি, ঠিক তেমনই একমাথা স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চুলের জন্য দরকার শিকাকাই, তুলসী, রিঠা ও আমলকী সমৃদ্ধ নাইল।

নাইল তৈরী হয়েছে সুপ্রাচীন আয়ুর্বেদিক গ্রন্থ 'চরক সংহিতা'য় নির্দেশিত সূত্র থেকে। রিঠা, তুলসী, আমলকী, শিকাকাই-এর সুষম ও সঠিক ভেষজ মিশ্রণে গুণান্বিত নাইল আপনার চুলকে জোগাবে পর্যাপ্ত পুষ্টি, গোড়া থেকে আগা পর্যন্ত চুলকে করে তুলবে শক্তপোক্ত।

রিঠা ও আমলকী শ্যাম্পু

'চরক সংহিতা'র সূত্রানুযায়ী রিঠা ও আমলকীর সংমিশ্রণ চুলকে দেবে 'কন্ডিশনিং' এর পরিচর্যা এবং চুলকে তার স্বাভাবিক উজ্জ্বল কালো রং ফিরিয়ে দিয়ে করে তুলবে স্বাস্থ্যোদীপ্ত।

আমলকী ও শিকাকাই শ্যাম্পু

'চরক সংহিতা'র নির্দেশমত আমলকী ও শিকাকাই মিশ্রণে তৈরী শ্যাম্পু চুলকে দেবে পুষ্টি, ঘনত্ব ও মসৃণতাকে করবে সুনিশ্চিত, সেই সংগে খুশকী থেকে দেবে মুক্তি।

তুলসী ও আমলকী শ্যাম্পু

'চরক সংহিতা'র মতে, তুলসী ও আমলকীর মিশ্রণে তৈরী শ্যাম্পু চুলের গোড়া শক্ত করতে, চুল পড়া বন্ধ করতে, এবং একই সংগে চুলকে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল কালো, মসৃণ ও চিকন করে তুলতে দারুণ কার্যকারী।

নাইল™
হার্বাল শ্যাম্পু

নাইল হার্বাল শ্যাম্পু এখন ১২ মিলি স্যাশে পাওয়া যাচ্ছে।

নাইল-এ আছে গুণসমৃদ্ধ ভেষজ এর সঠিক মিশ্রণ যা চুলের পুষ্টি জোগাতে এবং চুলকে গোড়া থেকে আগা পর্যন্ত স্বাস্থ্যময় করে তুলতে অদ্বিতীয়।

তুলসী ও আমলকী • রিঠা ও আমলকী • আমলকী ও শিকাকাই

স্বাভাবিক, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চুল... দিনের পর দিন, বহু দিন...

FOUNTAINHEAD-1547-95

শোনো সবাই ! আমি গল পুরোহিতের জাদুতে এই শক্তি পেয়েছি ! আমি তোমাদের নতুন রাজা... বহুভাষিক ১ম !
ওকে মারা হোক !
শাবাশ ! বহুভাষিক ১ম জিন্দাবাদ !
ধপাস !
তালি তালি !
দাঁড়াও ! আমি দলপতি !
ওকে জেলে দাও ! তোমার জীবন সুতোয় ঝুলছে, মহাসাঙঘাতিক !
পরে, প্রাসাদে...
এসো, বন্ধুরা । আমি স্থির করছি কাল কীভাবে মহাসাঙঘাতিককে মারব !
তারপর ?
তারপর ওকে সেদ্ধ করে...
বাধা দেওয়ার জন্য দুঃখিত, কিন্তু একটা কথা ছিল...
হুঁ ? যা চাও !
মহাসাঙঘাতিকের সঙ্গে দেখা করে একটু খাপাতে চাই...
বেশ ! বেশ ! যাও ! আনন্দ করো !
সব ঠিক আছে !
যখন এই লোকগুলোর প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে, এদেরও মারব ।
ওদের জন্য ভাল প্রস্তাব আছে । প্রেশার কুকার ! দু' মিনিটে মানুষ সেদ্ধ হয়...
আহা ! উন্নতির সীমা নেই !

আশ্চর্য দীপ থেকে এল আলাদীন
MORTON
মর্টন পেয়ে গায় তা ধিন্ ধিন্
যত প্রিয় আরব্য রজনীর রূপ কথা, তত প্রিয় মর্টন সুইটস্-এর সম্ভার। পরিবারের সববয়সীদের সমান পছন্দ। নানান্ মাতোয়াড়া স্বাদের, দারুন মুখোরোচক। ক্রীম ভরা দুধ, গ্লুকোজ ও চিনির উপাদেয় মিশ্রণে তৈরী—এক সে বড় কর এক চকোলেট এবং কোকোনাট কুকীজ, রোজ একলেয়ার্স, সুপ্রিম চকোলেট, কফি প্লাস, কোকোনাট টফি, ল্যাকটো বনবন, ম্যাংগো কিং-এর মত আরো কত জিভে জল আনা স্বাদ!
উ..ম্..ম্..ম্ মুখে ফেললেই মজা-ই-মজা
জীবন-ভর শ্রেষ্ঠত্বের স্বাদ।
মর্টন কনফেক্শনারি অ্যান্ড
মিল্ক প্রডাক্টস ফ্যাক্টরি
পোঃ অঃ মারহাওড়া—৮৪১ ৪১৮ জেলা : সারণ, বিহার
MORTON
SWEETS
সতর্কীকরণ নোটিস :
MORTON ও তার র‍্যাপার, আপার গ্যাঞ্জেস সুগার এ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীজ এর রেজেষ্ট্রীকৃত ট্রেড মার্ক। ট্রেড মার্ক সত্বের কোন প্রকার বিকৃতি আইনত শাস্তিযোগ্য।
CC/M-2/95 BEN

অ্যাসটেরিক্স, ওবেলিক্স ও এটাসেটোমিক্স কারাগারে ঢুকল। এখানেই তারা আগে বন্দি ছিল...
মহাসাঙ্ঘাতিক, প্রতিশোধ নিতে চাও ?
?
বহুভাষিক ! ও রাজি !
বুঝেছি।
এই পানীয় খাও ! বহুভাষিকের মতো শক্তিশালী হবে। তারপর তোমার হাতে...
!
ঢক, ঢক !
ছনাত !
শেকল খুলেছে !
মচাত !
আবার কী ? দরজার জায়গায় পরদা দিলেই দেখছি ভাল...
সাবধান ! কয়েদি পালাচ্ছে !
তারপর ?
টিসুম
শেকল খুলেছে ! হি হি ! এবার বুঝলাম ! হি হি !

এবার নিন আউটান, এক আন্তর্রাষ্ট্রীয় লোশন যা মশাদের জন্য নিয়ে এ'ল এক ছোট্ট খবর

বিদায়

আউটান একটুও তেলতেলে নয়, এমন কি চটচটেও নয়, চটপট কাজ করে এক স্বচ্ছ লোশন-যাতে রয়েছে সুন্দর মৃদু সুগন্ধ ... এটি চটপট শুকিয়ে গিয়ে আপনাকে এক অদৃশ্য মশারী দিয়ে ঢেকে দেয়- ব্যস্ আপনি ৮ ঘন্টার মতো নিশ্চিন্ত। এটি আপনার ত্বকের জন্য কোমল আর ধোয়াও যায় অতি সহজে। সারা বিশ্বে সেই কোলোন থেকে কলকাতা পর্যন্ত, আউটান মশাদের দূর করতে সক্ষম হয়েছে। তাই আজ আউটান নিয়ে আসুন। আজ রাতেই ব্যবহার করুন আর দেখুন মশারা কেমন সদলবলে পালায়।

এমন দারুণ উপায়
মশারা সদলবলে পালায়।

বাছাই করা শহরগুলিতে পাওয়া যাচ্ছে।

Bayer

R K SWAMY/BBDO BIL 4736/BN

কোথায় ?
কোথায় সে ?
পাহারাদার ! দ্যাখো তো !
হ্যাঁ, হুজুর !
এক্ষুনি ফিরে এসো !
জো হুকুম !
?!
সামনাসামনি লড়ো, বদমাশ !
দুম ! দাম ! দড়াম !
দু'জনেই পানীয় খেয়েছে ! কেউ জিতবে না !
সেটাই চাই !
হি হি ! শেকল খুলেছে !
দু' ঘণ্টা ৩৭ মিনিট পর...
তোর বিরুদ্ধে লড়ব, সেনাবাহিনী গড়ে...
আমিও ! আমিও !
এই দু'জন অনন্তকাল ধরে পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে। তবে এখানেই শেষ নয় ... আরও গোলমাল করে দিতে হবে।
হি হি... শেকল খুলেছে।
এবার চুপ করো !

একে ধরি, এটাসেটামিক্স
ঠিক তো !
কী নাম ?
ইলেকট্রিক !
তোমার অবস্থা নিয়ে তুমি সন্তুষ্ট ?
না... আমি গরিব, দুর্বল ।
তুমি শক্তিমান হতে চাও ? তুমি দলপতি হতে চাও ?
?
ঝাঁট না দিয়ে ?
ঝাঁট না দিয়ে ।
তবে আমি তাই চাই ।
খাও !
?!
আমি শক্তিমান । আমি সরকার ভেঙে দেব । সেনাবাহিনী গড়ব ।
আমি সেনাপতি ইলেকট্রিক !
ওর রাস্তায় যে আসবে তাকে ও ঝাঁট দিয়ে বিদেয় করবে !
শেকল খুলেছে ! হি হি !
একটু দূরে...
কিন্তু ছোটবউ...
কাজে যাও ! পরে কথা হবে...

এই যে, আর-এক মক্কেল !
খাও !
ঢক ঢক !
গলেরা কাজ চালিয়ে গেল...
খাও !
ঢক ঢক
খাও !
ঢক ঢক
খাও !
ঢক ঢক
খাও !
ঢক ঢক
খাও !
ঢক ঢক
আর প্রত্যেকে নিজের নিজের সেনাবাহিনী গড়তে লাগল, আমাদের বন্ধুদের মন্ত্রণায়...
চাক !
২৫০ ! এক গ্যারিসন !
বিভিন্ন দলের মধ্যে চলল লড়াই...
বহুভাষিক জিন্দাবাদ !
ত্রিমাত্রিক জিন্দাবাদ !
ইলেকট্রিক জিন্দাবাদ !
মহাসাঙ্ঘাতিক জিন্দাবাদ !
পাত্র খালি...
কিন্তু পানীয়ের প্রভাব ফুরোলে কী হবে ?
কিছুই না ! সবারই প্রায় সমান শক্তি থাকবে । এরা শতাব্দীর পর শতাব্দী এভাবেই যুদ্ধ করে যাবে । পাশের দেশ জয় করার কথা কখনও ভাববে না !
এর পর ওরা গল দেশ জয়ের কথা ভাববে না । শান্তি !
হ্যাঁ গো ! দেশে ফিরে বুনো শুকরের রোস্ট খাওয়ার বড় সাধ হচ্ছে !

মশা তাড়ানোর জাপানী কৌশল

রাতদিন অন্য সব ম্যাটের মতো নয়। সাধারণ ম্যাট কোনটা জ্বলে অথচ কাজ করে না, আবার কোনটা কাজ করে কিনা বোঝার উপায় নেই কেননা ওগুলো তো জ্বলেই না। রাতদিন-এ আছে জাপানের সুমিতোমো কেমিক্যালসের শক্তিশালী উপাদান 'এলেথ্রিন' — যার কার্যকারিতা সারা বিশ্বে স্বীকৃত। তাই বাজে ম্যাটের খপ্পড়ে না পড়ে আজই নিন রাতদিন। রাতদিন মশাদের জ্বালায় ঠিকই, কিন্তু আপনার পয়সা জলে দেয় না। শুরু হোক—মশাহীন রাতদিন।

বিশ্ববিখ্যাত
সুমিতোমো কেমিক্যালসের
কার্যকরী উপাদান
এলেথ্রিন-সমৃদ্ধ

RAATDIN

মশা তাড়ানোর সক্রিয় ম্যাট

মশারা কুপোকাৎ রাতদিনেই বাজীমাত

কয়েকজন দলপতি

এক বিরাট মাৎস্যন্যায়

অ্যাসটেরিক্সীয় যুদ্ধ

অ্যাসটেরিক্স, ওবেলিক্স ও এটাসেটামিক্সের বুদ্ধি সকলের আশার বেশি সফল হল। পুরোহিতের জাদু-পানীয় খেয়ে গথ দলপতিরা পরস্পরের সঙ্গে অক্লান্তভাবে যুদ্ধ করতে লাগল। আমরা বোঝার সুবিধের জন্য সেই যুদ্ধের বিস্তৃত বর্ণনা দিচ্ছি।

মহাসাঙ্ঘাতিক

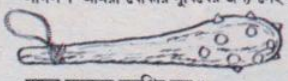

যুদ্ধের সবচেয়ে জনপ্রিয় অস্ত্র। ধ্বংসের পক্ষে উপযুক্ত।

বহুভাষিক

এই মানচিত্র দেখে যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি নির্ধারণ করা যাবে।

প্রথম বিজেতা বহুভাষিক। এক প্রতি-আক্রমণে মহাসাঙ্ঘাতিককে অবাক করে—বিং! অবশ্য এই জয় সাময়িক...

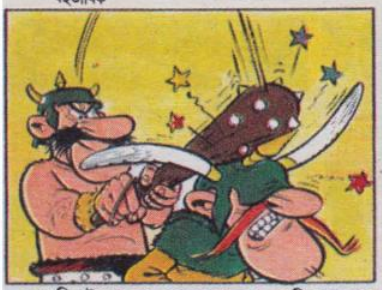

বহুভাষিক উৎসব করারও সময় পেল না। প্রতি-আক্রমণের পরেই সে পরাজিত হল লিরিকের হাতে। লিরিক নিজেকে গথদের প্রধান ঘোষণা করল, কিন্তু অন্যরা হাসছিল...

ঠিকই করছিল। কারণ লিরিকের ভগ্নিপতি স্যাটিরিক পারিবারিক পানভোজনের আসরে এক ঘায়ে লিরিককে কুপোকাত করল।

বহুভাষিক লিরিককে খুঁজছিল। কিন্তু তাকে অবাক করে মহাসাঙ্ঘাতিক দিল এক ঘা : বিং! আর অধিকাংশ সেনাবাহিনী বৃদ্ধ মহাসাঙ্ঘাতিকের পক্ষে চলে এল...

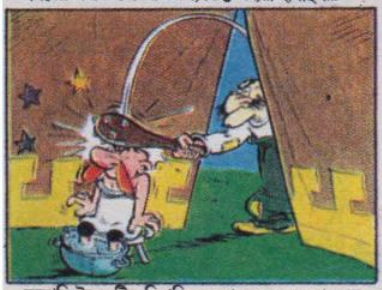

দলপতি ইলেকট্রিক ত্রিমাত্রিককে ঘায়েল করল, যখন সে পরবর্তী অভিযানের কথা ভাবছিল। ত্রিমাত্রিক শপথ নিল, সে এর প্রতিশোধ নেবে।

যখন ইলেকট্রিক নিজেকে প্রধান দলপতি ঘোষণা করছিল, তখন বহুভাষিক মহাসাঙ্ঘাতিককে পরাজিত করছিল। সকলেই প্রচুর আনন্দ পেল। মহাসাঙ্ঘাতিক পেল ভয়...

সে এত ভয় পেল যে, ত্রিমাত্রিকও তাকে ঘায়েল করল। লড়াই ছিল ছোট্ট, ত্রিমাত্রিক নিজেকে দ্রুত সম্রাট ঘোষণা করল। অন্য সম্রাটরা হাসল...

ত্রিমাত্রিক এক শিবির গড়ে তুলল। কিন্তু তাকে যুদ্ধে হারাল অনামিক, যাকে ঘায়েল করল লিরিক, যে কিনা আবার পরাজিত হল ইলেকট্রিকের কাছে।

শেষ অবধি যুদ্ধ হল বহুভাষিক ও মহাসাঙ্ঘাতিকের মধ্যে। দুম! দাম! এই যুদ্ধ অ্যাসটেরিক্সীয় যুদ্ধের সবচেয়ে বিখ্যাত পর্ব, নাম "দুই পরাজিতের যুদ্ধ"।

অর্জুনের মামণির কাছে এ এক ছোট্ট পদক্ষেপ, অর্জুনের পক্ষে এটাই এক বিরাট উত্তরণ।

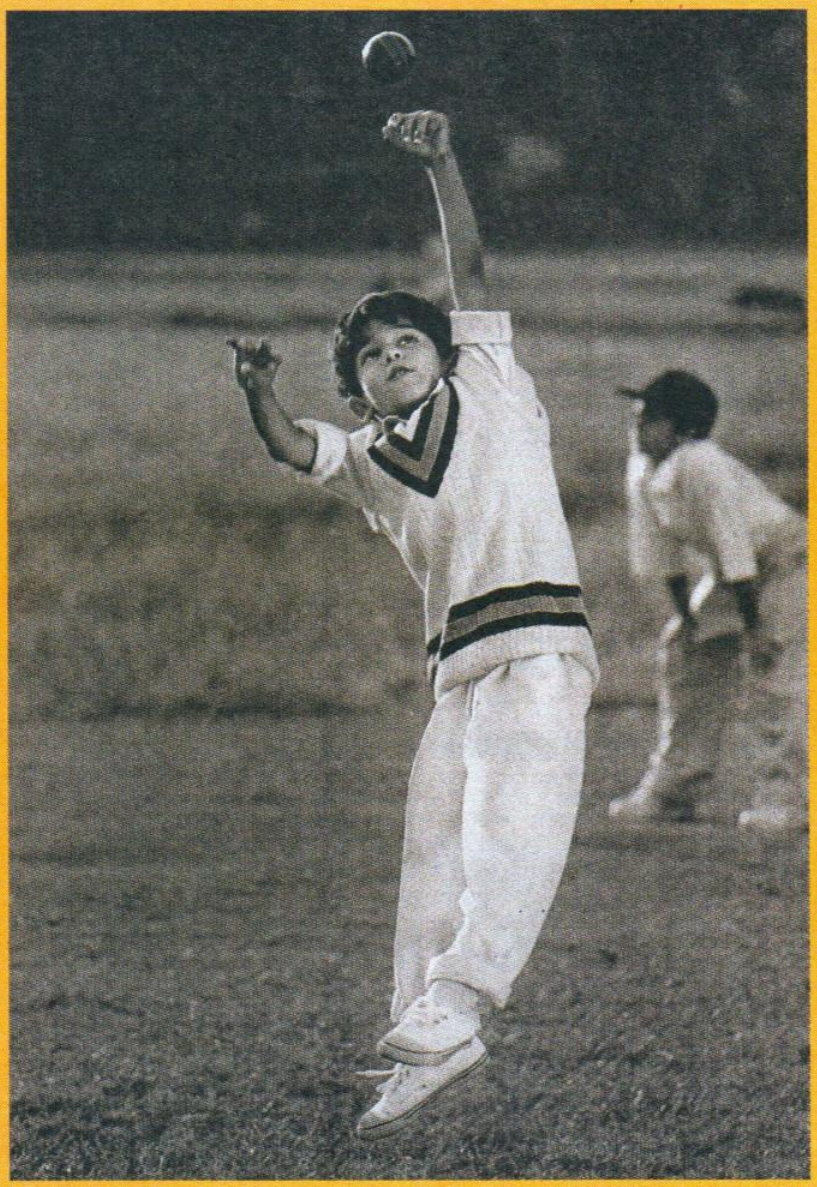

দৌড়ঝাঁপ, হৈহল্লোড় আর দল বেঁধে দাপাদাপি করার এই তো বয়স। এই বয়সেই তো হাঁটুতে আর কনুইয়ে আকছার কাটাছড়া চোখে পড়ে। এটাই হ'ল বেড়ে ওঠার বয়স। তাই সারাদিন স্কুলে পড়াশোনা আর খেলাধুলোর পরেও আপনার ছেলেপুলেদের শক্তিস্ফূর্তি তেমনই অফুরান থাকার ব্যাপারে আপনি কিক'রে নিশ্চিত হবেন?

এবিষয়ে অর্জুনের মামনির দৃষ্টান্ত মেনে চলাই হ'ল মুশকিল-আসান। কেবল একটি ছোট্ট পদক্ষেপই আপনার বাচ্চাদের আবার প্রাণবন্ত আর উচ্ছল ক'রে তুলতে পারে।

ওদের ডিম খাওয়াতে শুরু করুন।

ডিমে ভরা আছে সেরাজাতের প্রোটিন, যা আপনার বাচ্চাদের দেয় অফুরন্ত শক্তিস্ফূর্তি - শারীরিক ও মানসিক, দুইই। একইসঙ্গে এটি ভবিষ্যতের জন্যে ওদের দেহের প্রতিরোধ - ক্ষমতাও গড়ে তুলতে যারপরনাই সাহায্য করে।

এছাড়া, ডিম ভিটামিন এ দ্বারা সুসমৃদ্ধ। মানে

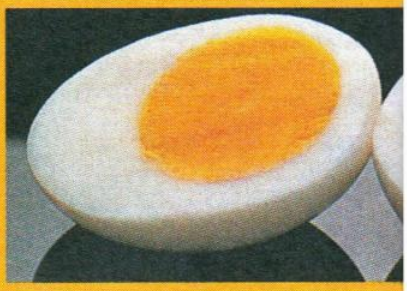

কচিকাঁচাদের দৃষ্টিশক্তি আর গায়ের চামড়ার জন্যে সত্যিই সুখবর। তারপর আছে পুরো ভিটামিন বি গ্রুপ, যা ভালো হজমশক্তি আর সুস্থসবল স্নায়ুর জন্যে আবশ্যক। আর সর্বোপরি আছে ভিটামিন ডি, যার দৌলতে বাচ্চাদের কচি হাড়গুলি আরো শক্তপোক্ত হয়ে ওঠে।

শুধু তাই নয়, ডিমে ১১ রকমের মিনের‍্যালসও আছে যা শরীরের পক্ষে একান্ত জরুরি। এটি শরীরের স্বাভাবিক ক্রিয়াপ্রক্রিয়ায় সাহায্য করে। যেমন, সুস্থ রক্তের জন্যে আয়রন, আর ভালো স্মৃতিশক্তির জন্যে ফসফরাস।

আজ থেকেই আপনার বাচ্চাদের ডিম খাওয়ানোর অভ্যেস করান। এ হ'ল এক সুস্বাদু অথচ সুষম আহার, যা প্রতিবার ওদের আরো দ্রুত উত্তরণে সাহায্য করবে।

প্রতিদিন খান ডিম, এর গুণ যে অসীম!

বয়ঃ সন্ধির বিকাশ সাধারনতঃ ১২ বছর বয়সের পর থেকেই শুরু হয়। এসময় আপনার ছেলেমেয়েদের বাড়বৃদ্ধি ও শক্তিস্ফূর্তির জন্যে চাই আরো বেশি ফাইবার ও কার্বোহাইড্রেটস।

একটি মেধাবী শিশুকে কখনো আরো ভালো করবার চাপ দেবেন না। এতে শুধু ওর মানসিক অস্থিরতা ও টানাপোড়েনের সৃষ্টি হয়।

অনেকসময় কিশোরবয়সী ছেলেমেয়েরা "বড় হতে" ভয় পায়। ওদের সঠিক সহায়তা দিয়ে বোঝবার চেষ্টা করুন; এমনকি আপনার কথা ওরা শুনতে চাইছে না মনে হলেও আশা ছাড়বেন না।

NECC
ন্যাশনাল এগ কোঅর্ডিনেশন কমিটি

Enterprise/NECC/24/B

ওই যে সীমানা !
রোস্টের গন্ধ পাচ্ছি ! উমম উমম
?!
গল রোমান সাম্রাজ্য
দাঁড়াও ! কে যায় ?
আহা, কী আনন্দ !
জার্মানি
প্যাফ !
নিজেদের লোকের সঙ্গে দেখা হল !
এইজন্যই গ্রামে ফিরতে চাই ।
?
দলপতি হুজুর ! আক্রমণ !
!?!
গথ ?
না, গল ।
গলেরা গল আক্রমণ করছে ? এরকম পাগলের মতো করো আর ভাবো আমারও মাথাখারাপ ?!!
সাতদিনের জেল, দশদিনের ফাঁসি !
কিন্তু...
অবশেষে, গল দেশ অতিক্রম করে...
আমাদের গ্রাম !

নিবেদন করা হচ্ছে

COTY

VitaCare

আপনার স্বাস্থ্য ঝলমল, লাবণ্যময়, সুন্দর ত্বকের দিকে যখন সবাই মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে দেখে - আনন্দ-বিস্ময় মেশা এক অদ্ভুত শিহরণ ছড়িয়ে যায় দেহে মনে। তাই না? কোটি ভিটাকেয়ার আপনার ত্বককে আরো সুন্দর করে তোলে - স্বাস্থ্যের অনুপম দীপ্তিতে।

একমাত্র কোটি ভিটাকেয়ার ময়শ্চারাইজারেই আছে ভিটাসোমস্ - যা হল ভিটামিন A,C,E এবং প্রো-ভিটামিন B^5-এর এক বিশেষভাবে প্রস্তুত সুষম সমাবেশ। যা ত্বকের গভীর স্তরগুলোতেও অনায়াসে পৌঁছে দেয় ভিটামিনের পুষ্টি। তাই আপনাকে দেখায় আরো স্বাস্থ্যোজ্জ্বল, আরো তরুণ ... যে তারুণ্য বজায় থাকে বহু সময় ধরে। আর তারুণ্য ও সৌন্দর্যের যাদুস্পর্শে আপনাকে যখন অপরূপ দেখায়, তখন মনটাও যে হয়ে ওঠে সজীব, অপরূপ।

কোটি ভিটাকেয়ার।
ত্বকের স্বাস্থ্যই ত্বকের সৌন্দর্য।

B^5 A C E

ভিটাকেয়ার সম্ভারে আছে :
ক্লিনজার্স (ক্লিনজিং কনসেন্ট্রেট, ক্লিনজিং ফোম), টোনার এবং ময়শ্চারাইজার্স (তৈলহীন /প্রতিদিন/ শীতকাল)।

BIPL : 0207 Ben

সবাই কোথায় ?
সব চুপ !
হ্যাঁ হে ! সব কোথায় গেলে ?
অ্যাসটেরিক্স ! ওবেলিক্স ! এটাসেটামিক্স !
বেঁচে আছে !
গথ দেশ থেকে ফিরেছে !
উনিশবিক্সের সঙ্গে দেখা হতে সে যা বলল, তাতে ধরেই নিয়েছিলাম তোমরা চিরকালের জন্য হারিয়ে গেছ ! শোকপালন করছিলাম।
আমরা ধন্য, দলপতি !
বন্ধুদের সম্মানে উৎসব করা হোক !
আমি গান বাঁধছি !
সেদিন রাতে পান-ভোজন, হাসি-মজার সঙ্গে-সঙ্গে নতুন অভিযানের গল্পটি বলা হল, কিন্তু আমরা তা আগেই জানি ! সুতরাং আপাতত বিদায়...তবে শিগ্‌গিরিই ফিরে আসব !
তারপর অ্যাসটেরিক্স বলল— শেকল খুলে গেছে ! হি হি ! হা হা !
ওকে আর-একটা রোস্ট দাও। না হলে পুরো গল্পটা আবার বলবে !
সমাপ্ত

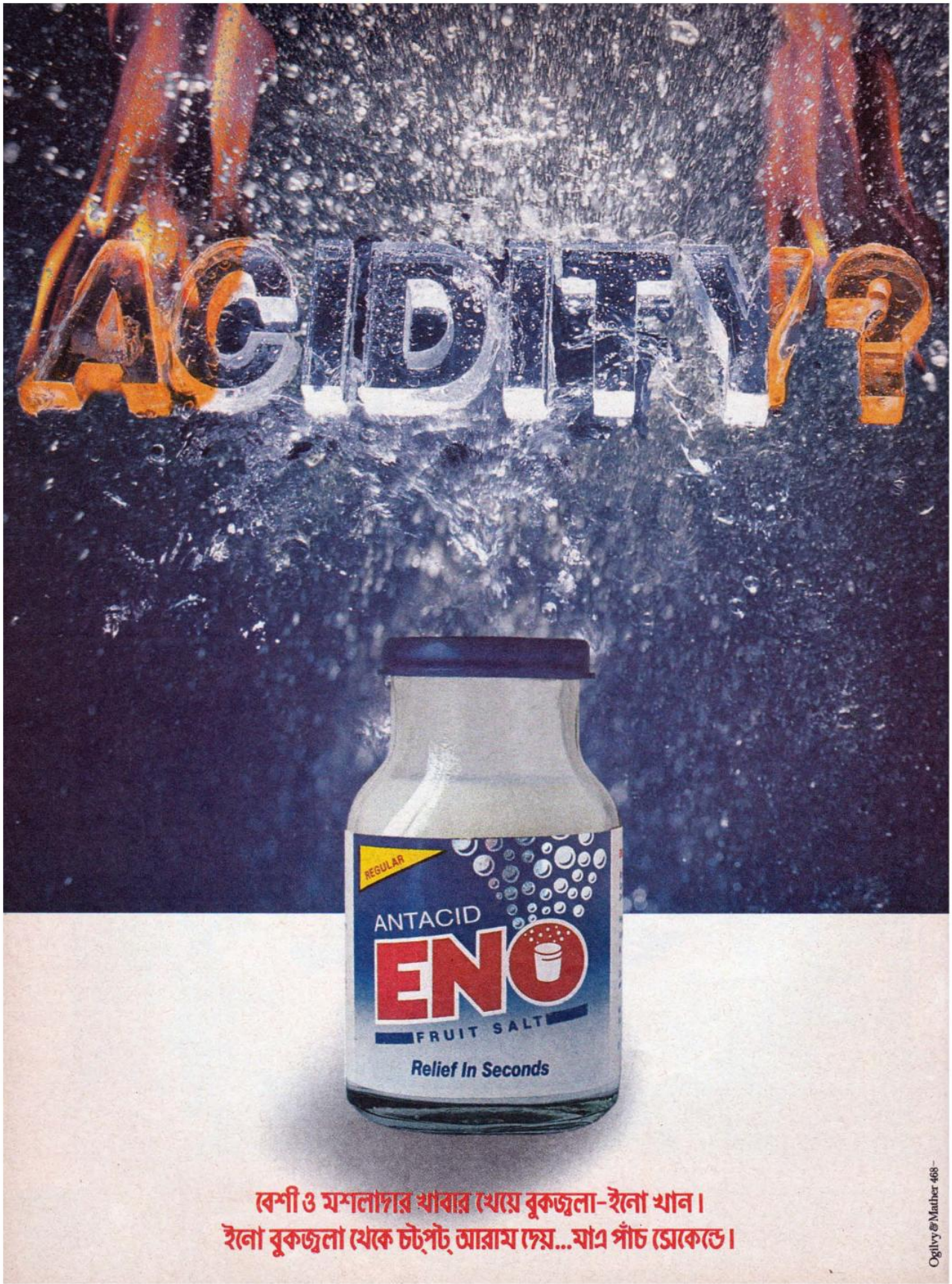

ACIDITY?
REGULAR
ANTACID
ENO
FRUIT SALT
Relief In Seconds
বেশী ও মশলাদার খাবার খেয়ে বুকজ্বলা–ইনো খান।
ইনো বুকজ্বলা থেকে চট্‌পট্‌ আরাম দেয়...মাত্র পাঁচ সেকেন্ডে।
Ogilvy & Mather 468

কুড়ি কোটি বছর ধরে টিকে আছে টুয়াটারা

আদিম যুগের সরীসৃপ টুয়াটারা কোটি-কোটি বছর ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে নিউজিল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জে। লিখেছেন সুমা বন্দ্যোপাধ্যায়

হ্যাঁ 'টুয়াটারা'রা আজও আছে, বইয়ের পাতায় বা পোস্টারে ছবি হয়ে নয় সশরীরে। তারা এখনও এই পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অনেকের মনেই কৌতূহল, টুয়াটারা আবার কী জিনিস ? আর তার থাকা না থাকাতে কীই-বা যায়-আসে ! আসলে টুয়াটারা হল সেই আদিম যুগের সরীসৃপ, যার পূর্বপুরুষরা ট্রায়াসিক, জুরাসিক আর ক্রেটেশিয়াস যুগের বিশাল ডাইনোসরদের সঙ্গে পৃথিবী দাপিয়ে বেড়াত। প্রায় ২০ কোটি বছর আগে পৃথিবীতে এলেও এদের জীবনযাত্রায় তেমন কোনও পরিবর্তন আসেনি আজও।

টুয়াটারাদের দেখতে পাওয়া যায় নিউজিল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জে। নিউজিল্যান্ডের কিছু দ্বীপে লক্ষ-লক্ষ বছর ধরে গিরগিটির মতো দেখতে এই সরীসৃপরা রাজত্ব করে এসেছে। তারপর এল সভ্য মানুষ। ১৬৪২ খ্রিস্টাব্দে ডেনমার্কের ভূপর্যটক তাসমান নিউজিল্যান্ড আবিষ্কার করলেন। তার প্রায় ১২৫ বছর পর ক্যাপ্টেন কুকের নেতৃত্বে এদেশে উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টা হল। দলে-দলে এল মানুষ, আর তার সঙ্গে এল শূকর, ভেড়া, কুকুর, বেড়াল। মোয়া আর ডোডো পাখিদের মতো টুয়াটারাদের সংখ্যাও কমে যেতে লাগল। নিউজিল্যান্ড সরকার টুয়াটারাদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে করতেই বড়-বড় দ্বীপগুলি থেকে হারিয়ে গেল ওরা। বে অব প্লেন্টি-র ২০-২২টি দুর্গম পাথুরে অরণ্যময় দ্বীপে এখন টুয়াটারারা টিকে আছে। কিছুদিন আগে এদের সংখ্যা ২২ হাজার বলা হলেও এখন কত, তার খোঁজ কেউ রাখেন না। একনজরে গিরগিটির মতো মনে হলেও এখনকার টিকটিকি গিরগিটিদের চেয়ে এর পার্থক্য প্রচুর। ওদের চেয়ে টুয়াটারাদের মাথা বেশ বড় আর মজবুত। মুখের ওপর মাথায় আছে নাকের দুটো ফুটো। তবে বহিঃকর্ণ নেই। কোদালের মতো বাঁকানো ওপরের দিকের সামনের দাঁতগুলির জন্য দূর থেকে মুখটা অনেক সময় পাখির ঠোঁটের মতো দেখায়। সেইজন্যই বোধ হয় সরীসৃপদের এই বর্গটির নাম 'চঞ্চুমস্তক' বা 'রিঙ্কোসেফালিয়া'। এদের সমস্ত শরীর আঁশে ঢাকা। পিঠের দিকে ঘাড় থেকে লেজ অবধি আছে একসারি ফলক। আসলে ওপরদিকের বড় আঁশগুলি এইভাবে ঠেলে এসেছে বর্মের মতো। চার পায়ের প্রতিটি থাবায় তীক্ষ্ণ নখযুক্ত পাতলা পরদা দিয়ে সামান্য জোড়া পাঁচটা করে আঙুল। টিকটিকিদের মতো টুয়াটারাদের লেজ খসে গেলে গজাতে খুব দেরি হয়।

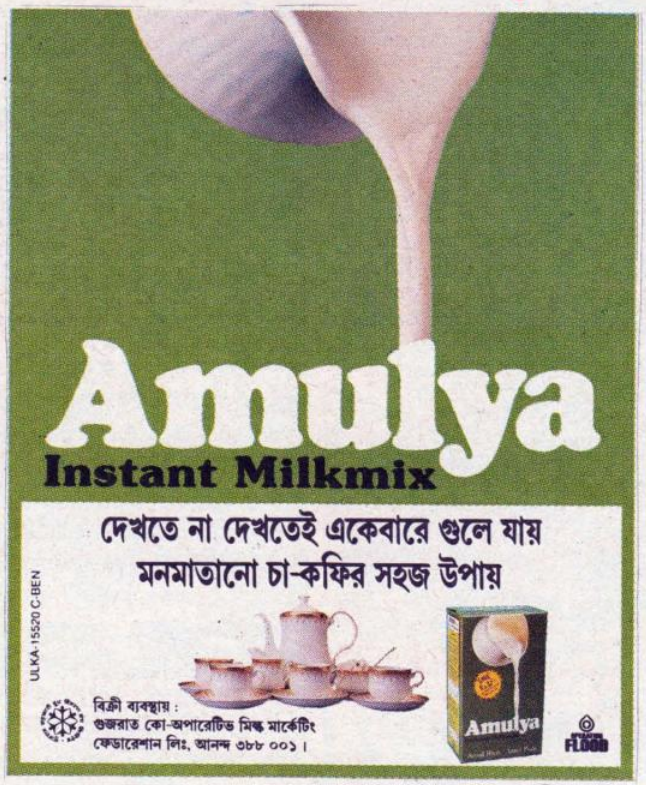

প্রায় দু' ফুট লম্বা অনেকটা কুমিরের মতো কঠিন আঁশ দিয়ে ঢাকা এই সরীসৃপদের রং কখনও কালচে-বাদামি কখনও বা জলপাই-সবুজ। অনেক সময় এর ওপর লাল-লাল ছোপও থাকে। প্রতিটি আঁশের মাঝখানে থাকে গাঢ় হলুদ বিন্দু। অল্প বয়সে ফিকে হলুদ, যৌবনে গাঢ় এবং বয়স বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে কেমন যেন ফ্যাকাসে হয়ে যায়। তবে রঙে নয়, এদের বৈশিষ্ট্য হল চোখে। কুমিরের মতো মাথার দু'পাশে দু'টি চোখ ছাড়াও রূপকথার প্রাণীদের মতো এদেরও আছে তৃতীয় নয়ন। তিন নম্বর চোখটি থাকে মাথার ওপর, কপালের ঠিক মাঝখানে। এর সঠিক কাজ আজ পর্যন্ত জানা

রেস্তোরাঁর ম্যাজিক... এখন বাড়িতেই!

সানরাইজ মশলা চট্‌জলদি...রেডী-মিক্স্...দারুন সোজা...

রেস্তোরাঁর ম্যাজিক বাড়িতেই? ঠিক তাই। আমরা সম্ভব করেছি! আমিষ কি নিরামিষ—সেই জিভে জল আনা স্বাদ—লোভনীয় রকমারি রান্না—এখন বাড়িতে রেঁধে ফেলা কি সোজা। আর এ হ'ল সানরাইজ মশলার ম্যাজিক!

● চিকেন তন্দুরী মশলা ● আলুদম মশলা ● মীট মশলা ● ছোলা মশলা ● পাও ভাজী মশলা ● সাম্বার মশলা ● সব্জী মশলা ● নুডুলস্ মশলা ● গরম মশলা ● জিরা কুল (জল জিরা) ● চাট মশলা ● মুড়ি মশলা ● ফিস্ মশলা ● বিরিয়ানী-পোলাও মশলা ● শাহী গরম মশলা ● কাসুরী মেথী ● কাশ্মীরী মির্চ ● তরকা মশলা ● আমচুর...

এছাড়া, সানরাইজ-এর অন্যান্য মশলা যেমন, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, গোলমরিচ গুঁড়ো, বছরের পর বছর ধরেই সুগৃহিনীদের সঙ্গী।

এখন বাংলাদেশেও পাওয়া যাচ্ছে

সানরাইজ মশলা

সানরাইজ স্পাইসেস প্রাঃ লিঃ
৪৬ পাথুরিয়াঘাট স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০০৬
ফোন: ২৩৯ ৪১৮৭/৮৩০১/৯২৬৭
ফ্যাক্স: ২৩৯ ৩১৬৩

রকমারি... তাড়াতাড়ি—খাও ধীরে সুস্থে

না গেলেও পাতলা চামড়া দিয়ে ঢাকা এই চোখের 'রেটিনা' ও 'লেন্স' আছে। একটি স্নায়ুতন্তু দিয়ে এটি মস্তিষ্কের সঙ্গে যুক্ত।

আজ থেকে ২২ কোটি বছর আগে মেসোজয়িক মহাযুগের গোড়ার দিকে ট্রায়াসিক যুগে সরীসৃপ শ্রেণীর রিঙ্কোসেফালিয়া বর্গের ডাইনোসররা পৃথিবীতে আসে। ওই সময়েই এই বর্গের স্ফেনোডন্টিডা গোত্রের স্ফেনোডন গণে টুয়াটারার আবির্ভাব। আদিম সেই টুয়াটারা-রা লম্বায় ছিল প্রায় ছ' ফুটের কাছাকাছি। স্তন্যপায়ীদের আবির্ভাবে বেচারিদের দাপট ও দৈর্ঘ্য দুই-ই কমতে-কমতে ছোট্ট হয়ে গেছে। বিশেষ ধরনের বাঁকানো দাঁতের জন্য এই প্রজাতিটির বৈজ্ঞানিক নাম 'কীলবদন্তী' বা 'স্ফেনোডন পাংকটাটাস'। পরবর্তীকালে ট্রায়াসিক যুগের শেষের দিকে এসেছে এই বর্গেরই ইয়াংগিনা, জুরাসিক যুগে হোমিওসরাস। তবে এসেছে, আবার নিঃশেষও হয়ে গেছে। ডারউইনের মতে, ওই হারিয়ে যাওয়া প্রাণীরা অযোগ্যের দল। কিন্তু এদেরই পাশাপাশি টুয়াটারা সেই ডাইনোসরদের স্বর্ণযুগ থেকে প্রলয়কাল পার করেও কীভাবে যেন নিউজিল্যান্ডে ২০ কোটি বছর ধরে আজও টিকে আছে।

জীববিজ্ঞানের সূত্র অনুযায়ী একটি বর্গ বা গোত্রের একটিমাত্র প্রজাতি জীবিত থাকলে তাকে বলে 'জীবন্ত জীবাশ্ম'। সেই অনুযায়ী টুয়াটারারা ডাইনোসরদের জীবন্ত জীবাশ্ম। কীভাবে এরা থেকে গেল নিউজিল্যান্ডে? তা জানতে হলে আবার আমাদের পেছনে ফিরে যেতে হবে। মেসোজয়িক মহাযুগের প্রথমদিকে এখনকার মহাদেশগুলি জোড়া ছিল একসঙ্গে, তখন তার নাম ছিল প্যাঞ্জিয়া। এর পর বিভিন্ন ভূবৈজ্ঞানিক কারণে মহাদেশগুলি ভাগ হওয়ার সময় কয়েকটা টুকরো ছিটকে তৈরি হল আজকের নিউজিল্যান্ড। বহু সহস্র বছর নিউজিল্যান্ডে কোনও স্তন্যপায়ী প্রাণী ছিল না। ফলে বিবর্তনের গতি শ্লথ হয়ে যাওয়ায় দক্ষিণ আমেরিকার গালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জের মতোই নিউজিল্যান্ড হয়ে উঠল বহু বিচিত্র প্রাণীর বাসভূমি। ওদেশে একসময় ছিল মোয়ার মতো দৈত্যাকায় বা ডোডোর মতো অদ্ভুত ধীরগতির শান্ত স্বভাবের পাখি। ওরা হারিয়ে গেলেও টুয়াটারারা আজও টিকে আছে।

এরা নিশাচর প্রাণী, থাকে গর্তের মধ্যে। হ্যাঁ, আশ্চর্য হলেও সত্যি, টুয়াটারারা দক্ষিণ মহাসাগরের একধরনের জলচর পাখি পেট্রেলের সঙ্গে একই বাসায় থাকে ভাগাভাগি করে। বাসা তৈরি করে কখনও বা পেট্রেল, কখনও টুয়াটারা। এর পর? টুয়াটারা সারাদিন ঘুমিয়ে কাটায় আর পেট্রেল সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত খাবারের খোঁজে ঘুরে বেড়ায়। সন্ধেবেলা পেট্রেল বাড়িতে ফেরার আগেই টুয়াটারা বেরিয়ে পড়ে শিকারের খোঁজে। 'কুঁড়ের বাদশা' টুয়াটারা পেট্রেলের ডিম আর ছোট্ট বাচ্চাদের খুব পছন্দ করে। তবে সাধারণত টুয়াটারার খাদ্য ফড়িং, মথ, গুবরে পোকা থেকে সবরকমের পোকামাকড়, কেঁচো, শামুক ইত্যাদি। এদের বাড়বৃদ্ধি খুব ধীরে-ধীরে হয়। প্রায় ৫০ বছর বয়সে এরা যৌবন লাভ করে। বেঁচে থাকে ২০০-২৫০ বছর, তবে বিজ্ঞানীরা আজও টুয়াটারাদের বয়সের হিসেব করতে পারেননি সঠিকভাবে। স্ত্রী-টুয়াটারা ডিম পাড়ে নভেম্বর-ডিসেম্বরে। গর্তের মধ্যে ১০-১৫টা ডিম পেড়ে পাতা চাপা দিয়ে রেখেই বাবা-মায়ের দায়িত্ব শেষ। ডিম ফুটে গোলাপি রঙের ছোট্ট বাচ্চা বেরোতে সময় লাগে প্রায় ১৫ মাস। পৃথিবীতে কোনও প্রাণীরই ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোতে এত দীর্ঘ সময় লাগে না।

১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ প্রাণিবিজ্ঞানী ডাঃ জন এডওয়ার্ড গ্রে প্রথম টুয়াটারাকে চিহ্নিত করেন। তবে নিউজিল্যান্ডের আদিবাসী মাওরি-রা অনেকদিন আগে থেকেই এদের চিনত। মাওরি ভাষায় টুয়াটারা শব্দের অর্থ, 'মেরুদণ্ড যুক্ত'। টুয়াটারাকে ওরা মনে করে 'অগ্নিদেবতার বাহন'।

অরণ্যদেব লি ফক

নড়িস না, ডেভিল। ঝাঁপ দিচ্ছি !
??!

উন্মাদ ... নিষিদ্ধ দ্বীপে যাচ্ছে ?
মিঃ, ওয়াকার * আপনি কে, জানি না তবে নিরাপদে থাকুন।
??
★ চলমান অশরীরী

অরণ্যদেব ! অরণ্য-দেব।
নিখুঁত লক্ষ্যে, ডেভিল। তা, তোমরা কেমন আছ ?

মুটি দ্বীপে নিয়ে যাব ? আমরা বলি "মৃত্যুদ্বীপ"!
নিষেধ আছে। ওখানকার মাটি ছোঁব না।
আমাকে দ্বীপের কাছে পৌঁছে দাও।

কাছে এসে গেছি। ধন্যবাদ তোমাদের।

চেয়েছিলাম, মোরিরা আমাদের দেখুক। ফেরার সময় দরকার হবে।

ভাবছি, লেস্‌লিরা কী দেখে ভয় পেয়েছে ?বিশাল বড় ... কী সেটা ?
বিরাট ? কিন্তু ওই ফুলগুলো ?

ফুল ... এরকম দেখতে ? অদ্ভুত ! উঃ ! কী এটা ?!
গ র র র
(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

এবারের ফুটবল মরসুমে নজর কেড়েছেন নিমা ভুটিয়া।

লিখেছেন **শুভম রায়**

সাড়া জাগিয়েছেন নিমা ভুটিয়া

কলকাতার মাঠে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন পাহাড়ের ছেলে নিমা ভুটিয়া

গত বছর লিগে ইস্টবেঙ্গল খেলছে পিয়ারলেস দলের বিপক্ষে। এক গোলে এগিয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল। এই-সময়েই পিয়ারলেসের এক ছোটখাটো চেহারার ফরওয়ার্ড দুর্দান্ত খেলতে শুরু করেন। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই একটি নয়, দু-দুটি গোল করে পিয়ারলেসকে এগিয়ে দেন এই ফুটবলারটি। ইস্টবেঙ্গলের ডিফেন্স এবং সমর্থকদের ভয়ের কারণ হয়ে ওঠেন তিনি। শেষপর্যন্ত অবশ্য ইস্টবেঙ্গল ম্যাচটি জেতে। ফুটবলপ্রেমী দর্শকরা কিন্তু ভুলতে পারেননি তরুণ ফুটবলার নিমা ভুটিয়াকে। সেই সময় পিয়ারলেসের কোচ ছিলেন প্রাক্তন জাতীয় ফুটবলার সাব্বির আলি। তিনি বলেছিলেন, "নিমা অত্যন্ত সুযোগসন্ধানী ফুটবলার। পায়ে চমৎকার খেলা আছে। ও কলকাতার মাঠে দাঁড়িয়ে যাবেই।" সাব্বির আলির ভবিষ্যদ্বাণী মিলে গেছে। যে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে গত বছর নিমা গোল দেন, সেই ক্লাবেরই তিনি এখন এক নির্ভরযোগ্য ফুটবলার। বাইচুং ভুটিয়ার মতো নিমাও এসেছেন সিকিমের গ্যাংটক থেকে। এই মরসুমের গোড়ার দিকে তেমন খেলার সুযোগ পাননি। কিন্তু ধৈর্য হারাননি নিমা। লিগে পরের দিকে সুযোগ পেয়েই নিজের দক্ষতা দেখাতে থাকেন। মহমেডানের বিপক্ষে দুটি দুর্দান্ত গোল করেন তিনি। তাঁর সাহসের প্রশংসা করেছেন ইস্টবেঙ্গলের কোচ নঈমুদ্দিন। বিপক্ষের পেনাল্টি বক্সের মধ্যে বল পেলে তাঁকে আটকানো খুবই মুশকিল। হেডে কয়েকটি চমৎকার গোল করেছেন নিমা। তাঁর হেডিং দক্ষতার প্রশংসা করেছেন অনেক বিখ্যাত কোচও। ভারতের এখন এক নম্বর ফুটবলার বাইচুং ভুটিয়াও নিমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বলেছেন, "সুযোগ পেলে নিমা নিশ্চয়ই ওর ক্ষমতা দেখাবে। সুযোগ পাওয়াটাই আসলে বড় কথা।" বাইচুং এবং নিমা খুব বন্ধু। মাঠে অনেকে তাঁকে 'বড় ভুটিয়া' বলে ডাকেন। নিমা নিজে বলেন, বয়সে তিনি বড় হলেও বাইচুং খেলায় অনেক বড়। ভারত কেন, ইউরোপের যে-কোনও দেশেই তিনি খেলার যোগ্যতা রাখেন।

নিমা ভুটিয়া ফোটো : রাজীব বসু

বাইচুংসহ ইস্টবেঙ্গলের বেশ কয়েকজন ফুটবলার যখন জাতীয় দলের হয়ে বিদেশে খেলতে গিয়েছিলেন, সে-সময়ই নিমার ওপর ভরসা রাখেন ইস্টবেঙ্গলের কোচ। পাহাড়ের ছেলে নিমা কঠোর পরিশ্রমে অভ্যস্ত। তাই এখানে পরিশ্রম করেই নিজেকে তৈরি করে রাখছিলেন। শেষপর্যন্ত তাঁর খেলায় তিনি সন্তুষ্ট করতে পেরেছেন ইস্টবেঙ্গলের কোচ এবং সমর্থকদের। তাঁর দুরন্ত গতি, নিখুঁত সময়জ্ঞান, গোলক্ষুধা, হেডিং দক্ষতা, পায়ের কাজ সত্যিই প্রশংসনীয়। নিমা অবশ্য এখনও নিজের পারফরম্যান্সে খুশি নন। বলেছেন, "এই তো সবে সুযোগ পেলাম। এখনও অনেক ম্যাচে ভাল খেলতে হবে। তখনই বোঝা যাবে আমার দক্ষতা।" নিমা যাই বলুন, তিনি যে কলকাতার মাঠে সাড়া ফেলেছেন তা এখনই বলা যায়। বাইচুং ভুটিয়ার ছায়ায় নয়, নিজের যোগ্যতাতেই এখনকার এক সেরা ফুটবলারের সম্মান পাচ্ছেন নিমা ভুটিয়া।

খেলাধুলোয় এই একটি বছর

ঘটনাবহুল ১৯৯৫। খেলাধুলোর দুনিয়ায় ঘটে গেছে নানা চমক, বহু উত্থান-পতন। লিখেছেন প্রতাপ জানা

মোজেস কিপতানুই

দেখতে-দেখতে শেষ হয়ে এল একটি বছর। এখন বছর-শেষের সালতামামি। খেলাধুলোর দুনিয়ায় ১৯৯৫ সালে ঘটে গেছে নানা বিচিত্র ঘটনা, অনেক উত্থান-পতন। ঘটনাবহুল এই বছরটিকে অনায়াসে চিহ্নিত করা যায় চ্যাম্পিয়ানদের পরাজয় আর অঘটনের বছর হিসেবে। দিয়েগো মারাদোনা, মাইকেল জর্ডন, মাইক টাইসন ও মোনিকা সেলেস-রা স্বমহিমায় আবার ফিরে এসেছেন। বিশ্ব অ্যাথলেটিকস্, বিশ্ব ব্যাডমিন্টন এবং বিশ্ব টেব্‌ল টেনিস চ্যাম্পিয়ানশিপ, বিশ্ব দাবার খেতাবি লড়াই ও কোপা আমেরিকা ফুটবলের মতো নজর-কাড়া খেলাধুলোর আসরগুলি বসেছে এই বছরটিতে। এ ছাড়া বাৎসরিক টুর্নামেন্টগুলি ছিলই। ক্রিকেট এবং বক্সিং জগতেও ঘটেছে স্মরণীয় কয়েকটি ঘটনা। এই বছরটিতে বিশ্ব ফুটবলের সবচেয়ে বড় ও নজর-কাড়া আসর ছিল কোপা আমেরিকা কাপ টুর্নামেন্ট। গতবারের চ্যাম্পিয়ান আর্জেন্টিনা এবার পুরনো খেতাব ধরে রাখতে পারেনি। নতুন শক্তি হিসেবে দেশের মাটিতে আয়োজিত এই টুর্নামেন্টে বিজয়ী হয়েছে উরুগুয়ে, ফাইনালে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান ব্রাজিলকে টাই ব্রেকার-এ হারিয়ে। এই টুর্নামেন্টে উরুগুয়ের অধিনায়ক ও বর্ষীয়ান মিডফিল্ডার এঞ্জো ফ্রান্সেসকোলি আবার নতুন করে নিজেকে চিনিয়ে দিয়েছেন। এই আসরে কলম্বিয়ার তৃতীয় স্থান পাওয়া আর-এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বিশ্বকাপে ব্যর্থ কলম্বিয়ার এই উত্থানের তাৎপর্য আছে। ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়ানস কাপ টুর্নামেন্টে শীর্ষস্থান থেকে এবার ছিটকে গেছে ইতালির এ.সি. মিলান। ফাইনালে তরুণ প্রতিভা প্যাট্রিক ক্লুইভার্টের গোলে এ.সি. মিলানকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ান হয়েছে আয়াখ্‌স আমস্টারডাম।

এইসঙ্গে বিদায়লগ্নে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিলেন আয়াক্স ও হল্যান্ডের সুপার ফুটবলার ফ্রাঙ্ক রাইকার্ড। দুটি ভিন্ন ক্লাবের হয়ে চ্যাম্পিয়ানস কাপ জয়ের অনন্য রেকর্ড তৈরি করার পরই তিনি ফুটবলকে বিদায় জানিয়েছেন। এক সময় তিনি যে ক্লাবে খেলতেন, ফাইনালে তাদের হারিয়েই ট্রোফি জয়ের দুর্লভ কৃতিত্ব নিয়েও সরে গেছেন ফ্রাঙ্ক রাইকার্ড। ফুটবলকে বিদায় জানিয়েছেন হল্যান্ডের অন্য একজন তারকা মার্কো ভ্যান বাস্তেনও। ইতালি লিগে নতুন তারকা হিসেবে ফুটে উঠেছেন ইতালি ও জুভেন্তাসের খেলোয়াড় আলেকসান্দ্রো দেল পিয়েরো। পিয়েরোকে ইতিমধ্যেই বলা হচ্ছে 'ইতালির প্লাতিনি'। তাঁকে নিয়ে এখন হইচই হচ্ছে বিস্তর। এদিকে আগামী বছর ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিতব্য ইউরোপিয়ান ফুটবল চ্যাম্পিয়ানশিপের বাছাই পর্বের খেলা শেষ হয়ে গেছে।

প্রি-ওলিম্পিক ফুটবলে ভারত যথারীতি ব্যর্থ। মহিলা ফুটবলে বিশ্বকাপ জিতেছে নরওয়ে। টেস্ট ক্রিকেটে ওয়েস্ট ইন্ডিজের একাধিপত্য এখন আর নেই। ১৯৭৯-'৮০ মরসুমের সেই বিতর্কিত নিউজিল্যান্ড সফরের পর থেকে ২৯টি টেস্ট সিরিজে অপরাজিত থাকার পর ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবার নিজেদের মাটিতে পরাজিত হয়েছে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ১-২ তে। অস্ট্রেলিয়া পাকিস্তানের বিপক্ষেও টেস্ট সিরিজ জিতেছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের নামকরা সাংবাদিক টনি কোজিয়ারের মতে, "একটি যুগের অবসান হয়েছে।" এর পর ওয়েস্ট ইন্ডিজ ইংল্যান্ড সফরে টেস্ট সিরিজ ড্র করেছে(২-২)। এই পরিপ্রেক্ষিতে এ-কথাও উঠেছে যে, ওয়েস্ট ইন্ডিজের দুর্ধর্ষ পেস বোলিংয়ের ধার বুঝি কমতির দিকে। ব্যতিক্রম শুধু কোর্টনি ওয়ালশ। যত দিন যাচ্ছে, ততই যেন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছেন তিনি। ৩০০ টেস্ট উইকেটের বাধা পার হয়েছেন কোর্টনি ওয়ালশ। কম্পিউটার র‍্যাঙ্কিংয়ে এখনও শীর্ষে আছেন ব্রায়ান লারা। লারা তাঁর ফর্ম মোটামুটিভাবে ধরে রেখেছেন। চমৎকার উত্থান ঘটেছে শ্রীলঙ্কা দলের। প্রথমে নিউজিল্যান্ডে এবং তারপরে পাকিস্তানে টেস্ট সিরিজ জয় করেছে শ্রীলঙ্কা। পাকিস্তানের মাটিতে জিতেছে একদিনের সিরিজও। পাকিস্তান ও ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে শারজায় জিতেছে সিঙ্গার কাপ। শ্রীলঙ্কা দলের এই চমৎকার সাফল্যের পর রিচার্ড হ্যাডলি বলেছেন, "আসন্ন বিশ্বকাপে আমার ফেভারিট শ্রীলঙ্কা।" দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট সিরিজ জিতেছে পাকিস্তানের বিপক্ষে। জিম্বাবোয়ের বিপক্ষে উপভোগ্য লড়াইয়ের পর টেস্ট সিরিজ জয় করেছে পাকিস্তান। ভারত টেস্ট সিরিজ দখল করেছে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে। জিতেছে শারজায় এশিয়া কাপও। সিধু, তেন্ডুলকর, শ্রীনাথ ও কুম্বলে এই সুবাদে আরও উজ্জ্বল হয়েছেন। হিরওয়ানির গৌরবময় প্রত্যাবর্তন ঘটেছে। আবির্ভাব টেস্ট সিরিজে দারুণ চমক দেখিয়েছেন ইংল্যান্ডের ডমিনিক কর্ক। পাঁচটি টেস্টে পেয়েছেন হ্যাট্রিক সহ ২৬টি উইকেট, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে। অস্ট্রেলিয়ার শেন ওয়ার্ন ক্রমেই আরও অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠছেন। টেনিসে এবারও শীর্ষস্থান রয়েছে পিট সাম্প্রাস ও স্টেফি গ্রাফের। দুটি গ্র্যান্ড স্লাম খেতাব উইম্বলডন ও ইউ এস ওপেন টুর্নামেন্ট সাম্প্রাস জিতেছেন এ-বছর। ফরাসি ওপেনে বাজিমাত করেছেন ক্লে কোর্ট স্পেশ্যালিস্ট অস্ট্রিয়ার টমাস মুস্টার। দারুণভাবে এ-বছর উঠে এসেছেন টমাস মুস্টার। এ টি পি ক্রমপর্যায়ে ১৩ নম্বর স্থান থেকে তিনি চলে এসেছেন তিন নম্বর স্থানে, অর্থাৎ সাম্প্রাস ও আগাসির পরেই স্থান আছে টমাস মুস্টারের। আন্দ্রে আগাসি জিতেছেন অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের খেতাব। বছরের সেরা আবিষ্কার অস্ট্রেলিয়ার 'স্কাড' মার্ক ফিলিপাওসিস। ইতিমধ্যে এই ১৮ বছরের তরুণ এ টি পি র‍্যাঙ্কিংয়ে ৬৩ নম্বর স্থান থেকে উঠে এসেছেন ৩২ নম্বরের জায়গায়। মেয়েদের বিভাগে এখনও এক নম্বরে রয়েছেন স্টেফি গ্রাফ। জিতেছেন ফরাসি ওপেন, উইম্বলডন ও ইউ এস ওপেনের খেতাব। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের খেতাব জিতেছেন মেরি পিয়ার্স। ডেভিস কাপের ফাইনালে উঠেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া। ভারত এবার ডেভিস কাপের ওয়ার্ল্ড

বাস্তেন

ফ্রাঙ্ক রাইকার্ড

গ্যারি কাসপারভ ও বিশ্বনাথন আনন্দ

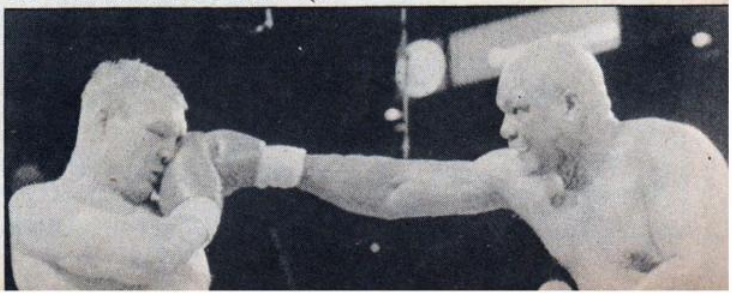

জর্জ ফোরম্যান (ডান দিকে) ও অ্যাঞ্জেল শুলজ

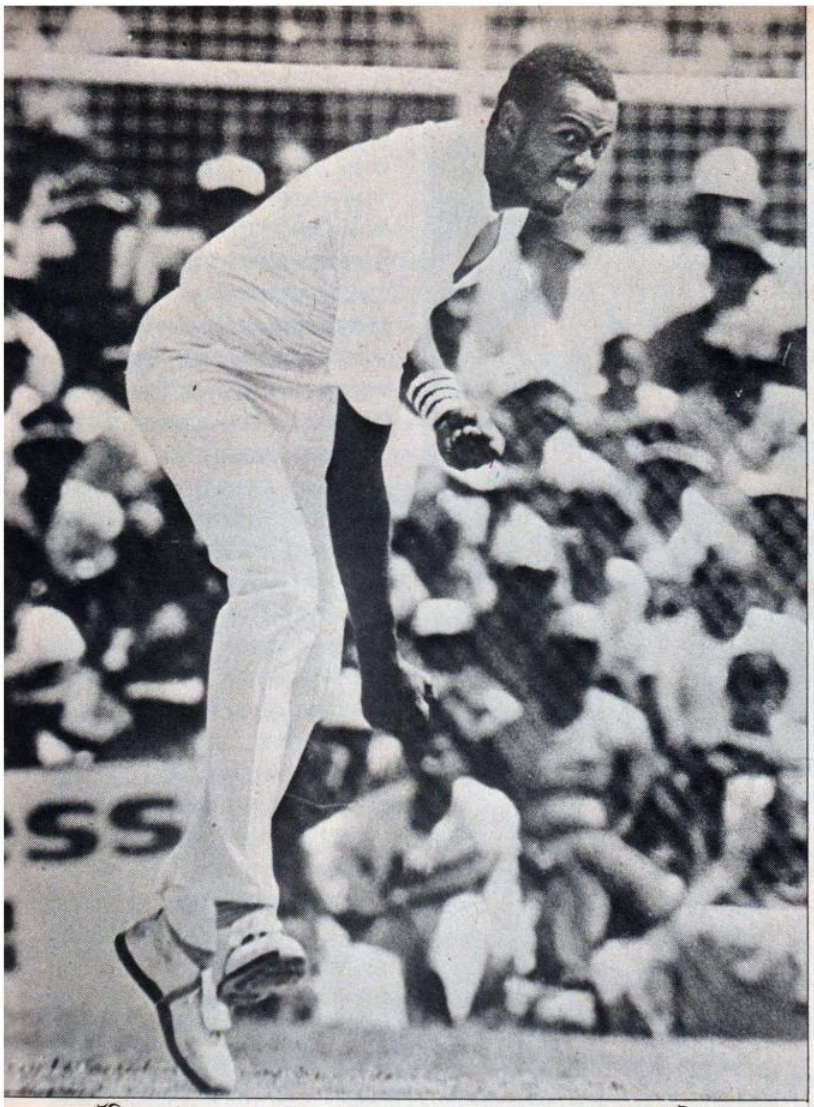

কোর্টনি ওয়ালশ

ফোটো : কমল জুলকা

গ্রুপে জায়গা করে নিয়েছে। প্লে-অফ-টাই-এ লিয়েন্ডার পেজ উন্নত ধরনের টেনিস খেলে হারিয়ে দেন ক্রোয়েশিয়ার নামী খেলোয়াড় গোরান ইভানেসেভিচকে। এর ফলে 'ডেভিস কাপে লিয়েন্ডার দৈত্য-শিকারি', লিয়েন্ডারের এই সুনামও বজায় থেকে গেছে।

৪৩তম বিশ্ব টেবল টেনিসের আসর এবার অনুষ্ঠিত হয়েছিল চিনের তিয়ানজিন শহরে। সেখানে দেখা গেছে চিনের জয়জয়কার। ১৯৮১ যেন আবার ফিরে এসেছে চিনের টেব্‌ল টেনিস সংস্থার ড্রয়িংরুমে। ১৯৮১ সালে নোভিসাদ আসরে সাতটির মধ্যে সাতটি খেতাবই জয় করেছিল চিন। এবারও সাতটি খেতাব তুলে নিয়েছেন চিনের প্রতিনিধিরা। নিঃসন্দেহে চমকপ্রদ কৃতিত্ব এবার চিনের বিশ্ব টেব্‌ল টেনিসে। চিন আবার তার ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে। মেয়েদের সিঙ্গল্‌সে দেং ইয়া পিং-এর খেতাব জয় ছিল প্রত্যাশিত। হয়েছেও তাই। তুলনায় পুরুষদের বিভাগে চিনের দু'জন নতুন প্রতিভা— কং লিং হুই ও ডিং সং দুর্দান্ত চমক উপহার দিয়েছেন। ১৯ বছর বয়সী কং লিং হুই জিতেছেন পুরুষদের সিঙ্গল্‌স খেতাব। আর ডিং সং এগিয়ে ছিলেন সেমিফাইনাল পর্যন্ত। তৃতীয় রাউন্ডে ডিং সং হারিয়েছিলেন প্রতিযোগিতার শীর্ষ বাছাই ও বিশ্বের এক নম্বর খেলোয়াড় বেলজিয়ামের জাঁ মিচেল সেইভকে। চিনের এই দুরন্ত জয়ের পেছনে আছে তাদের প্রাক্তন তারকা ও এখনকার প্রশিক্ষক কাইজেন হুয়ার বিরাট ভূমিকা।

গত দু'-তিন বছর ধরে বিশ্ব ব্যাডমিন্টনে ইন্দোনেশিয়ার যে আধিপত্য ছিল, তাতে এবার দেখা যাচ্ছে কিছুটা ভাটার টান। ইন্দোনেশিয়ার সেই একচ্ছত্র দাপট আর নেই। মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে চিন ও ইউরোপের চ্যালেঞ্জ। অল

পিট সাম্প্রাস

ইংল্যান্ড ব্যাডমিন্টনে পুরুষদের সিঙ্গল্‌স খেতাব জিতেছেন ডেনমার্কের ২৯ বছর বয়সী, বাঁ-হাতি খেলোয়াড় পল এরিক হোয়ার লারসেন, ফাইনালে ইন্দোনেশিয়ার হারিয়ান্তো আরবিকে হারিয়ে। মেয়েদের সিঙ্গল্‌স জিতেছিলেন সুইডেনের চিনা-বংশোদ্ভূত লিম জিয়াও কুইং। সুদিরমান কাপ জিতেছে চিন। লুসানের বিশ্ব ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়ানশিপে হারিয়ান্তো আরবি পুরুষদের সিঙ্গল্‌স জিতে ইন্দোনেশিয়ার মুখরক্ষা করলেও মেয়েদের সিঙ্গল্‌সে ব্যর্থ হন সুসি সুশান্তি। চিনের ইয়ে ঝাও-ইং দখল করেন মেয়েদের সিঙ্গল্‌স। ব্যাডমিন্টনের বিশ্বকাপে পুরুষদের সিঙ্গল্‌সে খেতাব জিতেছেন ইন্দোনেশিয়ার জোকো সুপ্রিয়ান্তো, আর মেয়েদের সিঙ্গল্‌স ইয়ে ঝাও-ইং। সুসি সুশান্তি এ-বছর তাঁর ফর্ম হারিয়েছেন।

নিউ ইয়র্কে বিশ্ব দাবার খেতাবি লড়াই নিয়ে এবার হইচই ও মাতামাতি হয়েছিল খুব, বিশেষ করে আমাদের দেশে। গাতা কামস্কিকে হারিয়ে বিশ্বনাথন আনন্দ গ্যারি কাসপারভের চ্যালেঞ্জার হয়ে যাওয়ার পর থেকেই নিউ ইয়র্কের দাবার এই লড়াইটি ঘিরে আমাদের উত্তেজনা ও আগ্রহ তুঙ্গে উঠেছিল। এর আগে আর কোনও ভারতীয় খেলোয়াড় কোনও খেলার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ানশিপের ফাইনালে উঠতে পারেননি। বিশ্বনাথন আনন্দ-ই প্রথম। গ্যারি কাসপারভের কাছে হারলেও তাঁর পারফরম্যান্স আমাদের গর্বিত করেছে। আনন্দ দেশের মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন।

মার্ক ও, সেঞ্চুরি করার পর

স্টেফি গ্রাফ

হকিতে চ্যাম্পিয়ান্স ট্রোফি ও ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়ানশিপ জয় করেছে জার্মানি। চ্যাম্পিয়ান্স ট্রোফির ফাইনালে জার্মানি টাইব্রেকার-এ হারিয়েছে অস্ট্রেলিয়াকে। এই টুর্নামেন্টে প্লেয়ার অব দ্য টুর্নামেন্টের সম্মান পান জার্মানির উঠতি তারকা ওলিভার ডমকে এবং সর্বোচ্চ গোলদাতার কৃতিত্ব অর্জন করেন অস্ট্রেলিয়ার স্টিফেন ডেভিস। ভারত এই প্রতিযোগিতায় পেয়েছিল পঞ্চম স্থান। জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া, পাকিস্তান ও হল্যান্ডের পরে স্থান ছিল ভারতের। এর পরে ভারত আজলান শাহ হকি জিতে কিছুটা হলেও আশা জাগিয়েছে। আজলান ট্রোফির ফাইনালে ভারত হারিয়েছিল জার্মানিকে, টাইব্রেকার-এ। তবে জার্মান দলে তাদের প্রথম সারির কয়েকজন খেলোয়াড় ছিলেন না।

এ-বছর অ্যাথলেটিক্সে সবচেয়ে বড় আসর ছিল গোথেনবার্গের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ানশিপ। ১০০ মিটার দৌড়ে বিশ্বের 'দ্রুততম' মানব ও মানবীর সম্মান পেয়েছেন যথাক্রমে কানাডার ডোনোভান বেইলি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন টোরেন্স। ২০০ ও ৪০০ মিটার দৌড় জিতে সোনা জয়ের 'ডাব্‌ল' করেছেন মার্কিন তরুণ মাইকেল জনসন। প্রত্যাশামতো গোথেনবার্গে নিজের-নিজের ইভেন্টে সোনা জয় করেছেন—নুরেদিন মোরসেলি (১৫০০মিটার), ইসমায়েল কিরুই (৫০০০ মিটার), হাইলে গেব্রিসেলাসি (১০,০০০ মিটার), মোজেস কিপতানুই (৩০০০ মিটার স্টিপলচেজ), মার্টিন ফিজ (ম্যারাথন), ইভান পেড্রোসো (লং জাম্প), জান জেলেনি (জ্যাভেলিন) ও সের্গেই বুবকা (পোলভল্ট)। এঁদের সকলকেই ছাপিয়ে গেছে ব্রিটিশ ট্রিপল জাম্পার জোনাথন এডওয়ার্ডসের কৃতিত্ব। একই দিনে তিনি নিজের বিশ্বরেকর্ড ভেঙেছেন দু'বার। মেয়েদের মধ্যে ৪০০ মিটার হার্ডলসে বিশ্বরেকর্ড তৈরি করেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কিম ব্যাটেন। ২০০ ও ৪০০ মিটার দৌড়ে সোনা জিতেছেন মেরলিন ওটি ও মারি জোস পেরেক। ৮০০ মিটার দৌড়ে কিউবার মেয়ে আনা কুইরত সোনা জিতে সকলকে চমকে দিয়েছেন। দু' বছর আগে আগুনে পুড়ে যাওয়ার পর কুইরতের এই সাফল্য সত্যিই অসাধারণ। কার্ল লুইস চোটের জন্য গোথেনবার্গ আসরে এবার হাজির হতে পারেননি। অ্যাথলেটিক্সের গ্রাঁ প্রি-তে পুরুষদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ানের স্বীকৃতি পেয়েছেন কেনিয়ার মোজেস কিপতানুই এবং মেয়েদের মধ্যে মোজাম্বিকের দৌড়পটীয়সী মারিয়া মুতোলা।

এই মুহূর্তে পেশাদারি হেভিওয়েট বক্সিং-দুনিয়া চারটি ভাগে বিভক্ত। চারজনই এখন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান। অবিসংবাদী বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান কেউ নন। আন্তর্জাতিক বক্সিং ফেডারেশনের খেতাব ধরে রেখেছেন জর্জ ফোরম্যান। ওয়ার্ল্ড বক্সিং অ্যাসোসিয়েশনের খেতাব আছে ব্রুস সেলডনের দখলে। ওলিভার ম্যাককলকে হারিয়ে ওয়ার্ল্ড বক্সিং কাউন্সিলের খেতাব জিতে নিয়েছেন ইংল্যান্ডের ফ্রাঙ্ক ব্রুনো। আর ওয়ার্ল্ড বক্সিং অর্গানাইজেশনের খেতাব ধরে রেখেছেন রিডিক বো ইভান্ডার হলিফিল্ডকে নক আউট করে। মাইক টাইসন খেতাবি লড়াইয়ে ফ্রাঙ্ক ব্রুনোর সঙ্গে লড়বেন আগামী বছরের মার্চে।

ভারতের পক্ষে এসেছে আরও দু-একটি সাফল্য। জাকর্তায় এশিয়ান ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড মিটে জ্যোতির্ময়ী শিকদার ৮০০ মিটারে পেয়েছেন সোনা। সাইনি উইলসন ৪০০ মিটারে ব্রোঞ্জ। দুই মহিলা ভারোত্তোলক কুঞ্জরানি (৩৬ কেজি বিভাগে) ও মালেশ্বরী (৫৪ কেজি বিভাগে) বিশ্ব ক্রমপর্যায়ে এখন আছেন প্রথম স্থানে।

কুঞ্জরানি

খেলার খবর

খেলুন বা না খেলুন, মাঠে থাকুন কি না থাকুন, ইংল্যান্ড ফুটবল দলের মিডফিল্ডার পল গাসকোয়েন সর্বদাই এক আলোচিত চরিত্র। ১৯৯০ সালের বিশ্বকাপে তাঁর খেলা, তাঁর কান্না এখনও ভোলেননি ইংল্যান্ডের সমর্থকরা। মাঝে-মাঝে বিতর্কে জড়িয়ে গেলেও গাসকোয়েনের জন্য তাঁদের একটা দুর্বলতা আছে। তাই ইতালিতে নানা কারণে খেলতে না পেরে গাসকোয়েন যখন দেশের ক্লাবে ফিরে এলেন, তখন সারা দেশ জুড়ে আনন্দ-উৎসব শুরু হয়ে যায়। ইতালিতে গাসকোয়েন মোটা হয়ে যাচ্ছিলেন। এখন চেষ্টা

করছেন ওজন কমাতে। গাসকোয়েন খেতে খুব ভালবাসেন। তাই ওজন কমাতেও কষ্ট হচ্ছে। ক্লাবের ম্যাচের সময় সমর্থকরা আবার 'চকোলেট বার' ছুড়ে দিচ্ছেন মাঠে। চকোলেট তাঁর খুব প্রিয়। গাসকোয়েন সমর্থকদের অনুরোধ জানিয়েছেন, "দয়া করে আমাকে লোভ দেখাবেন না। তা হলে আর কোনওদিনই আমি রোগা হব না। আমার খেলাও খারাপ হয়ে যাবে।"

❑

ব্রাজিলের প্রখ্যাত মিডফিল্ডার জুনিনহো এখন তাঁর চমৎকার খেলায় মাতাচ্ছেন ইংল্যান্ডের মিডলস্‌বরো ক্লাবের সমর্থকদের। জুনিনহোকে পেতে অবশ্য শুধু প্রচুর অর্থই খরচ করেননি মিডলস্‌বরোর কর্মকর্তারা, তাঁদের প্রচুর ছোটাছুটিও করতে হয়েছে। জুনিনহোর আবদার, তাঁকে স্বদেশের চাল এবং তরিতরকারি এনে দিতে হবে, তবেই তিনি ইংল্যান্ডে খেলবেন। ব্রিটেনের আইন অনুযায়ী, এত সহজে বিদেশ থেকে ওইসব জিনিস আনা যায় না। 'এগ্রিকালচার মিনিস্ট্রি থেকে বিশেষ অনুমতি নিয়ে ক্লাবের কর্মকর্তারা অবশ্য শেষপর্যন্ত জুনিনহোর ইচ্ছাপূরণ করেছেন।

❑

এবারের উইম্বলডন প্রতিযোগিতা থেকে প্রচুর লাভ হয়েছে। ইংলিশ লন টেনিস অ্যাসোসিয়েশন থেকে জানানো হয়েছে লাভের পরিমাণ ২৭.৯ মিলিয়ন পাউন্ড। অ্যাসোসিয়েশনের চিফ এগজিকিউটিভ ইয়ান পিকক জানিয়েছেন, লাভ আরও বাড়ত। বাড়েনি, তার কারণ, বেশ কিছু অর্থ খরচ করা হয়েছে নতুন 'কোর্ট কমপ্লেক্স' তৈরি করতে। আগামী বছরের মধ্যেই ওই অত্যাধুনিক কোর্টটি তৈরি হয়ে যাবে। তিনি আরও জানান, লাভের বেশিরভাগ অর্থই খরচ করা হবে ব্রিটেনের তরুণ 'টেনিস স্টার' তৈরি করতে। বলা বাহুল্য, ব্রিটেনের কোনও খেলোয়াড়ই দীর্ঘদিনের মধ্যে উইম্বলডন জিততে পারেননি।

❑

বড় খেলোয়াড় হওয়ার লক্ষণ কী? একাগ্রতা, পরিশ্রম, অনুশীলনের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে আর-একটি জিনিস, সর্বদা অতৃপ্তি। এর বড় উদাহরণ ভারতের সর্বকালের অন্যতম সেরা অলরাউন্ডার কপিলদেব। বোলার হিসেবে এক-একটি রেকর্ড গড়েছেন আর বলেছেন, "আরও উইকেট পেতে হবে।" ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার পর সম্প্রতি গল্‌ফ খেলছেন কপিলদেব। এবং সেখানেও ওই একই মানসিকতার পরিচয় দিচ্ছেন। সম্প্রতি একটি টুর্নামেন্টে চমৎকার খেলার পর বলেছেন, "তেমন ভাল খেলতে পারলাম না। আরও ভাল খেলতে হবে।" দর্শকরা তাঁর শট দেখে হাততালি দিলে কপিল মন্তব্য করেন, "হাততালি দিয়ে আমার ক্ষতি করবেন না। গল্‌ফার হিসেবে আমাকে অনেক এগোতে হবে।" এখানেই ৩৩ বছর বয়সী কপিলদেবের খেলোয়াড়োচিত মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। সম্প্রতি কপিলদেব কলকাতায় খেলে গেলেন টালিগঞ্জ 'সেন্টিনারি প্রো-অ্যাম করপোরেট গল্‌ফ টুর্নামেন্ট'। খেলতে এসেছিলেন ভারতীয় গল্‌ফ জগতের কয়েকজন সেরা খেলোয়াড়ও। এঁদের মধ্যে ছিলেন আলি শের, বাসাত আলি ও গৌরব ঘাই।

ফোটো : অশোক চক্রবর্তী

❑

প্রাক্তন বাস্কেটবল-তারকা ম্যাজিক জনসন এখন অন্যদিকেও রীতিমত সাফল্য পাচ্ছেন। কিছুদিন আগে লস অ্যাঞ্জেলিসে তিনি একটি সিনেমা হল তৈরি করেন। অত্যাধুনিক এই হলটি শহরের উপদ্রুত এলাকাতে। কিন্তু এখানে দর্শকের অভাব নেই। সম্প্রতি 'এন্টারটেনমেন্ট ডেটা ইনকর্পোরেশন' দেশের দু'হাজারেরও বেশি সিনেমা হল নিয়ে এক সমীক্ষা করে। এই সমীক্ষার ফল থেকে জানা যায়, আয়ের দিক থেকে ম্যাজিক জনসনের হলটি আছে দ্বিতীয় স্থানে।

দর্শক

ডাঃ রেক্স মর্গান

হেনরি, ডাঃ মর্গান কী যেন দিচ্ছেন মিস গেলকে।
তা জিনিসটা কী, রেনে ?
এটা হয়তো ওঁর স্নেহের প্রতীক।

ও রেক্স, কী সুন্দর !
লাস ভেগাসে কিনেছি। ঠিক বলছ তো, এটা সুন্দর।

খুব ভাল। তুমিও খুব ভাল।
ধন্যবাদ... কিন্তু এখনও আমার প্রশ্নের উত্তর দাওনি !

আমি তো আংটিটা নিয়েছি। তাই না ?

আপনি কি সত্যিই নেবেন ?
আমি একেবারে বুদ্ধু ভেবো না, রেনে।

ইতিমধ্যে
দোহাই বার্বারা, ...আমি বলছি, এরকম বোকামি কোরো না।
চিন্তা কোরো না, নেভিল। ফোনে, তোমার সঙ্গে যোগাযোগ থাকবে।
3-5

ডাঃ রেক্স মর্গান
তুমি সত্যিই আমাকে চিন্তায় ফেলছ, বার্বারা ! আমার একটু পানীয় দরকার । উইলিয়ম কোথায় ?
সত্যিই তোমার একটু চাঙ্গা হওয়া দরকার ।
মিস ব্রিটেইন, খুব দেরি হয়ে গেছে ।
মিঃ কিলে কী যেন চাইছেন, উইলিয়ম ।
দুঃখিত, যা চাইছেন তা আর আমাদের নেই !
উইলিয়ম, আর একটা দাও । তারপর বাড়ি ফিরব ।
বন্ধ হয়ে গেছে । কিছু করার নেই, সার ।
এসো নেভিল, তোমাকে এগিয়ে দিই ।
তোমার জন্য চিন্তা হচ্ছে বার্বারা ! তুমি কখনও বাড়ির বাইরে থাকোনি ।
ডায়ালিসিসের পরই এসব মনে হচ্ছে । যে-কোনও জায়গায় কিছু ঘটতেই পারে ।
হঠাৎ সংক্রমণ হয়ে গেলে কী করবে ? তখন 'নেফ্রোলজিস্ট' কোথায় পাবে ।
মাত্র কয়েক মাস, নেভিল । তা ছাড়া, আমাকে জানানো হয়েছে, ডাঃ মর্গান একজন প্রথম শ্রেণীর ডাক্তার !
3-12

বিশ্বকাপে প্রথম অংশ নিচ্ছে হল্যান্ড। সে দেশের ক্রিকেট এবং ক্রিকেটারদের নিয়ে লিখেছেন **তানাজি সেনগুপ্ত**

হল্যান্ডে ফুটবল মাঠে

এই প্রথম বিশ্বকাপ ক্রিকেটের মূলপর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে হল্যান্ড। হল্যান্ডে ক্রিকেট খেলা শুরু হয়েছে কিন্তু বহুদিন, ১০০ বছরেরও আগে সেখানকার বাসিন্দা 'ইংলিশম্যান'-রা এই খেলাটি চালু করেন। ১৮৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'রয়াল ডাচ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন'। সেখানকার লিগে তখন থেকেই নিয়মিত একদিনের ম্যাচ অনুষ্ঠিত হত। প্রায়ই বিভিন্ন ক্লাবের খেলোয়াড়রা খেলতে যেতেন ইংল্যান্ড এবং ডেনমার্কে। তখন ইউরোপের ওই দুটি দেশেই ক্রিকেটের খুব জনপ্রিয়তা ছিল।

ইংল্যান্ড বিশ্ব-ক্রিকেটের অন্যতম শক্তিশালী দেশ হলেও সে-সময় হল্যান্ড তাদের সঙ্গে লড়াই করত সমানে-সমানে। এই লড়াই চলেছে দীর্ঘদিন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বেশ কিছুদিন হল্যান্ডে ছিলেন বহু ইংরেজ সৈনিক। তাঁরাই হল্যান্ডবাসীদের শিখিয়েছিলেন ক্রিকেটের নানা আধুনিক কলাকৌশল। এবং তারই ফলে হল্যান্ড ক্রিকেট দল লড়াই চালিয়ে যেত ইংল্যান্ডের বিপক্ষে। তবে আটের দশকের আগে পর্যন্ত হল্যান্ডের জয়ের সংখ্যা ছিল সীমায়িত। এরই মধ্যে হল্যান্ড যে অঘটন ঘটায়নি, তা নয়। ১৯৬৪ সালে 'ডাচ' দল হারিয়ে দেয় অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট টিমকে। ওই দলের নেতৃত্বে ছিলেন প্রখ্যাত খেলোয়াড় ববি সিম্পসন। আটের দশক থেকেই প্রকৃতপক্ষে হল্যান্ডের ক্রিকেট-দলের উন্নতি শুরু হয়। ১৯৮৬ সালের আই. সি. সি

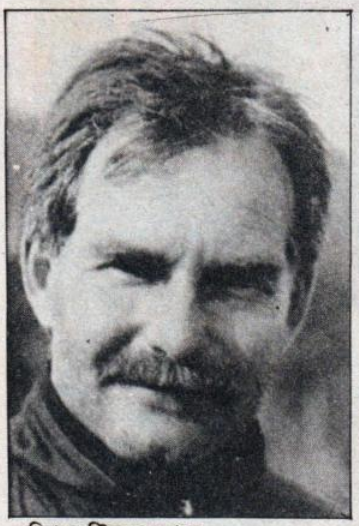

অধিনায়ক স্টিফেন লুব্বারস

ট্রোফিতে হল্যান্ড অল্পের জন্য জিততে পারেনি। একই অবস্থা হয় ১৯৯০ সালে। এবারও ফাইনালে হেরে যায় জিম্বাবোয়ের কাছে। তার ফলে বিশ্বকাপের মূলপর্বে খেলার যোগ্যতা হারায়। ১৯৮৯ সালে আমস্টারডামে একটি একদিনের ম্যাচে হল্যান্ড হারিয়ে দেয় ইংল্যান্ডের 'এ' দলকে। ১৯৯১ সালে হল্যান্ড ক্রিকেট-দলের কৃতিত্ব বলার মতো। ভিভিয়ান রিচার্ডসের নেতৃত্বে শক্তিশালী ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল আসে হল্যান্ড সফরে। প্রায় সাড়ে তিন হাজার দর্শক অপেক্ষা করছিলেন ভয়ে-ভয়ে। তাঁরা ভাবছিলেন তাঁদের দলকে সহজেই উড়িয়ে দেবেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেট-স্টাররা। ব্যাপারটা ঠিক উলটো হয়। ওয়েস্ট ইন্ডিজই উড়ে যায় হল্যান্ড ক্রিকেটারদের দাপটের কাছে। মাত্র ১২৯ রানে শেষ হয়ে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের ইনিংস। পাঁচ উইকেট হারিয়ে প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় হল্যান্ড। ১৯৯৩-এর মরসুমে হল্যান্ড সহজেই হারায় ডেনমার্ক, আয়ারল্যান্ড এবং ইংল্যান্ডের 'এ' দলকে।

হল্যান্ড ক্রিকেট-দলের সবচেয়ে স্মরণীয় বছর ১৯৯৪। কেনিয়ায় অনুষ্ঠিত আই. সি. সি ট্রোফিতে তারা তৃতীয় স্থান পায়। প্রথম দুটিতে ছিল সংযুক্ত আরব আমিরশাহি এবং কেনিয়া। তৃতীয় স্থান পেলেও হল্যান্ড বিশ্বকাপের মূলপর্বে খেলার সুযোগ পেয়েছে। কারণ আই. সি. সি-র নতুন নিয়মানুযায়ী ওই ট্রোফির প্রথম তিনটি দেশ ১৯৯৬-এর বিশ্বকাপে খেলবে। কেনিয়ায় তৃতীয় স্থান পেলেও ডিসেম্বরে ওই তিনটি দেশকে নিয়ে এক টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ান হয় হল্যান্ডই। এর মধ্যে হল্যান্ড হারিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকাকেও, ন' উইকেটে। জিতেছে ভারত এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে, হংকং সিক্স ট্রোফিতে। হল্যান্ডের চৌখস ক্রিকেটার নোলান ক্লার্ক সবচেয়ে বেশি ছয় মারার জন্য ওই টুর্নামেন্টে পেয়েছেন 'হিট সিক্স ট্রোফি'।

দেখাই যাচ্ছে, হল্যান্ড ক্রিকেটে এখন ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠছে, তাদের পারফরম্যান্সও ভাল হচ্ছে। দর্শক-সংখ্যা যেমন বাড়ছে, তেমনই বাড়ছে ভাল ক্রিকেটারের সংখ্যা। এখন প্রায় ৫০০০ ক্রিকেটার সারা দেশের ৭০টি ক্লাবে খেলেন। মজার কথা, হল্যান্ডে ক্রিকেট খেলা হয় কিন্তু ফুটবল মাঠে। আবহাওয়ার জন্য ঘাসের উইকেট তৈরি করা যায় না এখানে। সব ক্রিকেট ম্যাচই হয় 'ম্যাটিং' উইকেটে। হল্যান্ডের বেশিরভাগ ক্লাবই দেশের পশ্চিমাঞ্চলে।

নুলান ক্লার্ক

টিম ডে লিড

পিটার ক্যানট্রেল

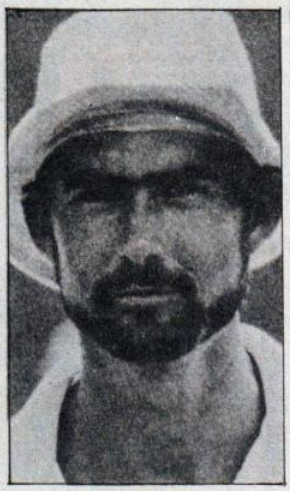

জন ব্যাকার

এরিক গাউকা

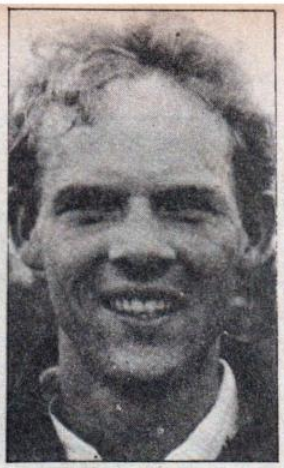

মার্শেল সিয়ু

র ব্র্যাড়লে

ফ্লোরিস জ্যানসেন

রেনট স্কোলটে

খেলা হয় ক্রিকেট

আমস্টারডাম, হেগ এবং রটারডামে আছে হল্যান্ডের সেরা ক্লাবগুলি।

বহু বিদেশি কোচ হল্যান্ডের ক্লাবগুলিতে কোচিং করান। ফলে তাঁদের প্রভাবে ক্রিকেটারদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ছে পেশাদারি মানসিকতা। এই মানসিকতা নিয়েই বিদেশের ক্লাবে খেলতে যাচ্ছেন হল্যান্ডের অনেক ক্রিকেটার। এতে তাঁদের অভিজ্ঞতাও বাড়ছে। ডাচ ক্রিকেটারদের মধ্যে সবচেয়ে আগে বিদেশে খেলতে যান এখনকার দলের অধিনায়ক স্টিফেন লুব্বারস। সাতের দশকের শেষের দিকে তিনি ইংল্যান্ডের ল্যাঙ্কাশায়ার সেন্ট্রাল লিগ এবং ডার্বিশায়ার লিগে খেলেছেন। এখন অনেক ক্রিকেটারই বিভিন্ন দেশের লিগে, যেমন, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং নিউজিল্যান্ডে গ্রীষ্মকালে খেলতে যান। মিডিয়াম ফাস্ট বোলার পল জন ব্যাকারই প্রথম ডাচ ক্রিকেটার, যিনি ইংল্যান্ডের কাউন্টি ক্রিকেটে খেলছেন। এখন গ্ল্যামারগন এবং সমারসেটেও কয়েকজন খেলছেন।

হল্যান্ডের ক্রিকেটারদের মধ্যে বেশ কয়েকজন আন্তর্জাতিক মানের খেলোয়াড়। প্রথমেই নাম করতে হয় দলনায়ক স্টিফেন লুব্বারসের। ৪২ বছর বয়সী লুব্বারস ১৯৭২ সাল থেকে জাতীয় দলের সদস্য। ১৯৮৮ সাল থেকে তিনি অধিনায়ক। হল্যান্ডের হয়ে প্রতিটি আই. সি. সি ট্রোফিতে খেলেছেন। দেশের ঘরোয়া ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি রান করেছেন লুব্বারস। জাতীয় দলেও তাঁর রানই সবচেয়ে বেশি। প্রায় তিন হাজার রান করেছেন তিনি। তবে শুধু ব্যাটেই নয়, বলেও সমান দক্ষ লুব্বারস। অফ স্পিন বল করেন, ১২৫টি উইকেটও নিয়েছেন। পেশায় শিক্ষক লুব্বারস এই বয়সেও দুর্দান্ত ফিল্ডিং করেন। ৮১টি ক্যাচ ধরেছেন তিনি। হল্যান্ডের আর-এক নির্ভরযোগ্য ব্যাটস্‌ম্যান নুলান ক্লার্ক। সবচেয়ে বয়স্ক ক্রিকেটারও তিনি। তাঁর বয়স ৪৬। ক্লার্ক জন্মসূত্রে ওয়েস্ট ইন্ডিজের খেলোয়াড়। বার্বাডোজের হয়ে বেশ কিছুদিন খেলেওছেন। ওপেনিং ব্যাটস্‌ম্যান তিনি। প্রচণ্ড আক্রমণাত্মক ব্যাটিং করতে ভালবাসেন। হল্যান্ডে বহু মরসুমেই সবচেয়ে বেশি রান করেছেন ক্লার্ক। লুব্বারসের মতোই আন্তর্জাতিক ম্যাচে প্রায় তিন হাজার রান করেছেন। দুটি আই. সি. সি ট্রোফিতে তিনিই ছিলেন হল্যান্ডের সেরা ব্যাটস্‌ম্যান। আসন্ন বিশ্বকাপে হল্যান্ডের সাফল্য অনেকটাই নির্ভর করছে তাঁর ওপর। অলরাউন্ডার হিসেবে নজর কেড়েছেন টিম ডে লিড। 'টপ অর্ডার'-এ ব্যাট করেন, মিডিয়াম পেস বল করেন। হাতে নানা ধরনের মার আছে। অভিজ্ঞ ক্রিকেটার, জাতীয় দলের হয়ে খেলেছেন ৭১টি ম্যাচ। পিটার ক্যানট্রেল অত্যন্ত কার্যকরী ব্যাটস্‌ম্যান। দলের হয়ে ইনিংসের গোড়াপত্তন করেন। হল্যান্ড দলের বোলিং শুরু করেন পল জন ব্যাকার। গতির চেয়েও বেশি নির্ভর করেন বলের সুইং-এর ওপর। তিনিই নিঃসন্দেহে হল্যান্ডের সেরা বোলার। সুইং-বোলার ফ্লোরিস জ্যানসেনও হল্যান্ডের অন্যতম প্রধান বোলার। এখন পর্যন্ত দেশের হয়ে শতাধিক উইকেট পেয়েছেন। অলরাউন্ডার হিসেবে নাম করা যায় আরও দু'জনের, ২৫ বছরের তরুণ এরিক গাউকা এবং রজার ব্র্যাড়লের। গাউকা একসময় ভারতেও খেলে গেছেন। এখনও তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। মিডল অর্ডার ব্যাটস্‌ম্যান হিসেবে বেশ সফল তিনি, মিডিয়াম পেস বলও করেন। ৩২ বছর বয়সী ব্র্যাডলে ভাল ব্যাট করেন, মিডিয়াম পেস বোলার হিসেবেও হল্যান্ডে সুনাম আছে। হল্যান্ড দলে দক্ষ ব্যাটস্‌ম্যান হিসেবে জায়গা করে নিয়েছেন মার্শেল সিয়ু। আক্রমণাত্মক ব্যাট করেন, প্রতিশ্রুতিমান উইকেটরক্ষকও তিনি। জাতীয় দলের হয়ে উইকেটরক্ষা করেন রেনট স্কোলটে। তিনি দলের সহ-অধিনায়কও। ৪৫টি ক্যাচ নিয়েছেন এখন পর্যন্ত। পেশায় তিনি ব্যাঙ্ক-অফিসার। মিড্‌ল-অর্ডার ব্যাটস্‌ম্যান হিসেবেও সুনাম আছে তাঁর।

এইসব দক্ষ ক্রিকেটার আছেন হল্যান্ড দলে। সুতরাং তারা এবারের বিশ্বকাপে চমৎকার ক্রিকেট খেলবে, আশা করা যায়।

টারজান
এডগার রাইস বারোজ
ঠিক যা বলেছিলাম
আমি জানি!
আমার এই স্থায়ী সংগ্রহশালায় তুমি বেশ ভালই থাকবে, নরবানর !
..."ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়।"
ভ্যান ডর্নের দ্বীপের বাড়িতে টারজান বন্দি। সে জানে ওকে নিয়ে ভ্যান ডর্ন কী করতে চায় !
এরকম একটা সাপ দেখে অবাক হতে হয়, তাই না ? এই নমুনাগুলো আমার আফ্রিকার বিষাক্ত সাপের সংগ্রহটা প্রায় সম্পূর্ণ করবে। সত্যিই, ওদের জুড়ি নেই।
জানি না। সাপটা দেখে একজনের কথা মনে পড়ছে, যার সঙ্গে সবে দেখা হল ...
...এই কথাটা কোনও ব্যক্তির উদ্দেশে মনে করতে পারো।
ওরে শয়তান ! তোর সাহস দেখে অবাক হচ্ছি। আমার স্থায়ী সংগ্রহে জায়গা পাওয়ার যোগ্যতা তোর নেই।
বিশ্বাস করুন, এই সম্মান আনন্দের সঙ্গেই প্রত্যাখ্যান করছি।
ট্যান্টর, গিমলা ... উন্মাদ লোকটি যে খেলায় মেতে উঠেছে, তাতে তোরা কতটা খুশি হবি, জানি না।
... কিন্তু আমি আমার সময়ের অপেক্ষায় আছি !

টারজান

এডগার রাইস বারোজ

ভ্যান ডর্নের শক্ত ঘাঁটিতে টারজান বন্দি। দক্ষিণ আফ্রিকার এই কোটিপতি আফ্রিকার বন্যপ্রাণীদের সংগ্রহ করতে চায়। তার লক্ষ্য এখন টারজান ...

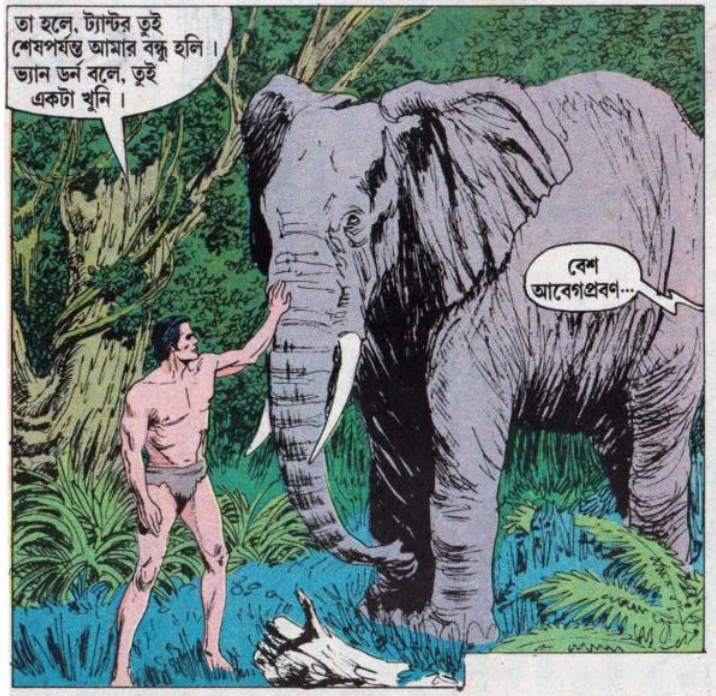

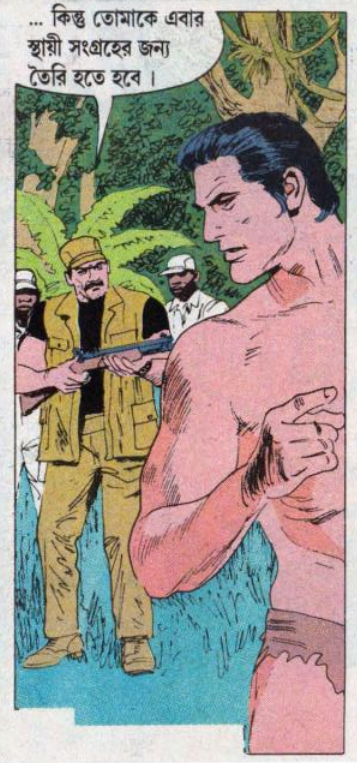

ভূতের গল্প

উপকারী

ইন্দিরা দত্ত

আমার মাসতুতো বোনের খুড়তুতো দিদির বাড়িতে যে ভূতের কীর্তিগুলো ঘটেছিল, আমি স্বকর্ণে শুনেছিলাম, সেই খুড়তুতো দিদি রিনার কাছ থেকে। আচ্ছা, সে-কথায় পরে আসছি। তার আগে আমি যে ভূত দেখেছি সেটাই বলি।

আমি তখন ক্লাস টু-থ্রিতে পড়ি। গ্রামেই থাকতাম। জায়গাটার নাম ফুলবাড়ি। সেখানে আমার বাবা বদলি হয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে প্রতিটি বাড়িতেই ফুলের গাছ। তবুও সেখানকার ছেলে-মেয়েরা ফুল চুরি করত। ফুলচোর নাকি চোর নয়। কারণ চুরি করা ফুল ঠাকুরপুজোয় লাগে। তাই বলে মানুষের বাড়িতে ঢুকে বাগান ভেঙে গাছ মুড়িয়ে ফুল নেওয়াকে চুরিই বলবে। মা বলতেন, "না বলে কোনও জিনিস নেওয়াকে চুরিই বলে।" গ্রামে-গঞ্জে এক-একজনের বাড়িতে এত ফুল হত, তবে মালিকগুলোও বড় কিপ্টে। কিছুতেই চাইলে দুটো ফুল দেবে না। বলবে, "তোমরা লাগাও না।" আরে বাবা, কারও বাড়িতে যদি এত ফুল হয়, তবে কি কেউ সম্মান খুইয়ে অন্য বাড়িতে যায়? হ্যাঁ, তখনকার দিনে যেত। এটাই নাকি তাদের মজা। অবশ্য এখনও অনেকের একতলার বারান্দায় ফুলগাছ থাকলে, সে ফুল ফোটার অপেক্ষা রাখে না, ভোর হতে-না-হতেই চুরি হয়ে যায়। এই দ্যাখো পথ ভুল করেছি। ভূতের দেশে যেতে গিয়ে ফুলের দেশে চলে গেছি।

আমাদের বাড়ির পেছনে একটা ডোবা ছিল। তার পেছনে আমাদের স্কুলের মাস্টারমশাই ধীরেন সাহা থাকতেন। আমাদের ঘর থেকে অনেক দূরে ডোবার ধারেই ছিল আবর্জনা ফেলবার একটা জায়গা। ডোবাটার চারদিকে বাঁশঝাড় আর জঙ্গল। শীতের রাতে গোরুখেকো বাঘও বের হত।

মাস্টারমশাইয়ের মা রোজ ভোরে ওই ডোবায় নেমে মুখ-হাত ধুতেন। আমি আর চন্দা ফুল তুলতে গেলে তাঁকে দেখতাম। ক'দিন তাঁকে দেখিনি। শুনলাম তাঁর খুব বাড়াবাড়ি অসুখ।

সেদিন সন্ধেবেলায় আমার কাকা দেখলেন ডোবার ধারে মাস্টারমশাইয়ের বাবা কাঠ মাপছেন। ওইসব জায়গায় কেউ মারা গেলে মৃতের বাড়ি থেকে কাঠ নিয়ে শ্মশানে যেতে হত। মাস্টারমশাইও আমাদের বাবাকে এসে বলে গেলেন, মায়ের অবস্থা খুবই খারাপ, আজ রাত্রেই মারা যাবেন। আমার কাকা পাশেই চেয়ারে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। বললেন, "আপনার বাবাকে দেখলাম কাঠ মাপছেন। ভাবলাম...।"

মাস্টারমশাই বললেন, "হ্যাঁ, শীতের রাত তো, রেডি হয়ে থাকা আর কি। যাতে তাড়াতাড়ি নেওয়া যায় (অবশ্য শীত তখনও পড়েনি, শরতের শেষ, বর্ষায় ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা ভাব)।

আমার কাকা আর বাবা চোখ চাওয়াচাওয়ি করলেন। ভাবটা এমন, "কী আশ্চর্য। এরা কি মানুষ! যার দেহে এখনও প্রাণ আছে, তার সৎকারের জন্য কাঠ মাপছে! যাই হোক, সে রাত্রে আর হরিধ্বনি শুনতে পাইনি।

আমি আর চন্দা সকলের দেখাদেখি ভোরে উঠে শিউলিফুল কুড়োতে যেতাম। সেদিনও ভোরে উঠে চন্দাকে বললাম, "মাস্টারমশাইয়ের মাকে নিয়ে যাওয়া দেখতে পেলাম না।" চন্দা বলল, "হ্যাঁ রে, আমারও খুব দেখতে ইচ্ছে হচ্ছিল। হয়তো অনেক রাতে নিয়ে গেছে।" আমি আর চন্দা ফুল কুড়োতে গেলাম। বর্ষার পর ভোরবেলাটা বেশ শীত-শীত করছিল। একটা চাদরে দু'জনে জড়াজড়ি করে গায়ে দিয়ে পুকুরপাড় দিয়ে ফুল কুড়োতে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখি ডোবার ভেতর থেকে লালপাড় শাড়ি পরে মাস্টারমশাইয়ের মা খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে ওপরে উঠছেন। আমি আর চন্দা "ভূ...ত" বলে চিৎকার করে ছুটতে-ছুটতে উঠোনে এসে পড়ে নিয়ে অজ্ঞান প্রায়, মুখ দিয়ে কেবল "ভূ..ভূ..." বেরোচ্ছে।

সেইদিনই বিকেলবেলায় হরিধ্বনি শুনতে পেলাম। সবাই বলল, "মাস্টারমশাইয়ের মাকে নিয়ে যাচ্ছে। আজই সকালে আবার 'স্ট্রোক' হওয়ায় একটু আগে মারা গেছেন। এই হল আমার স্বচক্ষে ভূত দেখা। এরকম ভূত আমি অনেকবার দেখেছি।

তবে স্বকর্ণে যেটা শুনেছি, সত্যি ভূতের সত্যি কাহিনী, সেটাই এখন বলি।

হ্যাঁ, তিন সত্যি করেছিল আমার মাসতুতো বোনের খুড়তুতো দিদি রিনা। তাও এই কলকাতাতেই ঘটেছে।

আমরা তখন কলকাতাতেই আছি। ঘরে আমি, চন্দা আর সব জ্যাঠতুতো খুড়তুতো ভাইবোন বসে গল্প করছি। রিনাও আছে আমাদের সঙ্গে। আমরা তখন নাইন কি টেন-এ পড়ি। খুড়তুতো বোন ইলা বলল, "কী রে রিনা, শুনলাম নাকি তোদের নতুন বাড়িতে ভূতের উৎপাত?"

"হ্যাঁ, ভূতের, তবে উৎপাত নয়। আমাদের বাড়িতে উপকারী ভূত আছে।" ও বলতে শুরু করল।

"নতুন বাড়িতে আসার দু'দিন পর থেকেই কাজের লোকটা আসছে না। মাও খুব রাগারাগি করছেন। ঠাকুমার ঘরের কাজ, আমাদের ঘরের কাজ সব একলা হাতে করতে হচ্ছে তো! বাবার তো ভোরে বিছানায় চা খাওয়ার অভ্যেস। মা ভোরে উঠে ঠাকুমার ঘরে কাজ করছেন। কাজের লোক নেই বলে বাবা মাকে ভয়ে কিছু বলতেও পারছেন না। কিন্তু ঘুম থেকে উঠেই দেখেন, বিছানার পাশে টেবিলে ধূমায়িত এককাপ চা। বাবা বললেন, 'তোর মায়ের দেখি সুমতি হয়েছে। জানে তো বিছানায় চা না পেলে আমার মাথা গরম হয়ে যায়। তাই চা করে রেখে গেছে।' বাবা চায়ে চুমুক দিয়ে মৌজ করে সিগারেটে টান দিয়ে দেখেন টেবিলে খবরের কাগজও আছে। বাবা পড়তে শুরু করে দিলেন। কিছুক্ষণ বাদে মা এসে বললেন, 'রাগ কোরো না, এক্ষুনি তোমায় চা দিচ্ছি।' বাবা ভাবলেন, হল কী রিনার মায়ের, চা, কাগজ দিয়েই আবার বলছে এক্ষুনি চা? কাজের চাপটা বড্ড বেশি হয়েছে তো, তাই মাথার ঠিক নেই। না কি জগুর মা এসে গেছে? বাবা বললেন, 'চা তো দিলে, খেলাম তো। এবার তুমি একটু বোসো তো, বিশ্রাম করো। জগুর মা এসেছে নাকি?'

"মা বলেন, 'আমি? তোমাকে চা দিলাম? আমি তো এই সবে ঘরে ঢুকলাম। তবে রিনা করে দিয়েছে।'

"শুনে আমি বললাম, 'আমি উঠিইনি বিছানা থেকে।'

"মা বললেন, 'তোর বাবা স্বপ্ন দেখেছে। যাক, ভালই হল, এরকম স্বপ্ন তুমি রোজ-রোজ এই সময় দ্যাখো। আমার কাজের সুবিধেই হবে। চা খেয়েছ, তা কাপটা কোথায় গেল?'

"বাবা বললেন, 'কাপ তো আমি এখানেই রাখলাম, তুমি হয়তো নিয়ে গেছ, খেয়াল নেই।'

"মা বললেন, 'যথেষ্ট হয়েছে, এবার বাজার যাও।'

"বাবা বললেন, 'আলমারিটা খুলে টাকা দাও।'

"বাবার কথার সঙ্গে-সঙ্গে আলমারিটা খুলে গেল। আমরা তিনজনেই অবাক! রান্নাঘরে যেতে মায়ের একটু দেরি হল। তারপর মা রান্না নিয়ে ব্যস্ত। বাবা বাজার ফেলে দিয়েই স্নানে গেলেন। আমি বারান্দায় পড়তে বসেছি। মা দেখলেন ঘরদোর পরিপাটি করে গোছানো, এমনকী, ঘর মোছা পর্যন্ত।

"মা বললেন, 'যাক, রিনার তবে সুমতি হয়েছে। মাঝে-মাঝে কাজের লোক না থাকা দেখছি ভালই। মেয়ে একটু কাজ শিখবে।' আমি তো হাঁ। তবে চেপেই গেলাম। যাক, মা একটু খুশি হোন।

"কিন্তু বিকেলে বাবা অফিস থেকে ফিরতে সবাই একসঙ্গে বসেছি। মা বললেন, 'যা না রিনা, তুই তো ভাল চা করিস, চাটা করে নিয়ে আয়।'

"আমি বললাম, 'ভূতে করবে। যাও তো ভূত, চার কাপ চা করে নিয়ে এসো।' ও মা! সত্যি সত্যি একটু পরেই চার কাপ ধূমায়িত চা টেবিলে। সুন্দর গন্ধ। আমরা খেলামও। আমি মজা পেলাম। 'যাও তো বইগুলো গুছিয়ে রাখো, আলমারিটা খোলো।'

"মাও শেষে স্বীকার করলেন কিছু একটা ব্যাপার আছে, কাজগুলো তো সত্যিই হয়ে যাচ্ছে। আমার মেয়ে যা কাজের! সে যে কিছু করছে না তা বোঝাই গেছে। এমনকী মার রান্নাঘরেও হাতে-হাতে সব গুছিয়ে রাখছে। কিন্তু তাকে চোখে দেখা যাচ্ছে না। মা অবশ্য অনেক প্রার্থনা করেছিলেন, 'হে ভগবান, দেখা দাও, হে ভূত দেখা দাও, তুমি আমার ভগবান, ভূত নও।'

"ব্যাপারটা শেষপর্যন্ত ঠাকুমার কানেও গেছে। তিনি বললেন, 'এ কী অলুক্ষুনে ব্যাপার, শেষ পর্যন্ত ভূতের সঙ্গে বাস! তার হাতে রান্না খাওয়া? এক্ষুনি বাড়ি বিক্রি করে দাও। এ বাড়িতে আমি থাকতে পারব না।'

"কথাটা পাশের বাড়িতেও পৌঁছে গেছে। সেই বাড়ির ভদ্রমহিলা বললেন, 'এ-বাড়ি যারা তৈরি করেছিল, তাদের এক বউ খুব কাজের ছিল, সারা দিন-রাত কাজ করত, কাজ করতে ভালও বাসত, সেই নিয়ে খুব অশান্তি হত। শেষে বিষ খেয়ে মারা যায়। তারপর বাড়ি বিক্রি হয়ে যায়। কিন্তু যারা কেনে তারা দিন-পনেরোর বেশি থাকেনি। তারপর আপনারা এসেছেন।'

"ঠাকুমার কথায় বাবা বাড়িটা বিক্রি করেই দিতে চান। কিন্তু মা রাজি নন। বলেন, বিনা পয়সায় বিনা বাক্যব্যয়ে এরকম নির্ঝঞ্ঝাট কাজের লোক পেয়ে এ-বাড়ি ছেড়ে আমি যেতে পারবনা।"

ছবি : দেবাশিস দেব

গাবলু
ফল
ফল
বোকা ছেলেরা, এগুলো মোমের তৈরি। এই ফল খাওয়ার নয়, শুধু দেখার।

গাবলু
হ্যাঁ, গাবলু! খদ্দেররা সবসময় ফলগুলো টিপে দেখতে চায়! কী করব?
যদি টিপেই দেখতে চান, তা হলে তরমুজগুলো টিপুন!
দেখলে, আর একজন খদ্দেরকে হারালাম।
ধুত
মনে হচ্ছে, তুমি একটা উপায় ভেবেছ।
নারকেল চার টাকা
এই ফল শুধু টিপে দেখার জন্য।

ধারাবাহিক উপন্যাস

হরিপুরের হরেক কাণ্ড

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

তিন

যত রাত বাড়ছে দুর্যোগও ততই বাড়ছে। ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে তুমুল বৃষ্টি শুরু হওয়ায় শূলপাণির বাড়িতে জড়ো হওয়া লোকজন টকাটক সরে পড়তে লাগল। শেষ অবধি দারোগাবাবু, গদাই আর পবনকুমার ছাড়া কেউ রইল না।

গদাই শূলপাণির লণ্ঠনটা জ্বেলে মাঝখানে রাখল। তারপর তিনজন বসল পরামর্শ করতে।

নগেন বলল, "পবনবাবু, আপনার অভিজ্ঞতা অনেক। শূলপাণির কী হতে পারে বলে আপনার মনে হয়?"

পবনকুমার মাথা নেড়ে বলল, "অনুমান করতে বলছেন? তাতে লাভ কী? শূলপাণিকে চিনি বটে, কিন্তু তার সম্পর্কে জানি কতটুকু? একটা লোকের স্বভাব-চরিত্র বা অতীতের জীবন খানিকটা জানলে অনুমান করা শক্ত হত না। কিন্তু শূলপাণি গাঁয়ের লোকই নয়। সরলাপিসি তাকে আশ্রয় দিয়েছিল। সে গাঁয়ের কারও সঙ্গে বিশেষ মিশত না, আপন খেয়ালে নানা পাগলামি করে বেড়াত। এরকম লোক সম্পর্কে কিছু কি বলা যায়? কাল সকালে পুলিশে খবর দিলে তারাই যা করার করবে।"

নগেন দারোগা বলল, "পুলিশে কাজ করেছি বলেই বলতে পারি, এত প্রত্যন্ত গাঁয়ে একটা পাগল নিখোঁজ হওয়ার ঘটনাকে পুলিশ তেমন গুরুত্ব দেবে না। নিয়মমাফিক একটু খোঁজাখুঁজি করে ছেড়ে দেবে।"

পবনকুমার বলল, "তা জানি। তবু পুলিশকে জানিয়ে রাখা ভাল। আমরা তো আর হাল ছেড়ে দিয়ে বসে থাকব না। কাল সকালে জেলেপাড়ায় খবর দিলে তারা গাঁয়ের পুকুরগুলোতে জাল ফেলে দেখবে শূলপাণির লাশ পাওয়া যায় কি না।"

"যদি পাওয়া না যায়?"

"তা হলে ধরে নিতে হবে, হয় সে আপন খেয়ালে কোথাও চলে গেছে, কিংবা কেউ তাকে গুম করেছে। দ্বিতীয় সম্ভাবনাটা খুবই ক্ষীণ। শূলপাণিকে গুম করে কারও কোনও লাভ হবে বলে তো মনে হয় না।"

নগেন দারোগা বলল, "গুপ্তধনের কথা কী যেন আপনিই বলছিলেন!"

পবনকুমার হেসে বলে, "ওটা কথার কথা। গোপেশ্বরকে একটু ভড়কে দেওয়ার জন্য বলা। আসলে সরলাপিসিকে আমি আমার ছেলেবেলা থেকে জানি। তার গুপ্তধন থাকার কথাই নয়। সামান্য টাকাপয়সা যা ছিল তা শূলপাণিকে দিয়ে গেছে বটে, কিন্তু সেই টাকার পরিমাণ সামান্যই হবে। আপনারা এত আগেই রগরগে ঘটনা কল্পনা করছেন কেন? শূলপাণি ফিরেও আসতে পারে।"

গদাই নস্কর এতক্ষণ চুপচাপ বসে কথা শুনছিল। এবার বলল, "কথাটা যুক্তিযুক্তই মনে হচ্ছে। কিন্তু পবনবাবু, শূলপাণি গাঁ ছেড়ে যাওয়ার লোক নয়। এই হরিহরপুর তার খুব পছন্দের জায়গা। তা ছাড়া সে তার পোষা জীবজন্তুদের খুব ভালবাসত। এদের এরকমভাবে ফেলে সে কোথাও চলে যাওয়ার পাত্র নয়। শূলপাণি পাগল, আমিও মানছি। কিন্তু সে উন্মাদ পাগল নয়। ছিটিয়াল বলতে পারেন।"

পবনকুমার একটু গম্ভীর হয়ে বলে, "সেটাও ভাবছি। তবু কাল অবধি দেখা যাক। তার আগে ঘরটা সার্চ করলে কেমন হয়? নগেনবাবু তো এ-কাজে পাকা।"

নগেন চারদিকটায় একটু চোখ বুলিয়ে ভ্রূ কুঁচকে বলল, "দেখার তেমন কিছু আছে বলে তো মনে হচ্ছে না। পাগলা শূলপাণি রাজ্যের অকাজের জিনিস জড়ো করে রেখেছে দেখছি। তবু আপনি যখন বলছেন, তখন দেখছি।"

গদাই বলল, "চলো, আমিও হাত লাগাই।"

অবশেষে তিনজনই কাজে নেমে পড়ল। শূলপাণির চৌকির নীচে একটা টিনের তোরঙ্গ পাওয়া গেল। তাতে পায়জামা, পুরনো কোট, কিছু কাপড়চোপড় ছাড়া একটা ম্যাজিক ওয়ার্ল্ড পাওয়া গেল। সরলাবুড়ির একটা আলমারি আর বাক্স খুলে রাজ্যের ন্যাকড়া, থান, জপের মালা, কাঁথা পুরনো তেঁতুল, অজস্র কৌটোর মধ্যে দাগ-পড়া মশলাপাতি ইত্যাদি বেরোল। বাড়িতে আরও দু'খানা ঘর আছে বটে, কিন্তু সেগুলো ব্যবহারযোগ্য নয়। ছাদ ফেটে গেছে, দেওয়ালে ফাটল, রাজ্যের ধুলো-ময়লা জমে আছে।

গদাই ওপরের তাক থেকে একটা ছোট কাঠের বাক্স টেনে নামাল। বাক্সটা পুরনো হলেও বেশ মজবুত। গায়ে কারুকাজ রয়েছে। বাক্সটা তালা দেওয়া।

গদাই তালাটা নেড়েচেড়ে বলল, "এ তো বিলিতি তালা দেখছি। শূলপাণি এ তালা পেল কোথায়?"

পবনকুমার ভ্রূ কুঁচকে বলল, "এটা সরলাপিসির জিনিস নয়। আমি ছেলেবেলা থেকেই এ-বাড়িতে আসা-যাওয়া করি। সরলাপিসি

বিনামূল্যে !

একটি ১00 গ্রামের হনি গোল্ড জার যার দাম টা. ১৯/৫০ প্রতিটি গ্লুকোজডিন ৫00 গ্রাম প্যাকের সঙ্গে

এবার, গ্লু কোজডিন। নুতন গ্লুকোজ-ডি পাউডার আপনাকে দেয় টাকায় আগের চেয়েও অধিক মূল্য।

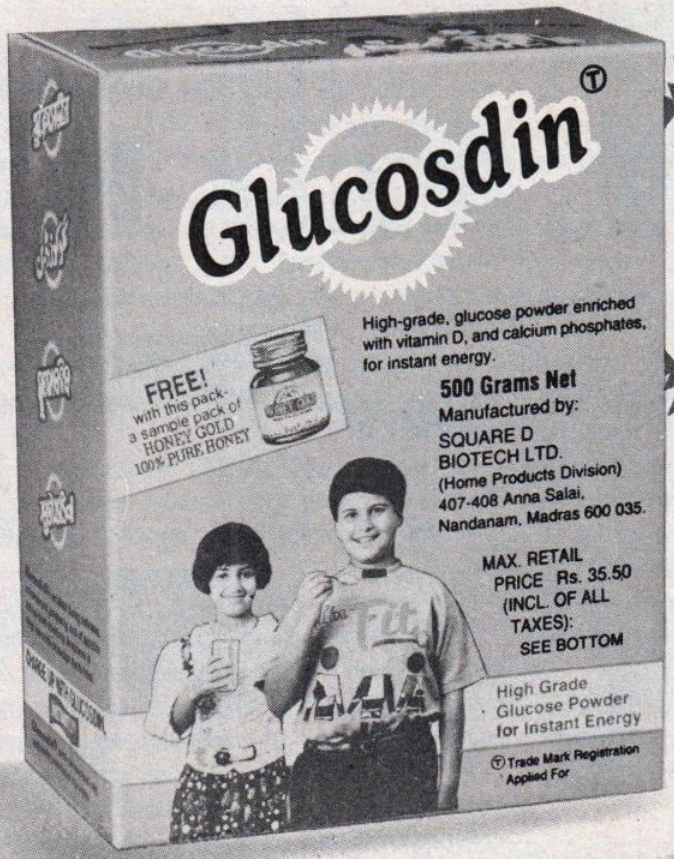

Glucosdin

দারুণ মূল্য যার সেই গ্লুকোজডিন-এর জন্য প্রতি প্যাকে 'এনার্জি রিং' দেখে নিন।

Ⓣ Trade Mark Registration Applied For

কাজেই শিগ্‌গির ! কিনে ফেলুন গ্লুকোজডিন, এক্ষুণি !

SD/30/95

গ্লুকোজডিন দিয়ে চাঙ্গা হয়ে উঠুন, নিমেষে !

A Quality Product from Square D Biotech Ltd. (Home Products Division).

নারকোলের নাড়ু, তিলুড়ি, পিঠে করে কত খাইয়েছে। তিন কুলে কেউ ছিল না তো, তাই আমাদের খুব ভালবাসত। তার জিনিসপত্র সব আমাদের চেনা। বাক্সটা খুলুন গদাইবাবু।"

"শূলপাণির জিনিস, খোলা কি ঠিক হবে ?"

নগেন বলল, "ওহে, আমি তো প্রাক্তন দারোগা। আমার সামনেই তো খুলছ। বিপদে নিয়মো নাস্তি।"

"তা হলে দেখা যাক চাবি পাওয়া যায় কি না।"

চাবি পাওয়া গেল। শূলপাণির লণ্ডভণ্ড বিছানা হাতড়ে চাবিটা বের করে এনে ভারী বাক্সের তালাটা খুলে ফেলল গদাই। তারপর অবাক হয়ে বলল, "কিছুই তো নেই দেখছি। কয়েকটা কড়ি আর গোটাকয়েক তামার পয়সা।"

তিনজনই ঝুঁকে দেখল, তাই বটে ! মোট সাতটা কড়ি আর সাতটাই তামার পয়সা পড়ে আছে বাক্সের মধ্যে। আর কিছুই নেই।

নগেন বলল, "এই তুচ্ছ জিনিসের জন্য বিলিতি তালা ?"

পবনকুমার বলল, "তাই তো দেখছি।"

কড়ি আর পয়সাগুলো নেড়েচেড়ে দেখে গদাই বলল, "এ ব্রিটিশ আমলের পুরনো পয়সা। অচল জিনিস। আর কড়িগুলোরও তেমন বৈশিষ্ট্য কিছু নেই।"

পবনকুমার বলল, "নাঃ, কোনও রহস্যেরই আভাস পাওয়া যাচ্ছে না। দারোগাবাবু, তা হলে চলুন ঘরে ফেরা যাক। আজ রাতটা ভেবেচিন্তে কাল যা হয় করা যাবে।"

"হ্যাঁ, তাই ভাল। চলুন।"

গদাই বলল, "কিন্তু এই অবলা জীবজন্তুগুলোর কী ব্যবস্থা হবে ? এদের দেখভাল করবে কে ?"

নগেন বলল, "আমার অনেকদিন ধরে একটা বাঁদর পোষার শখ। বাঁদরটা আমি নিয়ে যেতে পারি।"

গদাই বলল, "কুকুরটা আমি নেব।"

পবনকুমার বলল, "তা হলে বেড়ালটা আমার কপালে ? বেড়াল আমি একদম পছন্দ করি না। তবু অসহায় জীব বলে নিতে রাজি আছি।"

কার্যকালে দেখা গেল, প্রস্তাব যত সহজ কাজটা তত সহজ নয়। দারোগাবাবু যতই চেষ্টা করলেন বাঁদরটা ততই লাফঝাঁপ করে নাগাল এড়িয়ে গেল। গদাই শিকল খুলতে যেতেই কুকুরটা এমন তেড়ে এল যে, গদাই আর এগোল না। আর বেড়ালটা স্রেফ একটা লাফ মেরে ভেতরের ঘরে পালিয়ে গেল।

লণ্ঠন নিভিয়ে টর্চ জ্বেলে গদাই বলল, "কাল সকালে যা করার করা যাবে। কিন্তু সদর দরজাটা কি খোলা থাকবে ?"

পবনকুমার বলল, "দামি জিনিস যখন কিছু নেই তখন থাক খোলা।"

তিনজনেই বেরিয়ে বৃষ্টি-বাদলার মধ্যেই এগোতে লাগল।

হঠাৎ পবনকুমার দাঁড়িয়ে বলল, "নগেনবাবু, গদাইবাবু, আমার মনে হচ্ছে কাঠের বাক্সটা ফেলে যাওয়া ঠিক হচ্ছে না।"

"কেন বলুন তো ?"

"কারণ বলতে পারব না। মনটা টিক-টিক করছে। আমার মনে হয় ওটা নিয়ে আসা ভাল। শূলপাণি যদি ফিরে আসে তখন ফেরত দেওয়া যাবে।"

নগেন বলল, "ইচ্ছে হলে নিয়ে আসুন। বাধা কিসের ? আমরা দাঁড়াচ্ছি, আপনি যান।"

পবনকুমার দ্রুত ঘরে ফিরে এসে টর্চ জ্বাললেন। যা দেখলেন তাতে তাঁর বাক্য হরে গেল। বাক্সটা তাকের ওপর নেই।

গদাই জিজ্ঞেস করল, "কী হল পবনবাবু ?"

"শিগ্‌গির আসুন।"

দু'জনেই দৌড়ে এল।

পবনকুমার টর্চের আলো ফেলে বলল, "দেখুন কাণ্ড !"

তিনজনেই কিছুক্ষণ হাঁ হয়ে চেয়ে রইল। তারপর গদাই তার পেটকোঁচড় থেকে রিভলভার বের করে হাতে নিয়ে ভেতরবাড়িতে ছুটে গেল। পিছু-পিছু পবন আর নগেন।

কোথাও কাউকে দেখা গেল না। সব সুনসান।

পবন বলল, "আশ্চর্য কাণ্ড ! ভূতুড়ে ব্যাপার নাকি ?"

নগেন মাথা নেড়ে বলল, "না, ভূতের কাজ নয়। এ পাকা লোকের কাজ।"

(ক্রমশ)

হাসিখুশি

"সারাজীবনে আমি যা সঞ্চয় করেছি, তার বারোআনাই খরচ করেছি ডাক্তার দেখিয়ে।"

"আপনি তো মশাই দারুণ লোক। আগে আমার কাছে আসেননি কেন ? ইস, এত টাকা আপনার !"

❑

বাবা ভয়ানক কৃপণ। একটি পয়সা এদিক-ওদিক হওয়ার উপায় নেই। ছেলেকে সারাক্ষণ পয়সা বাঁচাবার উপদেশ দেন।

সেদিন ছেলেকে হাঁফাতে-হাঁফাতে বাড়ি ফিরতে দেখে বাবা অবাক !

"কী রে, এত হাঁফাচ্ছিস কেন ?"

ছেলে হাসতে-হাসতে বলল, "আজ তোমার এক টাকা তিরিশ পয়সা বাঁচিয়ে দিয়েছি। খুব দৌড়েছি।"

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, "দৌড়েছিস ! তার মানে ?"

"ট্রামডিপো থেকে কুদঘাট পর্যন্ত বাসের পেছনে দৌড়ে এলাম। পয়সা লাগল না।"

আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল বাবার চোখ-মুখ। "বোকা ছেলে, দৌড়লিই যখন, ট্যাক্সির পেছনে দৌড়তে পারলি না ?"

❑

মশার কামড়ে বিরক্ত হয়ে বুম্বা বলল, "আলোটা নিভিয়ে দে। তা হলে মশাগুলো আমাদের দেখতেও পাবে না। কামড়াতেও পারবে না।"

আলো নিভিয়ে দেওয়ার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই একটা জোনাকি জানলা দিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ল। তাই দেখে চেঁচিয়ে উঠল টুপাই, "আরে, মশাকে বিশ্বাস নেই, ওই দ্যাখ ওরা আমাদের এখন হ্যারিকেন নিয়ে খুঁজতে এসেছে।"

এ যুগের শিশুর চাই এগিয়ে যাবার শক্তি

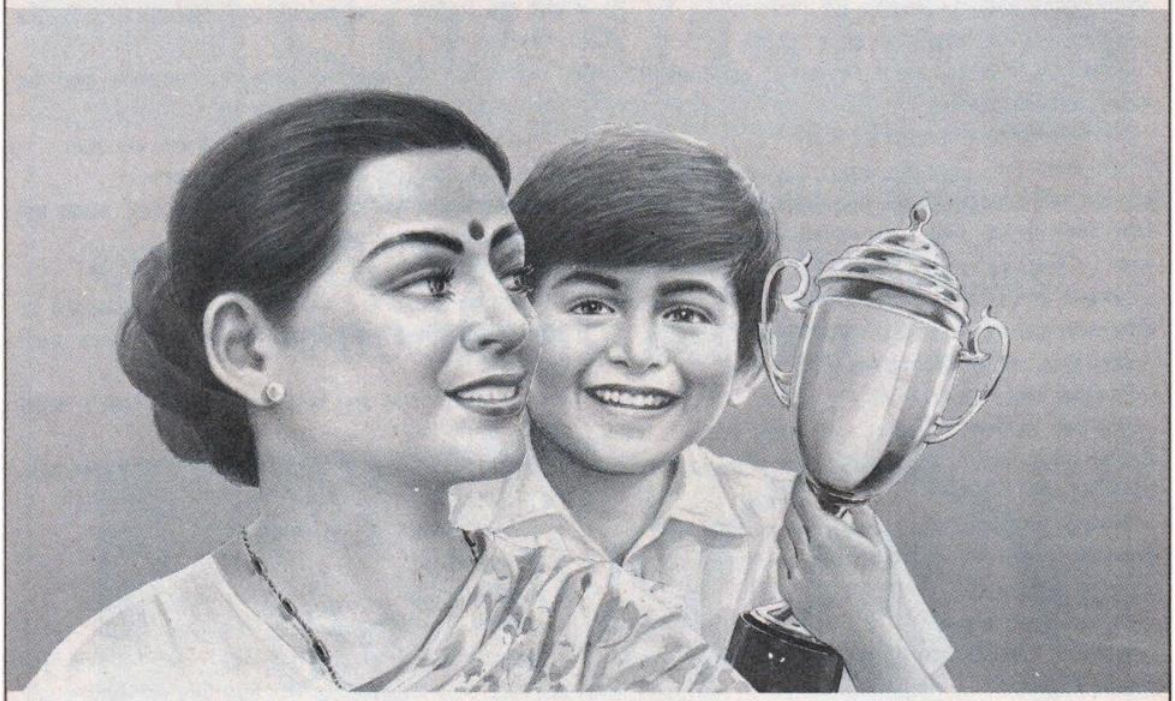

তাই তো ওকে আমি দিই "মকরধ্বজ-যুক্ত" বৈদ্যনাথ চ্যবনপ্রাশ স্পেশাল

সাধারণ চ্যবনপ্রাশের চেয়ে অনেক বেশী কার্য্যকরী **বৈদ্যনাথ চ্যবনপ্রাশ**। কারণ এতে মকরধ্বজ ছাড়াও আছে ৪৭টি প্রাকৃতিক গুণ, যেমন বংশলোচন, পিপুল এবং আমলা।

তাছাড়া সাধারণ অসুখবিসুখ এবং সর্দ্দিকাশি প্রতিরোধ করতে **বৈদ্যনাথ চ্যবনপ্রাশে** যোগ করা হয়েছে **অকৃত্রিম ভিটামিন 'সি', ক্যালসিয়াম ও মিনারেল।**

দিনে দু'বার দু-চামচ **বৈদ্যনাথ চ্যবনপ্রাশ** সারা পরিবারের পক্ষে আদর্শ টনিক। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল, শক্তিমান ও প্রাণবন্ত জীবনের এই একটিই সহজ উপায়।

বৈদ্যনাথ
চ্যবনপ্রাশ
স্পেশাল
কারণ স্বাস্থ্যই সাফল্যের ভিত্তি

Mileage 631

কু
কু ই জ
জ

আগামী শতকে বিকল্প শক্তির উৎস হবে কোল্ড ফিউশন

বিকল্প শক্তির গবেষণায় কোল্ড ফিউশন হয়তো হয়ে উঠবে মানুষের পরম বন্ধু।

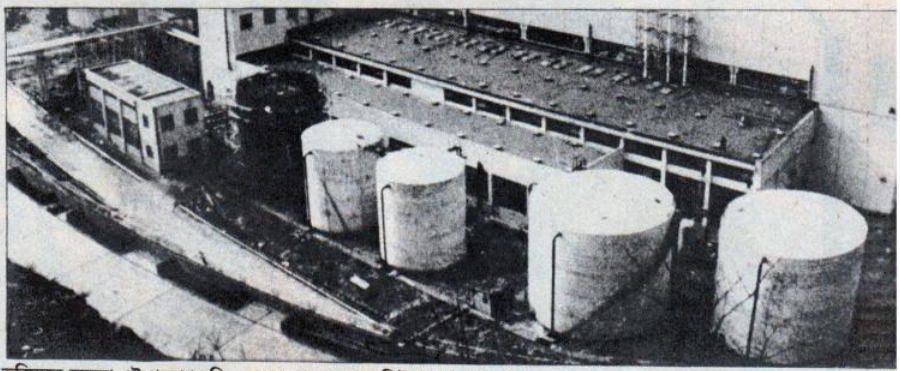

ভবিষ্যতে হয়তো এই পরমাণু চুল্লির জায়গা নেবে কোল্ড ফিউশন পাওয়ার সেল

শিল্পবিপ্লবের পর থেকে গত দু'শো বছরেরও বেশি সময় ধরে বিজ্ঞানের যে বিপুল অগ্রগতি ঘটে চলেছে, তার অনেকটাই হতে পেরেছে পৃথিবীর অভ্যন্তরে সঞ্চিত থাকা প্রাকৃতিক শক্তির বিশাল ভাণ্ডারের সহায়তায়। কয়লা, খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের এ বিশাল সঞ্চয় যদি না থাকত, তা হলে আমরা আজ এখানে পৌঁছতে পারতাম না। কিন্তু প্রাকৃতিক শক্তির এই ভাণ্ডার তো অফুরান নয়, ব্যবহৃত হতে-হতে তার অধিকাংশই আজ নিঃশেষ। হিসেব করে দেখা গেছে, সারা পৃথিবীতে যে হারে জ্বালানি ব্যবহৃত হয়ে চলেছে কলকারখানায়, তাতে কয়লা ও পেট্রোলিয়াম আর মাত্র কয়েকশো বছর পরেই ফুরিয়ে যাবে। বিজ্ঞানীরা এই সঙ্কটের কথা আঁচ করতে পেরেছিলেন অনেকদিন আগেই। বিকল্প জ্বালানি-শক্তি নিয়ে তাঁরা গবেষণা শুরু করেছিলেন এই শতকের গোড়া থেকেই। সেই গবেষণারই ফসল 'নিউক্লিয়ার ফিশন' এবং 'নিউক্লিয়ার ফিউশন' তত্ত্ব। আইনস্টাইন-এর দেখানো পথে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদরা দেখলেন, ইউরেনিয়াম-২৩৫-এর পরমাণুকে নিউট্রন দিয়ে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করলে ইউরেনিয়ামের পরমাণু ভেঙে যায় প্রায় সমান দু'টি ভাগে, জন্মায় দু'টি বা তিনটি নতুন নিউট্রন। পরমাণু ভাঙার কাজ এইভাবে ক্রমাগত চালিয়ে যেতে পারলে সেই বিভাজন প্রক্রিয়ার সঙ্গে বেরিয়ে আসে বিপুল পরিমাণ শক্তি। একেই বলা হয় 'ফিশন শক্তি'। এই তত্ত্বকে কাজে লাগিয়েই তৈরি হয়েছে পরমাণু চুল্লি। বর্তমানে সারা পৃথিবীতে এই ধরনের পরমাণু চুল্লি আছে প্রায় সাড়ে চারশো। কিন্তু মুশকিল হল, ফিশন শক্তির জ্বালানি ইউরেনিয়াম, প্লুটোনিয়াম, থোরিয়ামও তো একদিন ফুরিয়ে যাবে। বিজ্ঞানীরা তাই ভাবতে বসলেন ফিউশন তত্ত্ব নিয়ে। সূর্যে প্রতিনিয়ত চলছে এই ফিউশন প্রক্রিয়া। প্রচণ্ড উত্তাপে (প্রায় এক কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস) হাইড্রোজেন পরমাণু জোড়া লেগে গঠিত হচ্ছে হিলিয়াম, এবং এই সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় নির্গত হচ্ছে বিপুল পরিমাণ শক্তি। কিন্তু এখানেও বাধল গোলমাল। হাইড্রোজেন পরমাণুকে হিলিয়ামে রূপান্তরিত করার জন্য যে তাপমাত্রায় বিক্রিয়াটি শুরু করা প্রয়োজন তা হল এক কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস, এবং সেই তাপমাত্রা একমাত্র অ্যাটম বোমা বিস্ফোরণের মাধ্যমেই তৈরি করা সম্ভব। তাই, ফিউশন শক্তিকে হাইড্রোজেন বোমা তৈরির কাজে ব্যবহার করা গেলেও, তা তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা যায়নি এখনও।

ইতিমধ্যে আমেরিকা-র উটা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সেমিনারে ১৯৮৯ সালের ২৩ মার্চ দু'জন বিজ্ঞানী আমাদের নতুন আশার কথা শুনিয়েছেন। ডঃ মার্টিন ফ্লাইশ্‌ম্যান এবং ডঃ স্ট্যানলি পন্‌স আবিষ্কার করেছেন 'কোল্ড ফিউশন' তত্ত্ব। তাঁরা জানিয়েছেন, গবেষণাগারে ভারী জলকে (ডাই ডিউটারিয়াম অক্সাইড) প্যালাডিয়াম ক্যাথোড-এর সাহায্যে তড়িৎ বিশ্লেষণ করে তাঁরা তৈরি করতে পেরেছেন শক্তি। এই শক্তির উৎস কী, তা অবশ্য এখনও আবিষ্কারের অপেক্ষায়। তাঁদের অভিমত, কোল্ড ফিউশনের ফলেই নির্গত হয়েছে এই অতিরিক্ত শক্তি। এবং এই বিক্রিয়া ঘটানো হয়েছে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক তাপমাত্রায়। এজন্যই এর নাম দেওয়া হয়েছে কোল্ড ফিউশন। এর পর নতুন উদ্যমে পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু হয়েছে কোল্ড ফিউশন নিয়ে। বর্তমানে গোটা পৃথিবীতে প্রায় ১০০০ বিজ্ঞানী অক্লান্ত গবেষণা করে চলেছেন বিকল্প শক্তির এই নতুন উৎসটি নিয়ে। এ-ব্যাপারে পিছিয়ে নেই আমাদের দেশের বিজ্ঞানীরাও। ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টার-এর (বার্ক) প্রায় ৫০ জন পরমাণু বিশেষজ্ঞ কোল্ড ফিউশন নিয়ে গবেষণা করার জন্য তৈরি করেছেন 'কোল্ড ফিউশন ফোরাম' নামে একটি সংগঠন। বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডঃ পি. কে. আয়েঙ্গার এবং ডঃ এম শ্রীনিবাসন আছেন কোল্ড ফিউশন সংক্রান্ত গবেষণার একদম প্রথম সারিতে। ডঃ শ্রীনিবাসনের মতে, ২০২০ সালের মধ্যে গোটা পৃথিবীতে কোল্ড ফিউশন শক্তি আনবে এক বিপ্লব। ১০ থেকে ২০ কিলোওয়াট ক্ষমতার ছোট ছোট 'কোল্ড ফিউশন পাওয়ার প্যাক' তৈরি করা যাবে অত্যন্ত কম খরচে, যা মেটাতে পারবে এক একটি পরিবারের যাবতীয় বিদ্যুতের চাহিদা। ১৯৯৪ সালে আমেরিকার বেকটেল কর্পোরেশন পেটেন্ট নিয়েছে কোল্ড ফিউশন পাওয়ার সেল-এর। ১৯৯৪ সালের এপ্রিল মাসে মন্টে কার্লোতে এক বিজ্ঞান-সম্মেলনে বেকটেল কর্পোরেশন কোল্ড ফিউশন পাওয়ার সেল থেকে শতকরা ৬০০ গুণ বাড়তি শক্তি উৎপন্ন করে দেখিয়েছে। আশা করা যায়, নতুন এই বিকল্প শক্তি শিগগিরই আমাদের পৌঁছে দেবে দূষণহীন শিল্পের দেশে।

গ্রাহকদের চাহিদাপূরণ করতে, এলআইসি নিবেদন করছে "আশা দীপ II" - এক স্বাস্থ্য বীমা প্রকল্প।

সুবিধাবলী

সম্পূর্ণ আশ্বাসিত অর্থাঙ্কের জন্যে পলিসী কার্যকরী রাখা হয়েছে কিনা, তার সাপেক্ষে।

ক) যদি দুর্ভাগাবশতঃ পলিসীহোল্ডারের ক্যান্সার (ম্যালিগন্যান্ট), করোনারি - আর্টারির রোগ যেখানে বাইপাস সার্জারি, আবশ্যক পক্ষাঘাত অথবা দুটি কিডনীই অকেজো* -

- i) আশ্বাসিত অর্থাঙ্কের 50% সঙ্গে সঙ্গে প্রদান।
- ii) পরবর্তী প্রিমিয়মগুলি থেকে রেহাই।
- iii) প্রতি বছর আশ্বাসিত অর্থাঙ্কের 10%-এর প্রদান।
- iv) আশ্বাসিত অর্থাঙ্কের বাকী 50% এবং ভেস্টেড (নিহিত) বোনাস (সম্পূর্ণ আশ্বাসিত অর্থাঙ্কের উপর) এর প্রদান, মেয়াদপূর্তিতে অথবা মৃত্যু হলে, যেটি আগে হবে।

(খ) সৌভাগ্যবশতঃ, যদি পলিসীহোল্ডারের এইসকল নির্দিষ্ট রোগের কোনোটিই না হয়, তাহলে সম্পূর্ণ আশ্বাসিত অর্থাঙ্ক, ভেস্টেড (নিহিত) বোনাসের প্রদান করা হবে মেয়াদপূর্তিতে অথবা মৃত্যু হলে, যেটি আগে হবে।

বৈশিষ্ট্যসমূহ

- প্রবিষ্টির সময় বয়স : 18 থেকে 50 বছর (মেয়াদপূর্তিতে সর্বাধিক বয়স হবে - 65 বছর)
- পলিসির মেয়াদ : 15, 20 এবং 25 বছর।
- আশ্বাসিত অর্থাঙ্ক : ন্যূনতম - টা. 50,000/- সর্বাধিক - টা. 3,00,000/-
- প্রথম প্রিমিয়াম রসিদের ইস্যুর তারিখ থেকে নিয়ে এক বছরের মধ্যে যদি পলিসিহোল্ডার উল্লিখিত রোগগুলির কোনোটিতে আক্রান্ত হন, তাহলে অতিরিক্ত সুবিধেগুণ যা (ক)-তে উল্লেখ করা হয়েছে, তা প্রদানযোগ্য হবে না।
- নির্দিষ্ট অসুখ (সমূহে) আক্রান্ত হলে পলিসিহোল্ডারকে যুক্তিসঙ্গত ডাক্তারী প্রমাণ দাখিল করতে হবে।

* প্ল্যানের অধীনস্থ রোগসমূহ এবং অন্যান্য বিবরণের জন্যে বিস্তারিত তথ্যাদির জন্য আপনার এজেন্ট অথবা নিকটতম এলআইসি শাখা অফিসে যোগাযোগ করুন।

আশাদীপ (II)—আপনার সুস্বাস্থ্যের বীজমন্ত্র।

পারিবারিক নিরাপত্তার ধ্বজাবাহক।

লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া

...জনগণের সেবার্থে

MODE/LIC/BOM/106/95/BEN

C:\MODE\ASE 24X17B.PM5 M.N.3

প্রশ্ন

(১) কলেরা টক্সিন আবিষ্কার করেছিলেন কোন বাঙালি বিজ্ঞানী ?
জয়ন্ত মিত্র, যাদবপুর, কলকাতা।

(২) ইংরেজি সাহিত্যের একটি বিখ্যাত ছোট গল্পের নাম 'দ্য গিফ্‌ট অব দ্য ম্যাজাই'। কে লিখেছেন গল্পটি ?
ঊর্মিলা বসু রহমান, পার্ক সার্কাস, কলকাতা।

(৩) এভারেস্ট শৃঙ্গ জয় করে তেনজিং নোরগে চারটি পতাকা প্রোথিত করেছিলেন। পতাকাগুলি কোন-কোন দেশের ?
নির্মলেন্দু চক্রবর্তী, আশ্রম রোড, কোচবিহার।

(৪) সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'পথের পাঁচালী' ছবিটিতে সুর সংযোজনার কাজ করেছিলেন কে ?
শ্রুতর্বা মুখোপাধ্যায়, সুইনহো লেন, কলকাতা।

(৫) ১৯৯৫ সালে ম্যাগসেসে পুরস্কার পেয়েছেন কোন সাহিত্যিক ?
সাগর ভট্টাচার্য, বি.সি. রোড, কোচবিহার।

(৬) তানজানিয়া-র রাজধানীর নাম কী ?
রথীন্দ্রনাথ দে, কোন্নগর, হুগলি।

(৭) 'পরাশর বর্মা' চরিত্রটির স্রষ্টা কে ?
সুমন্ত সিংহ চৌধুরী, দশঘরা, হুগলি।

(৮) কলকাতায় অনুষ্ঠিত গত

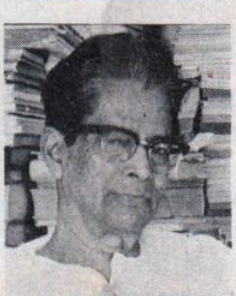

পরাশর বর্মা চরিত্রের স্রষ্টা ইনি

'পাণ্ডবাণী'র জনপ্রিয় শিল্পী ইনি

চলচ্চিত্র উৎসবে দেখানো হয়েছিল 'মাদাদায়ো' নামে একটি ছবি। ছবিটির পরিচালক কে ?
অরিত্র সিংহ, সল্টলেক সিটি, কলকাতা।

(৯) সবচেয়ে কম বয়সে ভারতীয় মন্ত্রিসভার সদস্য হয়েছেন কে ?
অনমিত্র পাণিগ্রাহী, ভুবনেশ্বর, ওড়িশা।

(১০) টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে প্রথম নিরপেক্ষ আম্পায়ার নিয়োজিত হয়েছিল কোন দেশে ? কারা ছিলেন সেই ম্যাচের আম্পায়ার ?
সুচিত্রা ঘটক, পশ্চিম পুটিয়ারি, কলকাতা।

(১১) কোন ভারতীয় মহিলা দাবাড়ু প্রথম এশীয় চ্যাম্পিয়ান হন ?
তন্ময়ী নন্দী, গড়ফা, কলকাতা।

(১২) ক্যারম-এর প্রথম জাতীয় চ্যাম্পিয়ানশিপ অনুষ্ঠিত হয় কত সালে ? সেই প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়েছিলেন কে ?
কৌশিক কর, ডিব্রুগড়, অসম।

(১৩) ভারতে প্রথম বক্সিং ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৪ সালে। ক্লাবটির নাম বলতে পারো ?
দিগন্ত রথ, আন্ধেরি, বোম্বাই।

(১৪) 'এক ফেরিওয়ালার মৃত্যু' নামে একটি নাটক সম্প্রতি কলকাতায় খুব জনপ্রিয় হয়েছে। যে মূল নাটকটি থেকে এটি রূপান্তরিত হয়েছে, সেটির নাম কী ?
অনামিকা চক্রবর্তী, যোধপুর পার্ক, কলকাতা।

(১৫) কে লিখেছেন 'আঙ্কল টম্‌স কেবিন' ?
বিপাশা বসু মল্লিক, পাল্লা রোড, বর্ধমান।

(১৬) মধ্যপ্রদেশের 'পান্ডবাণী' নাট্যশৈলীর সবচেয়ে জনপ্রিয় শিল্পী কে ?
প্রিয়ব্রত ভট্টাচার্য, তিনসুকিয়া, অসম।

(উত্তর আগামী সংখ্যায়)

গত সংখ্যার উত্তর

লালা অমরনাথ

(১) 'নাগরিক'।
(২) স্যামুয়েল কোল্ট।
(৩) স্বর্ণকুমারী দেবী।
(৪) 'শকুনির পাশা'।
(৫) নার্গিস দত্ত।
(৬) বিনায়ক দামোদর সাভারকর।
(৭) উৎপল দত্ত।
(৮) বিশ্ব টেব্‌ল টেনিস চ্যাম্পিয়ানশিপ।
(৯) সনি রামাধীন, ১২৯ ওভার।
(১০) সল।
(১১) বাঙ্গালোর।
(১২) মার্ক টুলি।
(১৩) 'অফ সাইড'।
(১৪) 'সীতারাম'।
(১৫) লালা অমরনাথ।
(১৬) 'সো হেল্প মি গড'।

দুপুরবেলার নতুন অধিবেশন ১৬ আর ১৯ মিটারব্যান্ডে

১৫৩৬০, ১৭৬৫৫, ১৭৭৯০ কিঃ হাঃ ১.৩০ - ২ দুপুর (১৬, ১৯ মিটার)

বিবিসি বাংলা বিভাগ BBC WORLD SERVICE

বিষয় : বিবিধ

প্রশ্ন

(১) ভারতের সবচেয়ে চওড়া সেতু কোনটি ?
(২) এ-দেশে প্রথম ভাসমান রেস্তরাঁ চালু হয়েছিল কবে ও কোথায় ?
(৩) ভারতের অধিকাংশ সার্কাস-খেলোয়াড় আসেন একটি বিশেষ অঞ্চল থেকে। জায়গাটি কোথায়, বলতে পারো ?
(৪) ১০২৬ সালের ৮ জানুয়ারি সুলতান মামুদ গুজরাতের সোমনাথ মন্দিরের চন্দনকাঠের সিংহ দরজাটি খুলে নিয়ে যান গজনিতে। ১৮৪২ সালে সেটি ফিরে আসে ভারতে। কে ফিরিয়ে এনেছিলেন দরজাটি ?
(৫) এশিয়ান গেম্‌সের কোন আসরে গল্‌ফ প্রথম ক্রীড়াসূচির অন্তর্ভূত হয় ?
(৬) এশীয় যুব ফুটবলে ভারত মাত্র একবারই চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। কত সালে ?
(৭) ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটের কোন খেলোয়াড়ের আছে সবচেয়ে বেশি উইকেট নেওয়ার রেকর্ড ?
(৮) ১৯৬৫ সালে দিল্লিতে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্টে এক ইনিংসে ১১টি উইকেট নিয়েছিলেন কে ?
(৯) সবচেয়ে কম বয়সে ভারতের টেস্ট দলের অধিনায়কত্ব করেছেন কোন খেলোয়াড় ?
(১০) কোন ভারতীয় মহিলা দাবাড়ু প্রথম আন্তর্জাতিক গ্র্যান্ডমাস্টার নর্ম পেয়েছেন ?
(১১) কে পরিচালনা করেছেন 'ম্যাসিসাহেব' ছবিটি ?
(১২) পাঁচবার 'মিস্টার এশিয়া' খেতাব জয় করেছেন কোন ভারতীয় বডিবিল্ডার ?
(১৩) কুডিয়াট্টম নাট্যশৈলী দেখতে পাওয়া যায় ভারতের কোন রাজ্যে ?
(১৪) বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য ১৯৮৬ সালে ইন্দিরা গান্ধী পুরস্কার পেয়েছিলেন দু'জন। তাঁদের নাম বলতে পারো ?

ডায়না এডুলজি

বিজয়া মেহতা

(১৫) কালাজ্বরের ওষুধ আবিষ্কার করেছিলেন কে ?
(১৬) 'কোলাজেন' প্রোটিনের গঠন প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন কোন দু'জন ভারতীয় বিজ্ঞানী ?

উত্তর :

(১) দিল্লিতে যমুনা নদীর ওপর ব্রিজ। আটটি লেনে বিভক্ত এই সেতুর দু'টি শাখার মোট বিস্তার ৯৫ মিটার। (২) পঞ্জাবের সিরহিন্দ-এ, ১৯৭৯ সালে। (৩) কেরলের তেল্লিচেরি। (৪) লর্ড এলেনবরা। (৫) ১৯৮২ সালে, দিল্লিতে। (৬) ১৯৭৪ সালে, তেহরানে। ইরান-এর সঙ্গে যুগ্মভাবে। (৭) ডায়না এডুলজি, ১১৪টি উইকেট। (৮) এস. বেঙ্কটরাঘবন। (৯) মনসুর আলি খান পটৌডি, ২১ বছর ৭৭ দিন বয়সে। (১০) ভাগ্যশ্রী শাঠে থিপসে। (১১) বিজয়া মেহতা। (১২) প্রেমচাঁদ ডেগরা। (১৩) কেরল। (১৪) সুরেন্দ্র ঝা ও এম. এন. এম. রাও। (১৫) উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী। (১৬) জি. এন. রামচন্দ্রন এবং জি. কার্থা।

অপূর্ব রঙের মেলা!

রঙের বিপ্লব - সবকটি মনকাড়া রঙ। যেসব রঙ থাকবে জীবনের সঙ্গে মিশে ... একইভাবে বহুদিন। 100 টির বেশি দেশে যে গ্ল্যামার আজ ছড়িয়ে পড়েছে, সাড়া জাগিয়েছে, তা এসে গেল ভারতে।

রেভলন রঙের জগতে সত্যিই এনেছে এক বিপ্লব। শ্রেষ্ঠ আন্তর্জাতিক ফরমুলায় তৈরি রঙ, ভারতের পক্ষে যা একেবারে উপযোগী। যা আজকের নারীর হৃদয় স্পর্শ করবে, রঙে রঙে ভরিয়ে দেবে।

আন্তর্জাতিক গুণমান

REVLON

Revolutionary

সিনডী ক্রাফর্ড
আন্তর্জাতিক সুপার মডেল

রেভলন-এর লাইসেন্সের অন্তর্গত মোদি-রেভলন প্রাইভেট লিঃ দ্বারা ভারতে বিপণন।

Rediffusion-DY&R/Del/MR/11695 BN

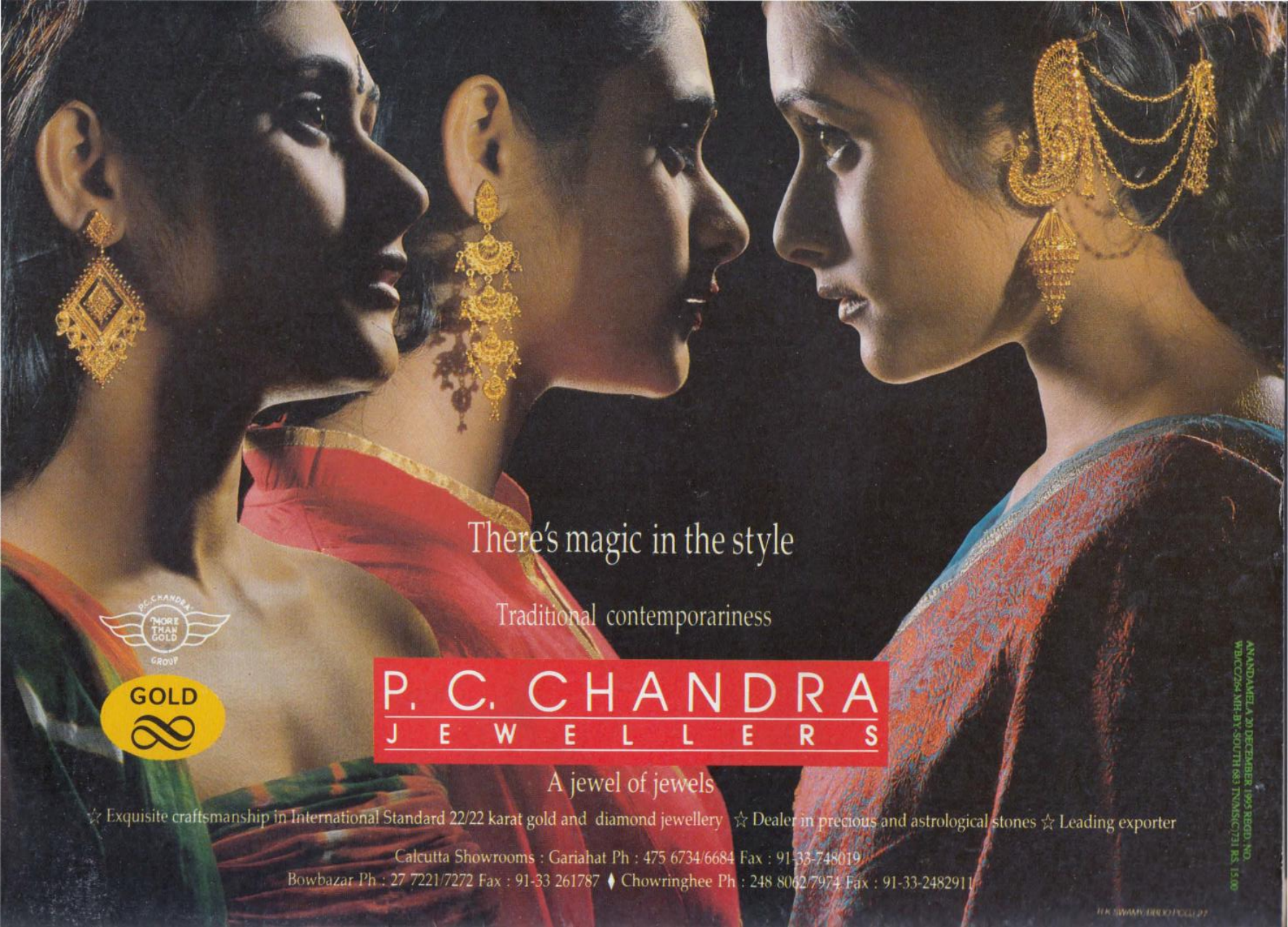

ANANDAMELA 20 DECEMBER 1995 REGD. NO. WB/CC/264 MH-BY-SOUTH 683 TN/MS(C)731 RS. 15.00